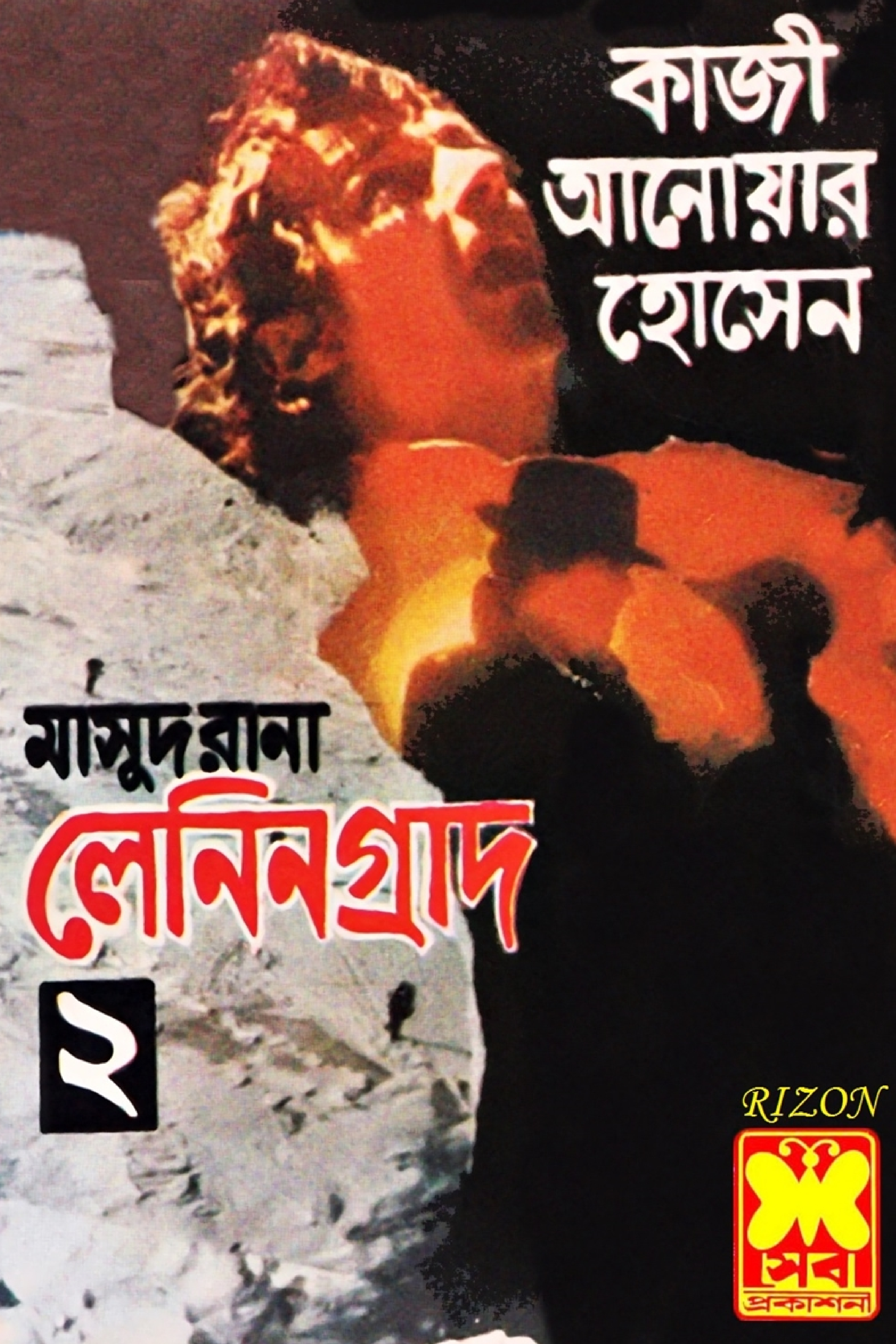

কাজী আনোয়ার হোসেন
মাসুদ রানা
লেনিনগ্রাদ
২
RIZON
সেবা
প্রকাশনী

সেবা
প্রকাশনী

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারত-নাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ঙ্কর * সাগর-সঙ্গম-১, ২
রানা ! সাবধান !! * বিস্মরণ * রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক-১, ২
কায়রো * মৃত্যুপ্রহর * গুপ্তচক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র
রাত্রি অন্ধকার * জাল * অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা
ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দূত * এখনো ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই ?
বিপদজনক-১, ২ * রক্তের রঙ-১, ২ * অদৃশ্য শত্রু * পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ * ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ * গুপ্তহত্যা
তিনশত্রু * অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ * সতর্ক শয়তান * নীলছবি-১, ২
প্রবেশ নিষেধ-১, ২ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ-১, ২
লাল পাহাড় * হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা-১, ২ * হংকং সম্রাট-১, ২
কুউউ ! * বিদায় রানা-১, ২, ৩ * প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ * আক্রমণ-১, ২
গ্রাস-১, ২ * স্বর্ণতরী-১, ২ * পপি * জিপসী-১, ২
আমিই রানা-১, ২ * সেই উ-সেন-১, ২ * হ্যালো, সোহানা-১, ২
হাইজ্যাক-১, ২ * আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ * সাগর কন্যা-১, ২
পালাবে কোথায়-১, ২ * টার্গেট নাইন-১, ২ * বিষ নিঃশ্বাস-১, ২
প্রেতাত্মা-১, ২ * বন্দী গগল * জিম্মি * তুষার যাত্রা-১, ২
স্বর্ণ-সংকট-১, ২ * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা
নিরাপদ কারাগার-১, ২ * স্বর্গরাজ্য-১, ২ * উদ্ধার-১, ২
হামলা-১, ২ * প্রতিশোধ-১, ২ * মেজর রাহাত-১, ২
লেনিনগ্রাদ-১, ২

সেবা
প্রকাশনী

লেনিনগ্রাদ-২

দুই খণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চ-উপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-১১২

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৮৩

রচনা : বিদেশী কাহিনীর ছায়া
অবলম্বনে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

মুদ্রণে :
রুহুল আমিন
পলাশ মুদ্রণ
২৪, মোহিনীমোহন দাস লেন
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দুরালাপনী : ৪০৫৩৩২

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার
ঢাকা-১

LENINGRAD-2
By Qazi Anwar Husain
Rana-112

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।

টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।

আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

প্রতিটি কাহিনী আলাদা, স্বয়ংসম্পূর্ণ

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে পারবেন

সেবা
প্রকাশনী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে
এর কোনও সম্পর্ক নেই।
॥ লেখক ॥

এক

ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত ওরা। তবু বাঁচার তাগিদে কোনোমতে পা টেনে টেনে এগিয়ে চলেছে। ঝোড়ো বাতাসের হু হু অবিরাম গর্জন তেমনি রয়েছে, কিন্তু একটা সুবিধে পাচ্ছে ওরা এখন। নভেলিকে খুঁজতে যাবার সময় বাতাস ছিলো মুখোমুখি, এখন উল্টো দিকে হাঁটছে ওরা। পিঠেও আগের মতো বোঝা নেই। তবু, প্রায়-অসম্ভব একটা কাজে নেমেছে, ওরা জানে। অসাধারণ মনের জোর এখনও খাড়া রেখেছে রানা আর রুস্তভকে।

কেমন এক ধরনের ধূসর অন্ধকার। টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে এগিয়ে চলেছে দু'জন, নির্জন সীমাহীন বরফের রাজ্যে যেন দু'টো অশরীরী প্রেত।

লেনিনগ্রাদের দিকে এগিয়ে চলেছে দু'জনে। মনে সারাক্ষণই একটা অস্বস্তি খচ খচ করছে ওদের, যদি লেনিনগ্রাদের চারদিক থেকে ঘিরে আসে বরফ? যদি বরফের তলায় ডুব মারতে বাধ্য হয় সাবমেরিন? কোনোদিন আর ওটাকে খুঁজে পাবে না ওরা। এই দুস্তর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে স্টেশন নভেলিতেও আর ফিরে যাবার সামর্থ্য থাকবে না। তার মানে নিশ্চিত মৃত্যু।

দারুণ ক্লান্তি সত্ত্বেও ছুটতে চাইছে রুস্তভ, কিন্তু জোর করে তাকে টেনে থামাচ্ছে রানা। এই বরফের রাজ্যে ছোটার প্রতিক্রিয়া বড়

ভয়ংকর। জানে সে, যতোই তাড়া থাকুক, কখনও ছোটার চেষ্টা করে না এস্কিমোরা। বেশি ছুটোছুটি করলে শরীর থেকে ঘাম বেরোবে। থেমে গেলেই শরীরের উত্তাপ কমে গিয়ে গরম পোশাকের তলার ঘাম পাতলা বরফের আস্তরণে পরিণত হয়ে যাবে। এই আস্তরণকে গলাতে হলে আবার ছুটতে হবে, গরম করতে হবে শরীর। তার মানে আরও ঘাম বেরোবে। আবার থেমে গেলে আরও ভারি হবে বরফের আস্তরণ। সোজা কথা, একবার শরীর থেকে ঘাম বেরোলে আর রক্ষা নেই। কোনো নিরাপদ জায়গায় না পৌঁছানো পর্যন্ত ছুটতে হবে, কিংবা জমে গিয়ে বরফে মুখ থুবড়ে পড়ে মরতে হবে। কাজেই বরফের রাজ্যে চলার সময় যাতে শরীর থেকে ঘাম না বেরোয় এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়।

আধ ঘণ্টা পর একটা বরফের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো রানা, রুস্তভ-কেও থামতে বললো। জিরিয়ে নিতে চায়। গত দুই মিনিটে দু'বার আছাড় খেয়েছে রুস্তভ, অথচ বরফ এখানে সমতল। পিচ্ছিলও নয়। এখানে আছাড় খাবার কোনো কারণ নেই। আসলে পায়ে আর জোর নেই দু'জনের কারোই। থর থর করে কাঁপছে পা, শরীরের ভর রাখতে পারছে না আর।

'কি হে, কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'কোমরের নিচে কিছু নেই আমার, ডাক্তার,' হাসার চেষ্টা করলো রুস্তভ। ঘড় ঘড় স্বর বেরোলো গলা থেকে, 'কিন্তু ভেবো না। পায়ে সাড়া না থাকলেও আরো খানিক পথ যে করেই হোক যাবো। কদ্দূর এলাম, আন্দাজ করতে পারো?'

'মাইল তিনেক,' বরফের দেয়ালে চাপড় দিল রানা, 'মিনিট দুই জিরিয়ে নিয়ে এটা ডিঙাতে হবে। উঁচুই বলা যায়, কি বলো?'

'না না, এমন আর কি উঁচু,' মুখ বাঁকালো রুস্তভ। 'তাছাড়া এসব ঝড়কেও পাত্তা দিই না আমরা। আমরা বীর। বাতাসে বরফ-কুচির পরিমাণ আরও বেড়েছে, না ডাক্তার? লেনিনগ্রাদের সেইল বেয়ে উঠতে পারবো?'

'কি জানি,' ভাবছে রানা। 'আচ্ছা, রুস্তভ, কমাণ্ডার রাইকভ আমাদের কথা ভাবছেন, না?'

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকালো রুস্তভ, 'মানে?'

'আমরা লেনিনগ্রাদে ফিরে যাচ্ছি আবার, ভাবছেন কি কমাণ্ডার? আমাদের তো ফিরে যেতে বলেছেনই তিনি। নিশ্চয়ই সন্দেহ করছেন তিনি, আমাদের রেডিওতে গোলমাল হয়েছে; সেক্ষেত্রে আমরা সাব-মেরিনে ফিরে যাবার চেষ্টা করবোই।'

'কি করে জানছেন তিনি, স্টেশন নভেলিতে পৌঁছে গেছি আমরা? তাহলেই শুধু ফেরার প্রশ্ন ওঠে।'

'না। আমাদের রেডিও নষ্ট হয়ে গেছে এটা তিনি কোনোভাবে অনুমান করেছেন কিনা তার ওপর নির্ভর করছে সবকিছু। রেডিও নষ্ট হয়ে গেলে নভেলিকে খোঁজা বাদ দেবো আমরা, তিনি ধারণা করে নেবেন। আর স্টেশন খুঁজে পাওয়ার পর যদি রেডিও নষ্ট হয়, তাহলেও আমরা কেউ না কেউ জাহাজে ফেরার চেষ্টা করবোই, এটাও তিনি অনুমান করবেন। অন্ধকারে লেনিনগ্রাদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারি আমরা। সুতরাং সেইলের কোথাও একটা ল্যাম্প বসিয়ে রাখবেন না?'

'মাই গড, ডাক্তার, ঠিকই ধরেছো তুমি! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই তা-ই করবেন কমাণ্ডার। মাথায় গোবর ছাড়া কিছু নেই আমার,' বলতে বলতে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো রুস্তভ। কি করে ডিঙাবে

এটা, ভাবছে।

কিন্তু দেয়ালটা পেরোলো ওরা। কিছুতেই আগে উঠতে রাজী হলো না রুস্তভ। জোর করে ধরে ঠেলে দেয়ালের মাথায় চড়িয়ে দিল রানাকে। দেয়ালের মাথায় বসে হাত বাড়িয়ে রুস্তভকে প্রায় টেনেই তুললো রানা। বরফ-কুচির নদীটা পাওয়া গেল আবার এখানে, ওদের মাথার ওপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়ার তোড়ে ছুটছে সফেদ নদী।

'আরও দেয়াল থাকতে পারে,' রুস্তভের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো রানা, 'আরও উঁচু দেয়াল।'

ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলো রুস্তভ। ওর মুখটা দেখতে পাচ্ছে না রানা, কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারছে লেফটেন্যান্ট কি ভাবছে। রানা নিজেও রুস্তভের মতো একই কথা ভাবছে। কোনো ল্যাম্প দেখতে পাচ্ছে না ওরা। কে জানে, বাধ্য হয়ে বরফের তলায় ডুবই মারতে হয়েছে হয়তো লেনিনগ্রাদকে।

পরের বিশ মিনিটে মোট পাঁচটা ছোট বড় দেয়াল ডিঙালো ওরা। পরাজিত করে এনেছে ওদের বরফ। শরীরে কোনো রকম অনুভূতি নেই আর এখন রানার। রুস্তভের অবস্থা আরও কাহিল। বসে পড়ে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করেছিলো, কিন্তু জোর করে টেনে তুলেছে তাকে রানা। তুলেছে বটে, কিন্তু তার নিজেরই ইচ্ছে করছে হামাগুড়ি নয়, একেবারে শুয়েই পড়ে বরফের ওপর। যা হয় হোক।

কয়েক গজ এগিয়ে ধপাস করে পড়ে গেল রুস্তভ। থমকে দাঁড়ালো রানা। উবু হয়ে তুলতে গেল রুস্তভকে। কিন্তু তার আগেই নড়েচড়ে উঠে বসলো লেফটেন্যান্ট। বললো, 'সরি, ডাক্তার, পা পিছলে গেল হঠাৎ।'

জানে রানা, মোটেই পা পিছলায়নি রুস্তভের, আসলে আর বিন্দু-

মাত্র শক্তি নেই তার পায়ে।

বাতাসের গতি আরও বেড়েছে। চারদিকে ধূসর অন্ধকার, কিন্তু মাথার ওপরের অন্ধকার কালো। বরফ-কুচির নদী আরও পুরু হয়েছে, কালো অন্ধকার এজন্যেই। চোখ কুঁচকে চারদিক দেখছে রানা। দেখা যাচ্ছে না কিছুই। তবু মোট তিনবার পশ্চিমকে সামনে রেখে উত্তর থেকে দক্ষিণে পুরো একশো আশি ডিগ্রী পাক খেয়ে দিগন্ত দেখার চেষ্টা করলো। নাহ্, কিচ্ছু নেই। তিন মিনিট পেরিয়ে গেল। বরফের ছোঁয়া অনুভব করছে রানা রক্তে।

এই সময়ই ভাবনাটা খেললো রানার মনে। ধরা যাক বরফের তলায় ডুব দেয়নি লেনিনগ্রাদ, ধরা যাক তাকে ওরা পেরিয়ে এসেছে, তাহলে ঠিক কোন্‌দিকে অবস্থান হবে সাবমেরিনটার? পুবে। হ্যাঁ, তাই, পুবে। চরকির মতো পাক খেয়ে পুব দিকে ঘুরে গেল রানা। বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বরফ-কুচি আঘাত হানলো মুখে। চাপা আর্তনাদ করে উঠলো রানা, কিন্তু চোখ ফেরালো না। পুব দিক সামনে রেখে দক্ষিণ থেকে উত্তরে একশো আশি ডিগ্রী ঘুরলো সে। অর্ধচক্রটা শেষ করে থমকে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে ঝুঁকে রুস্তভের কাঁধ ছুঁলো। 'রুস্তভ, উত্তর পুবে। কোয়ার্টার মাইল, কিংবা আধ মাইলও হতে পারে। দাঁড়িয়ে দেখো তো?'

রানার বাড়ানো হাতের নির্দেশিত দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলো রুস্তভ। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ালো এদিক-ওদিক, 'নাহ্, আমি কিছুই দেখছি না! কি দেখেছো তুমি?'

'মনে হলো আলোর ঝলক দেখলাম, ম্লান আলো। না না, ভুল বলেছি। আলো ঠিক নয়। মনে হচ্ছে, ওদিককার এক জায়গার বরফ আশপাশের চাইতে একটু বেশি উজ্জ্বল। কিন্তু অন্ধকারে উজ্জ্বলতা

কেন দেখা যাবে ? ফসফরাস তো নেই বরফে।'

পুরো আধ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে উত্তর-পুবে উজ্জ্বলতা খুঁজলো রুস্তভ। শেষে বললো, 'না, ডাক্তার, আমি কিছুই দেখলাম না। অবশ্য আমার চোখ কতটা ঠিক আছে, জানি না। গত এক ঘণ্টায় এ দু'টো-কে তো কষ্ট আর কম দিইনি।'

বাতাসের দিকে পেছন ফিরলো রানা। চোখ বন্ধ করলো। চোখ দু'টোকে কয়েক সেকেণ্ড বিশ্রাম দিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালো। চোখ মেলে ভালো করে দেখে বললো, 'না, লেফটেন্যান্ট, এখন আমিও আর কিছু দেখছি না। আসলে হয়তো উজ্জ্বলতা কল্পনা করেছিলাম আমি। মরুভূমিতে মরীচিকা দেখার মতোই হবে হয়তো ব্যাপারটা।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, ডাক্তার,' কি মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো রুস্তভ, 'উজ্জ্বলতাটা কি ওপরের দিকে দেখেছিলে ?'

ম্লান হাসলো রানা। 'বরফ-কুচির নদীতে সার্চলাইটের প্রতিফ-লনের কথা ভাবছো ?'

'না, থাক, ডাক্তার, অত আশা করে লাভ নেই। তাছাড়া লেনিন-গ্রাদকে পেরিয়ে আসিনি আমরা, অযথা কল্পনা করে কোনো লাভ নেই।'

'লেনিনগ্রাদকে পেরিয়ে এসেছি আমরা, এটা কল্পনা করতে দোষ নেই। কারণ, পর পর ক'টা বরফের দেয়াল ডিঙিয়েছি আমরা খেয়াল আছে ? নভেলিকে খুঁজতে যাবার সময় অতগুলো দেয়াল পেরোতে হয়েছিলো ?

'নিজেকে খামোকা প্রবোধ দিচ্ছো, ডাক্তার,' আস্তে করে বললো রুস্তভ। কথায় কোনো প্রাণ নেই। কথা বলতেও যেন ভালো লাগছে না আর তার। 'এসব তোমার অতিকল্পনা।'

'আবার হয়তো উল্টো-পাল্টা শুরু করেছে আমার চোখ,' দেখতে

দেখতে বললো রানা। 'কিন্তু উজ্জ্বলতাটা আবার দেখছি মনে হচ্ছে।'

'এসো, শুয়ে পড়ো, ডাক্তার।'

'কেন?'

'এসো, ঘুমিয়ে পড়ি,' দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে রুস্তভের। 'কতক্ষণ আর লাগবে...' ঝোড়ো বাতাসের গর্জনে তার বিড়বিড় করে বলা কথা অস্পষ্ট শোনালো। বসে পড়লো সে।

এই সময়ই ঘটলো ঘটনাটা। বড় জোর শ'চারেক গজ দূরে, ঠিক যেখানে উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছিলো রানা, দপ্ করে আলো জ্বলে উঠলো। বরফ-কুচির নদী ভেদ করে দ্রুত ওপরে উঠে গেল তীব্র নীলচে-শাদা আলো। পেছনে রেখে গেল লালচে শিখা। শ'ছয়েক গজ ওপরে উঠে ফাটলো রকেট-ফ্লেয়ার। আকাশে আলোর ফুলঝুরি ছিটালো কয়েক সেকেণ্ড। তারপর যেমন দপ্ করে জ্বলে উঠেছিলো, তেমনি দপ্ করেই নিভে গেল। নিচের বরফ-রাজ্যকে আরও শীতল আরও অন্ধকার করে দিয়ে গেল যেন।

'এখনও বলবে অতিকল্পনা, লেফটেন্যান্ট?' বললো রানা।

'কসম খোদার, এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর কখনও দেখিনি, ডাক্তার,' উঠে দাঁড়িয়েছে রুস্তভ। 'তোমার চোখের দৃষ্টি-শক্তির ওপর শ্রদ্ধা আরেক ডিগ্রী বাড়াবো কিনা, ভাবছি। স্কুল ছুটি হয়েছে, ডাক্তার, চলো এবার বাড়ি ফিরে যাই।'

দশ মিনিটের মধ্যেই বাড়ি ফিরলো ওরা।

'কপাল নেহায়েতই ভালো বলতে হবে আমাদের,' সব শুনে হাসলেন কমাণ্ডার রাইকভ, 'তিন নম্বর রকেটটা দেখতে পেয়েছেন। ওটাই শেষ, আর নেই আমাদের কাছে।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা

আপনি বলছেন গ্যাকো, পিনিন এবং নভেলির অন্যান্য আহতরা মোটামুটি নিরাপদেই আছে ?'

'আগামী দু'দিন ভাবনা নেই,' বললো রানা। 'গরম ঘর আর হাসপাতালের সেবাযত্ন দরকার। তবে এগুলো ছাড়াও আরও দু'দিন টিকে থাকতে পারবে ওরা।'

'ভালো,' নিশ্চিন্ত দেখালো কমাণ্ডারকে। 'এখানকার খবর শুনুন। পলিনাইয়ার চারপাশে বরফ জমা বন্ধ হয়েছে আধ ঘণ্টা আগে। ডুব দিতে বাধ্য হচ্ছি না আর এখন আমরা। আইস মেশিনের কোথায় গোলমাল হয়েছে, বের করে ফেলেছে ইঞ্জিনিয়ার। খুবই কমপ্লিকেটেড কাজ, কিন্তু সারানো যাবে। সময় লাগবে কয়েক ঘণ্টা। ওটা সারিয়ে নেবার আগে ডুব দেয়া উচিত মনে করি না আমি। বরফের তলা দিয়ে আইস মেশিনের সহায়তা ছাড়া নভেলিতে পৌঁছানোর ঝুঁকি না নেয়াই ভালো।'

'হ্যাঁ, তাই ভালো,' মেডিসিনাল অ্যালকোহলের গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো রুস্তভ। 'কিন্তু আমি ভাবছি, নভেলির কাছাকাছি যদি পলিনাইয়া না পাওয়া যায় ?'

'পাতলা বরফের স্তরের খোঁজ করবো। টর্পেডো ছুঁড়ে বরফ সরানোর ব্যবস্থা করবো। জানি না, কতটা কাজ হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, হবে।'

'হয়তো বা,' অনিশ্চিত শোনালো রুস্তভের কণ্ঠ। 'ক'টা টর্পেডো ঠিক আছে ? পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে ?'

'চারটে।'

'তাহলে বুলিনকে নিয়ে ওগুলো টিউবে ভরে ফেলিগে যাই।'

'অত তাড়াহুড়ো নেই,' বাধা দিলেন কমাণ্ডার, 'তাছাড়া তোমার

এখন কিচ্ছু করতে হবে না। চেহারাই বলছে, টর্পেডো তো দূরের কথা, এয়ার-গানে গুলি ভরার ক্ষমতাও তোমার নেই এখন। যা বলছি শোনো, গিয়ে ঘুমিয়ে নাও কয়েক ঘণ্টা। যাও।'

তর্ক করলো না রুস্তভ। কমাণ্ডারের কথার প্রতিবাদ করে লাভ হবে না, যা বলছেন মেনে নেয়াই উচিত। এক চুমুকে গেলাসের অবশিষ্ট তরল পদার্থটুকু শেষ করেই দরজার দিকে রওনা দিল সে। দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে ডাকলো, 'আপনি আসবেন, ডাক্তার?'

'আসছি। একটু পরে।'

'ঠিক আছে,' বলেই চলে গেল রুস্তভ।

'বাইরের আবহাওয়া খুবই খারাপ, না ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করলেন রাইকভ। বুঝলো রানা, এটা আসল প্রশ্ন নয়। বাইরে আবহাওয়া কেমন ভালো করেই জানা আছে কমাণ্ডারের।

'না না, খারাপ হবে কেন,' কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লো রানা। 'চমৎকার আবহাওয়া। ফুর ফুরে বাতাস...'

'রুস্তভের কথা বলছি, ডাক্তার,' রানাকে বাধা দিয়ে অন্য প্রশ্ন করলেন রাইকভ, 'ওর ব্যবহার দেখে মনে হলো, আপনার প্রতি কোনো কারণে কৃতজ্ঞ বোধ করছে সে।'

'নিছক কল্পনা। এমন কোনো কাজই করিনি ওর জন্যে যাতে কৃতজ্ঞ হতে পারে সে। একটা কথা অবশ্য জোর দিয়ে বলতে পারি, একজন লেফটেন্যান্ট পেয়েছেন বটে আপনি। পয়সার মাল!'

'সে কথা জানি আমি,' বললেন রাইকভ। উসখুস করছেন, কি জানি বলি বলি করেও বলতে পারছেন না। শেষে বলেই ফেললেন, 'আপনার বন্ধু...'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকালো রানা, 'আছে, কমাণ্ডার। দু'টা লাশের

সঙ্গে পড়ে আছে।'

'সরি,' অস্বস্তিতে ভুগছেন কমাণ্ডার। কিছুক্ষণ চুপচাপ। পরামর্শ চাইলেন, 'লাশগুলো···মানে, পোড়া লাশগুলো কি দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো আমরা ? মানে আমি বোঝাতে চাইছি, ঠিক নেবার মতো অবস্থা আছে ? সনাক্ত করা যায় ?'

'বেশির ভাগই যায় না,' গেলাসের তরল পদার্থটুকু এক চুমুকে শেষ করে বাড়িয়ে ধরলো রানা, 'আর একটু দেবেন, কমাণ্ডার ? চমৎকার জিনিস !'

বোতল থেকে ঢেলে রানার গেলাসটা ভরে দিলেন কমাণ্ডার। আরও দুই চুমুক খেয়ে রানা বললো, 'কয়েকটা লাশ সনাক্ত করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বিকৃত পোড়া দোমড়ানো কিছু মাংসপিণ্ড··· আমার মনে হয় এগুলোকে নিয়ে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফেরত দেয়া উচিত হবে না মোটেই। আমরা বাইরের লোকেই সহ্য করতে পারছি না, দেখলে আপনজনের কেমন প্রতিক্রিয়া হবে অনুমান করা যায় পরিষ্কার। না, ক্যাপ্টেন, মাংসপিণ্ডগুলোকে এখানেই কবর দিয়ে যাবো আমরা। তবে, যে লাশগুলো সনাক্ত করা যায়, সেগুলো নিয়ে যেতে কোনো বাধা নেই।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন না কমাণ্ডার, তবে মন থেকে অস্বস্তি দূর হয়ে গেছে তাঁর এটা বোঝার জন্যে টেলিপ্যাথি জানার প্রয়োজন হয় না। ব্যাপারটা ঢাকা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আর হ্যাঁ, ওসব আমেরিকান মিসাইল খোঁজার যন্ত্রপাতি, ওগুলো আছে ?'

'খুঁজে দেখার সময় পাইনি,' বললো বটে, কিন্তু জানে রানা শিগগিরই আবিষ্কার করবেন কমাণ্ডার, মিছে কথা বলেছে রানা। তখন কমাণ্ডারের মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া হবে ঠিক অনুমান করতে পারছে

না রানা, পারার চেষ্টাও করছে না। ক্লান্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তার শরীর অনেক আগেই। এখন শুধু একটা লম্বা ঘুম দরকার।

দুই

কেবিনে ঢুকে দেখলো রানা, অঘোরে ঘুমাচ্ছে কৌস্তভ। বাংকের নিচে লুটাচ্ছে গা থেকে খুলে নেয়া ফারের পোশাক। নিজের পোশাকও খুলে ফেললো রানা। ব্রিফকেসে ভরে রাখলো পিস্তল। তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। সাংঘাতিক রকম অবসন্ন শরীর, কিন্তু তবু কিছুতেই ঘুম এলো না তার চোখে।

হাজারো চিন্তা এসে একসঙ্গে ভিড় জমিয়েছে রানার মনে। অনেকক্ষণ গড়াগড়ি করে যখন বুঝলো ঘুম আসবে না, উঠেই পড়লো সে। একটা শার্ট গায়ে চড়িয়ে, ডেনিম প্যান্ট পরে চললো কন্ট্রোল রূমে। বাকি রাতটুকু ওখানেই কাটিয়ে দিলো রানা। পায়চারি করে বেড়ালো, মাঝে মধ্যে থেমে অন্যমনস্কভাবে দু'জন টেকনিশিয়ানের আইস মেশিন সারানো দেখলো, কর্মরত অফিসারের সঙ্গে এটা-ওটা নানান কথা বললো, আর কফি খেলো প্রতি পাঁচ মিনিটে এক কাপ করে। সকাল হলেও কিন্তু কোনোরকম জড়তা টের পেলো না শরীরে, হয়তো অগুণতি-কাপ কফির গুণ।

সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে সবাইকে হাসি-খুশি দেখালো। ওরা

জানে, একটা অত্যন্ত ভালো কাজ করতে পেরেছে ওরা—নভেলিকে খুঁজে পেয়েছে, উদ্ধার করতে যাচ্ছে আহতদের, সারা পৃথিবী বাহবা দেবে ওদের, আত্মীয়-স্বজন আর দেশবাসীর কাছে মুখ উজ্জ্বল হবে। কারোই মনে হচ্ছে না, এখনো নভেলিতে পৌঁছায়নি লেনিনগ্রাদ। পলিনাইয়া না থাকলে টর্পেডো ছুঁড়ে বরফ ভেঙে আদৌ ভেসে উঠতে পারবে কিনা সাবমেরিন, এবং না পারলে অভিযানটাই ভেস্তে যাবে, ভাবছেই না যেন কেউ। হতে পারে, কমাণ্ডার রাইকভের ওপর ওদের অটল বিশ্বাস রয়েছে বলে 'সামান্য' এই কাজকে কঠিন ভাবতে পারছে না তারা।

'বেশি করে খেয়ে নাও,' বললেন কমাণ্ডার, 'বহু কাজ পড়ে আছে সামনে, গায়ে শক্তি দরকার। নভেলিতে আহতরা বেঁচে আছে ঠিকই, কিন্তু ঠাণ্ডার মধ্যে অসুস্থ অবস্থায় বড় কষ্টে আছে। তাদের লেনিনগ্রাদে তোলার আগে আর খাবার সময় পাবে কিনা কে জানে। আইস মেশিন ঠিক হয়ে গেছে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডুব দেবে লেনিনগ্রাদ। ডুব দেবার পরেই প্রথম কাজ হলো, টর্পেডো ভরতে হবে টিউবে। তু'টো ভরলেই চলবে।' রুস্তভ আর টর্পেডো অফিসার বুলিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা যাও।' রানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যাবেন নাকি দেখতে? না এসব ব্যাপার আপনার কাছে পুরোনো?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো রানা। 'যাই, দেখি কেমন করে টর্পেডো ভরে।'

আরেক ওসিপভ এই বুলিন। চেহারা দেখে মনে হয়, এখনো স্কুলের বেড়া ডিঙাতে পারেনি। অথচ উঁচু পর্যায়ের একজন অফিসার সে, নিজের কাজে কতবড় বিশেষজ্ঞ তার কাজ না দেখলে বিশ্বাসই করা

যায় না।

ডাইভিং কনসোলের কাছে একটা প্যানেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো রুস্তভ। তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো প্যানেলের সিগন্যাল লাইটগুলোর দিকে। রাতে ভালো ঘুম হয়েছে তার। শুধু কপালের চামড়া আর চিবুকের কাছে যেখানে কামড় বসিয়েছে বরফ, সেখানটা বাদ দিলে আবার আগের মতোই সুস্থ বলা যায় তাকে। হাসিখুশি আর আত্মবিশ্বাসের তাজা ভাবটা আবার ফিরে এসেছে চেহারায়।

হাত বাড়িয়ে রানাকে ডাকলো রুস্তভ, 'দেখে যাও, ডাক্তার।' রানা পাশে এসে দাঁড়াতেই আঙ্গুল তুলে লাইটগুলো দেখিয়ে বললো, 'টর্পেডো সেফটি লাইটস্। সবুজ আলোগুলো এখানে বোঝাচ্ছে টর্পেডো টিউবের দরজা বন্ধ। মোট ছ'টা দরজা—বো-ক্যাপ বলি আমরা ওগুলোকে, সাগরের দিকে খোলে। এই যে আলোগুলো, যদি লাল হয়ে যায়, তাহলে বুঝবো বো-ক্যাপগুলো খোলা। নম্বর দেয়া আছে, কোন্ আলোটা কোন্ বো-ক্যাপের জন্যে জানি আমরা।' বুলিনের দিকে ফিরে বললো, 'তাই না, বুলিন?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলো বুলিন।

প্যানেল দেখে বো-ক্যাপ বন্ধ আছে নিশ্চিত হয়ে রওনা দিলো রুস্তভ। তার পেছনে বুলিন। সব শেষে রানা। ওয়ার্ডরুম প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গিয়ে চওড়া কম্প্যানিয়নওয়ে পেরিয়ে ক্রুদের কোয়ার্টারের কাছে চলে এলো ওরা। সেখান থেকে চলে এলো সামনের টর্পেডো-স্টোরেজ রুমে। এর আগের বার যখন এখানে এসেছিলো রানা, সেই যাত্রার শুরুতে, গোটা আষ্টেক বাংকে ঘুমোচ্ছিলো ক্রু-রা, এখন সবক'টা খালি। পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে: চারজন সী-ম্যান, একজন অফিসার।

অফিসারকে দেখিয়ে রানাকে বললো রুস্তভ, 'পেটি অফিসার পেট্রভ। খুব কাজের লোক।'

হাসলো পেট্রভ। তারপর রুস্তভের নির্দেশ পেয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো প্রথম কলিশন-বাল্কহেড দরজার সামনে। হুড়কো সরিয়ে দরজা খুলে সরে দাঁড়ালো এক পাশে। বুলিন আর রানাকে নিয়ে আঠারো ইঞ্চি সিল (sill) পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো রুস্তভ। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে আবার হুড়কো লাগিয়ে দিলো পেট্রভ। দ্বিতীয় বাল্কহেড দরজা খুললো রুস্তভ, দ্বিতীয় সিল পেরিয়ে টর্পেডো রুমে এসে ঢুকলো তিনজনে। এবারে আর বন্ধ করা হলো না দরজা। হাঁ করে খুলে দিয়ে একটা ভারি স্ট্যাণ্ডিং-ক্যাচের হুকে আটকে দিলো বুলিন দরজার পাল্লা।

'নিয়ম,' রানার দিকে তাকিয়ে বললো রুস্তভ। 'টর্পেডো লোড করার সময় ছাড়া ছু'টো দরজা কখনোই এক সঙ্গে খুলি না আমরা।'

কিছুটা এগিয়ে গিয়ে টিউবগুলোর পেছনের ধাতব-হাতল পরীক্ষা করলো রুস্তভ। তারপর হাত বাড়িয়ে কেস থেকে একটা স্টীল-স্প্রিং মাইক্রোফোন নামিয়ে এনে সুইচ টিপলো। মুখের কাছে নিয়ে বললো, 'টেস্ট টিউব পরীক্ষা করবো। সব হাতল বন্ধ। সিগন্যাল লাইটের রং কি ?'

'সব ক'টা সবুজ।' মাথার ওপরে ছাতে বসানো সাউণ্ডবক্সে কথা শোনা গেলো। ধাতব কণ্ঠস্বর।

মাইক্রোফোন আবার কেসে রেখে দিলো রুস্তভ।

'এইমাত্র তো চেক করে এলে ?' রুস্তভের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো রানা।

'নিয়ম, এবারেও,' হাসলো রুস্তভ। 'আমার দাদা সাতানব্বই বছর বেঁচেছিলেন। রেকর্ডটা ভাঙতে চাই আমি। কাজেই অসাবধান

হওয়া আমার সাজে না কখনো।' বুলিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কোন্ দু'টোতে ভরবে, বুলিন ?'

'তিন আর চার।'

গোলাকার পেছন-দরজাগুলোর ওপরের ধাতব দেয়ালে পিতলের নাম্বার-প্লেট বসানো। পোর্ট-সাইড দরজাগুলোর ওপরের নম্বর যথাক্রমে : ২, ৪, এবং ৬। আর স্টারবোর্ড সাইডেরগুলোর নম্বর : ১, ৩, এবং ৫। দুই দিকেরই মাঝের দু'টো চেম্বারে টর্পেডো ভরার পরামর্শ দিচ্ছে বুলিন। সায় দিলো রুস্তভ।

রবার-মোড়ানো পানি-নিরোধক টর্চ হাতে তিন নম্বর চেম্বারের কাছে গেলো বুলিন। রানাকে বোঝালো রুস্তভ, 'এবারেও কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। দরজায় বসানো টেস্ট-কক খুলবে আগে বুলিন, টিউবে পানি আছে কিনা পরীক্ষা করবে। প্যানেলে সবুজ আলো শো করলে এতসব দরকার হয় না, কিন্তু বাড়তি সতর্কতা। বো-ক্যাপের ফাঁক-ফোকড় দিয়ে চুঁইয়ে কিছু পানি মাঝে-মধ্যে টিউবে ঢোকে, অবশ্য যদি বেশি গভীরে ডুব দেয় লেনিনগ্রাদ শুধু তখনই। সেটা এমন কিছুই না। যদি টেস্ট-টিউবে পানি থাকে, দরজা খুলে ভেতরে আলো ফেলবে বুলিন। বো- ক্যাপের কি অবস্থা, দেখবে।' বুলিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি বুঝছো ?'

'তিন নম্বর ঠিকই আছে,' তিনবার টেস্ট-কক খুললো বন্ধ করলো বুলিন। 'পানির চিহ্ন নেই। তবু দরজা খুলে দেখি।'

লিভারে চাপ দিয়ে দরজার পেছনের শক্ত হুড়কো তুললো বুলিন, হাতল ধরে টেনে ভারি দরজা খুললো, ভেতরে আলো ফেলে পরীক্ষা করলো, আবার দরজা বন্ধ করে ফিরলো, 'ঝকঝকে পরিষ্কার, খটখটে শুকনো।'

‘এভাবে, এই ভাষায় রিপোর্ট করতে শেখানো হয়নি তোমাকে,’ এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে আক্ষেপ করলো রুস্তভ, ‘আজকালকার ছেলে-ছোকরাগুলো যে কি ! তা বাবাজী, চার-নম্বরটা দেখোতো এবার।’

দাঁত বের করে হাসলো বুলিন। ‘ঠিক হ্যায়, পিতেজী,’ বলে এগিয়ে গেলো চার নম্বর দরজার সামনে। তিন নম্বরের মতো একই কায়দায় টেস্ট-কক খুলেই বললো, ‘ও-মা।’

‘কি ? গার্লফ্রেণ্ড অন্যের সঙ্গে ভেগেছে ?’ জিজ্ঞেস করলো রুস্তভ।

‘পানি, লেফটেন্যান্ট,’ তিক্ত শোনালো বুলিনের কণ্ঠ।

‘বেশি ?’ বলতে বলতে এগিয়ে গেলো রুস্তভ, ‘দেখি তো।’

‘সরু একটা ধারা।’

‘খারাপ ?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘এমন ঘটে, আগেই তো বলেছি,’ বললো রুস্তভ। টেস্ট-কক নাড়াচাড়া করতেই আরো খানিকটা পানি বেরিয়ে এলো, চামচখানেক হবে। ‘বো-ক্যাপে সামান্য গোলমাল, তেমন কিছু না। বো-ক্যাপ খোলা থাকলে বুলেটের মতো বেরিয়ে আসতো পানি। কিন্তু তা নয়, সামান্য চোঁয়াচ্ছে। সিগন্যাল লাইটও সবুজ,’ বলতে বলতে আবার গিয়ে মাইক্রোফোন তুলে নিলো রুস্তভ। জিজ্ঞেস করলো, ‘চার নম্বর লাইট এখনো সবুজ ?’

‘এখনো সবুজ,’ উত্তর এলো ধাতব কণ্ঠে।

‘ট্রিম শীট চেক করো তো। আরো শিওর হতে চাই আমি,’ কন্ট্রোলরূমকে বললো রুস্তভ।

কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। তারপর আবার কথা শোনা গেলো সাউণ্ড-বক্সে। নতুন কণ্ঠ, ‘ক্যাপ্টেন স্পীকিং। প্রতিটা টিউব “এম্পটি”।’

'থ্যাংক ইউ, ক্যাপ্টেন।' সুইচ বন্ধ করে কেসে মাইক্রোফোন রেখে দিলো আবার রুস্তভ। 'অবস্থা কি, বুলিন ?'

'পানি চোঁয়ানো বন্ধ হয়ে গেছে।'

দরজার হুড়কো খোলার লিভার ধরে চাপ দিলো বুলিন। ইঞ্চিখানেক নড়লো হুড়কো, তারপরেই আটকে গেলো। 'জ্যাম হয়ে গেলো।'

ভুরু কুঁচকে বুলিনের দিকে তাকালো রুস্তভ। তরল কণ্ঠে বললো, 'লুব্রিকেটিং অয়েলের নাম শুনেছো কখনো ? ওই জিনিসের অভাব আছে হয়তো। চাপ দাও, জোরে চাপ দাও, খুলে যাবে।'

আরো জোরে লিভারে চাপ দিলো বুলিন। আরো ইঞ্চিখানেক খুলে আবার আটকে গেলো হুড়কো। 'শালা হুড়কোর বাচ্চা। তোর একদিন কি আমার একদিন !' বলেই লিভারের ওপর শরীরের সমস্ত ভর ছেড়ে দিলো বুলিন।

দরজার দিকে তাকিয়েছিলো রুস্তভ, আচমকা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো, 'না না, চাপ দিও না, বুলিন। সাবধান…'

কিন্তু ততক্ষণে দেরি যা হবার হয়ে গেছে। খুলে গেছে হুড়কো, সঙ্গে সঙ্গে কামানের গোলার মতো ছিটকে খুললো ভারি গোল দরজাটা। ভয়ানক এক ঢালের মতো বুলিনের মাথায় আঘাত করলো সেটা। তারপর ছুটে এলো পানির-স্তম্ভ। ভয়ংকর গতিতে আঘাত হানলো হতভাগ্য টর্পেডো অফিসারের শরীরের মাঝামাঝি। তাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেললো উল্টো দিকের ধাতব দেয়ালে। পানির তোড়ে কয়েক মুহূর্ত দেয়ালের গায়ে সেঁটে রইলো বুলিনের দেহটা, তারপর কাত হয়ে পড়ে গেলো একপাশে।

ছোঁ মেরে কেস থেকে মাইক্রোফোন ছিনিয়ে আনলো রুস্তভ। সুইচ অন করেই চেঁচিয়ে উঠলো, 'ব্লো অল মেইন ব্যালাস্ট !' একটা

টিউব-ডোরে পিঠ ঠেকিয়ে পানির তোড়ে পিছলে যাওয়ার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করছে প্রাণপণে। পানির গর্জনকে ছাপিয়ে আবার চিৎকার করে উঠলো সে, 'ইমারজেন্সী ! ব্লো অল মেইন ব্যালাস্ট। চার নম্বর বো-ক্যাপ সাগরের দিকে খুলে গেছে। ব্লো অল মেইন ব্যালাস্ট !' পানির ঝটকায় ছিটকে পড়তে পড়তে একটা হাতল ধরে কোনমতে ঝুলে রইলো রুস্তভ। মাইক্রোফোনটা আগেই ছেড়ে দিয়েছে হাত থেকে। ইতিমধ্যেই আধহাত উঠে এসেছে পানি। রানার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'বেরোও ! জলদি বেরিয়ে যাও এখান থেকে !'

খামোকাই চেঁচিয়ে শক্তি খরচ করলো রুস্তভ। তার বলার আগেই রওনা হয়ে গেছে রানা, কিন্তু একা নয়। লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পড়ে থাকা বুলিনের একটা হাত চেপে ধরে টেনে দরজার কাছে নিয়ে গেছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়েছে. এরই মাঝে সামনের দিকে টন টন পানির চাপে নাক নিচু হতে আরম্ভ করেছে লেনিনগ্রাদের। ফলে সামনের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে রানা। এই অবস্থায় তীব্র পানির স্রোতের ধাক্কা বাঁচিয়ে আঠারো ইঞ্চি সিল পার করে একটা ভারি দেহকে টেনে নিতে রীতিমতো কসরৎ করতে হচ্ছে তাকে। হাঁটুর কাছে উঠে এসেছে পানি। এই পানিই বুলিনের দেহটাকে ওপারে নিতে সাহায্য করলো, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কাও মারলো রানাকে। সিলের ওপারে চলে এলো বুলিনের দেহ, তাল সামলাতে না পেরে দু'টো বাল্কহেড-দরজার মাঝামাঝি জায়গায় ছিটকে পড়ে গেলো রানা, কিন্তু বুলিনের হাত ছাড়লো না।

এখনো বাল্কহেডের অন্যপাশে আছে রুস্তভ। পানির গর্জনকে ছাপিয়ে তার গালমন্দ কানে আসছে রানার। স্ট্যাণ্ডিং-ক্যাচে আটকানো বাল্কহেড-ডোরের হুড়কো খোলার চেষ্টা করছে সে প্রাণপণে। সাম-

নের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে সাবমেরিন, পেছন থেকে ধাক্কা মারছে পানির ভয়ংকর চাপ। কিছুতেই সামাল দিতে পারছে না সে। পানির চাপ পড়েছে দরজার ওপর, হুড়কো খোলা রীতিমতো দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রুস্তভ একা পেরে উঠছে না দেখে বুলিনের হাত ছেড়ে দিলো রানা। আছড়ে-পাছড়ে কোনমতে গিয়ে বাল্কহেড দরজার কাছে দাঁড়ালো। গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে চাপ দিলো দরজার গায়ে। বাড়তি সাহায্য পেয়ে এক টানে হুড়কো তুলে আনলো রুস্তভ। এক সঙ্গে পাল্লায় জোর ধাক্কা মারলো দু'জনে। অর্ধেক বন্ধ হয়ে গেলো দরজা। কিন্তু সিল ডিঙিয়ে আসছে পানি, দরজা পুরো বন্ধ হতে দিচ্ছে না।

রুস্তভকে হাসছে বলে মনে হলো রানার। পরক্ষণেই ভুল ভাঙলো। হাসছে না। দাঁত খিঁচিয়ে চাপ দিচ্ছে দরজায়। জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'এক্ষুণি বন্ধ করতে হবে এটা। নইলে আর কোনদিন বন্ধ করা যাবে না।'

আরো জোরে চাপ দিলো দু'জনে। আরো খানিকটা বন্ধ হলো দরজা, কিন্তু ইঞ্চি চারেক ফাঁক আর কিছুতেই বুজিয়ে আনতে পারছে না। চাপ বোধহয় একটু কমেছিলো, হঠাৎ এক ধাক্কায় আবার পুরো খুলে গেলো দরজা। আবার চেপেচুপে চার ইঞ্চিতে এনে ঠেকানো হলো সেটাকে। কিন্তু আর পারছে না। দ্রুত দরজা পুরোপুরি বন্ধ করতে না পারলে আরো বেড়ে যাবে পানি। তখন আর বন্ধই করা যাবে না।

'একা ধরে রাখতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

ঘাড় কাত করলো রুস্তভ।

দরজায় চাপ ছেড়ে দিয়ে আচমকা বসে পড়লো রানা। দরজার দিকে পেছন ফিরে ভারি স্ট্যাণ্ডের গোড়া দুই হাতে চেপে ধরলো।

তারপর দরজার নিচের দিকে ছুই পায়ের ঠেকা দিয়ে আচমকা সোজা করলো দেহ। ঝটকা খেয়ে সিলের গায়ে লেগে গেলো দরজা। তৈরিই ছিলো রুস্তভ। একটা হুড়কো জায়গামতো বসিয়ে দিলো সে। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় হুড়কোটাও আটকে দিলো রানা। বন্ধ হয়ে গেলো দরজা।

ছুটে গেলো রানা। প্রথম দরজা খোলার জন্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু করলো। খুলে গেলো দরজা। অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো পেট্রভ আর তার দল, তারপর চাইলো ঘরের ভেতরের পানির দিকে। এই সময় বাতাসের গর্জন কানে এলো রানার। ব্যালাস্ট খালি করছে উচ্চ-চাপের বাতাস। দরজা খুলে যেতেই আবার ফিরলো রানা। বুলিনের ছুই বাহু ধরে টেনে তুলছে রুস্তভ। ছুটে গিয়ে পায়ের দিকটা ধরলো রানা। ছু'জনে ধরাধরি করে দরজার বাইরে নিয়ে এলো বুলিনকে।

'হয়েছে কি!' রুস্তভকে জিজ্ঞেস করলো পেট্রভ, 'গোলমালটা কি, লেফটেন্যান্ট?'

'চার নম্বরের বো-ক্যাপ খুলে গেছে।'

'সর্বনাশ!'

'জলদি বাল্কহেড বন্ধ করে দাও,' আদেশ দিলো রুস্তভ। বুলিনকে নামিয়ে রেখেই ছুটলো। নিচের দিকে ষাট ডিগ্রী কোণে নেমে গেছে লেনিনগ্রাদের নাক। আছড়ে-পাছড়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢালু হয়ে যাওয়া প্যাসেজ ধরে দৌড়াচ্ছে সে।

মেঝেতে শোয়ানো বুলিনের দিকে একবার চাইলো রানা। যা দেখার দেখে নিয়ে আপনমনে মাথা ঝাঁকালো। তারপর রুস্তভের মতো একই কায়দায় ছুটলো তার পেছনে।

হাই-প্রেশারড বাতাসের গর্জন শোনা যাচ্ছে জাহাজের সর্বত্র।

দ্রুত ব্যালাস্ট ট্যাংক খালি করছে প্রবল বাতাস। কিন্তু নাক আর খাড়া হচ্ছে না লেনিনগ্রাদের। ক্রমশঃ মেরুসাগরের গভীর কালো অন্ধকার অতলের দিকে নেমে চলেছে। টন টন পানিতে ভরে গেছে টর্পেডো রূম। প্রবল বাতাস পেরে উঠছে না ভারি পানির সঙ্গে।

ওয়ার্ডরূম প্যাসেজ পেরিয়ে এসে হ্যাণ্ড-রেইল ধরে নিজেকে ডেকে টেনে তুলতে তুলতে সাবমেরিনে একটা কম্পন টের পেলো রানা। বুঝলো, বিশাল টারবাইনগুলো চালু হয়ে গেছে রাইকভের নির্দেশে। দানবীয় ব্রোঞ্জ-প্রপেলারগুলো কামড় বসানোর চেষ্টা করছে সাগরের পানিতে। সমস্ত শক্তি দিয়ে লেনিনগ্রাদকে টেনে তুলে আনতে চাইছে

হ্যাণ্ড-রেইল ধরে ধরে কোনমতে কন্ট্রোলরূমে এলো রানা। সোনার রূমের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় একজন লোকও তার দিকে চোখ তুলে চাইলো না। চাইবার সময়ও নেই তাদের। ডেপথ গজের ডায়াল আর থির থির কম্পমান কাঁটার সঙ্গে যেন আঠা দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে ওদের চোখ।

কন্ট্রোলরূমে পৌঁছে কমাণ্ডার রাইকভের মুখে শুনলো রানা, ইতি-মধ্যেই ছ'শো ফুট নিচে নেমে গেছে লেনিনগ্রাদ। ছয়-শো-ফুট! এই গভীরতায় কি করে টিকে আছে সাবমেরিনটা, ভেবে অবাকই লাগলো রানার। বাইরে, লেনিনগ্রাদের খোলসে কি প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে পানি ভাবতেই কাঁটা দিয়ে উঠলো গা।

ইনবোর্ড ডাইভিং সীটে বসে আছে এক তরুণ নাবিক। দুই হাত মুঠিবদ্ধ। এতোই জোরে মুঠো করেছে, তালু ফুঁড়ে নখ বের করে আনতে চাইছে যেন উল্টো পিঠ দিয়ে। গলার কাছে দপদপ করে লাফাচ্ছে একটা শিরা।

নেমেই চলেছে লেনিনগ্রাদ।

সাতশো ফুট।

সাড়ে সাতশো ফুট।

আটশো ফুট। এতটা গভীরতায় কোনো সাবমেরিন নেমে টিকে গেছে, শোনেনি কখনো রানা। শোনেননি এমন কি কমাণ্ডার রাই-কভও।

'নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করলাম আমরা, ডাক্তার,' পাশে দাঁড়ানো রানাকে উদ্দেশ্য করে বললেন রাইকভ। শান্ত কণ্ঠস্বর। সামান্যতম উত্তেজনা নেই।

'নামা বন্ধ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হবে, শিগগিরই। জোর চেষ্টা চালাচ্ছে বাতাস,' কিন্তু নিজের কথায় ভরসা পাচ্ছেন না কমাণ্ডার, তাঁর আচরণ দেখেই বুঝলো রানা। ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখ দিয়ে দাঁতে টোকা মারছেন আস্তে আস্তে। কমাণ্ডার রাইকভের মতো মানুষের জন্যে এর অর্থ, ভয়ানক অস্থিরতা বোধ করছেন তিনি ভেতর ভেতর।

কিন্তু লেনিনগ্রাদের নিচে নামা থামছে না। 'ডিজেল ট্যাঙ্ক খালি করে দাও! খাবার পানির ট্যাঙ্ক খালি করো!' হঠাৎ হুকুম দিলেন কমাণ্ডার। বন্দর থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এই রকম একটা জায়গায় জ্বালানি আর পানি ফেলে দেবার পরিণতি কি, আপাততঃ ভাবার সময় নেই রাইকভের। তাঁর এই মুহূর্তের একমাত্র চিন্তা, হালকা করতে হবে, যে করেই হোক নিম্নগতি বন্ধ করতে হবে সাবমে-রিনের, যে করেই হোক ভাসিয়ে তুলতে হবে এটাকে। তেল আর খাবারের চিন্তা বেঁচে থাকলে পরে করা যাবে।

'মেইন ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক খালি!' জানালো ডাইভিং অফিসার। চাপা উত্তেজনায় কর্কশ শোনালো গলার স্বর।

বাতাসের গর্জন পঁচাত্তর ভাগ কমে গেছে। হঠাৎ এই আওয়াজ কমে যাওয়ায় মনটা দমে যেতে চাইলো রানার: কেন যেন মনে হলো, দম ফুরিয়ে এসেছে লেনিনগ্রাদের, ছেড়ে দিয়েছে হাল।

রানার একপাশে দাঁড়িয়ে রুস্তভ। তার বাঁ হাতের আঙ্গুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে, দেখলো রানা। কিন্তু খেয়াল নেই রুস্তভের। দু'টো আঙ্গুলের বেকায়দারকম ফুলে ওঠা দেখে অনুমান করলো রানা, কেটে তো গেছেই ভেঙেও গেছে ও দু'টো।

নামছেই লেনিনগ্রাদ। আর রক্ষা পাবে না সাবমেরিন, বুঝলো রানা। ঘন্টা বাজলো এই সময়। ছোঁ মেরে মাইক্রোফোন তুলে নিলেন কমাণ্ডার, একটা বোতাম টিপলেন।

'ইঞ্জিন রুম স্পীকিং,' ধাতব কণ্ঠ ভেসে এলো। 'ইঞ্জিনের গতি কমাতে হবে। মেইন বেয়ারিং থেকে ধোঁয়া উঠছে। যে-কোনো মুহূর্তে সীজ করতে পারে।'

'এক বিন্দু কমাবে না।' কড়া নির্দেশ দিয়ে মাইক্রোফোন নামিয়ে রাখলেন রাইকভ।

'আরিব্বাপ, আরিব্বাপ!' কাঁপা কাঁপা গলায় বিড় বিড় করে উঠলো তরুণ সীম্যান। চেয়ে দেখলো রানা, ওর গলার শিরাটা সাংঘাতিক ফুলে উঠেছে। চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে যেন।

এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলেন কমাণ্ডার। শান্ত মিষ্টি গলায় প্রবোধ দিলেন, 'ভাবনার কিচ্ছু নেই, খোকা। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কমাণ্ডার যখন বলেছেন, সত্যিই সব ঠিক হয়ে যাবে, নিশ্চিন্ত হলো সীম্যান। ভাবনা অনেকখানি কমে গেলো ওর। আশ্চর্য! গলার

কাছের শিরাটার দপদপানিও কমে এসেছে। রাইকভকে মনের মধ্যে কোন্ আসনে বসিয়েছে এই লোকগুলো, ভেবে চমৎকৃত হলো রানা।

'আর কতক্ষণ সইতে পারবে লেনিনগ্রাদ?' কমাণ্ডার ফিরে আসতেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলো রানা। নিজের গলার স্বরে কোলাব্যাঙের ঘড়ঘড়ানি শুনে নিজেই অবাক হলো।

'অনিশ্চিত অবস্থায় আছি আমরা, ডাক্তার,' শান্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন কমাণ্ডার। 'হাজার ফুটেরও বেশি নেমে এসেছে, কই, এখনো তো কিছু ঘটছে না। কয়েক লক্ষ টন চাপ পড়ছে এখন লেনিনগ্রাদের গায়ে।'

সারা দেশ খুঁজে এই লোকটিকে বের করে এনেছে রাশান নেভি, মনে মনে অনুমান করলো রানা। আরো একজন নাবিকের সঙ্গে আগেই পরিচিত না হলে কমাণ্ডার রাইকভকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাবিক বলে মেনে নিতে দ্বিধা করতো না রানা। ঠিক এমনি শান্ত, এমনি স্থির, এমনি হাসিখুশি আরেকজন নাবিকের কথা অনেকদিন পর আজ মনে পড়লো ওর। পাকিস্তানী এক কমোডোর, কমোডোর জুলফিকার। তিনি কি বেঁচে আছেন আজো? সেই যে রত্নদ্বীপ অভিযানের...'

'স্লো হচ্ছে নামা,' রুস্তভের কথায় চিন্তার খেই হারালো রানা।

'হ্যাঁ, স্লো হচ্ছে,' সায় দিলেন কমাণ্ডার।

কিন্তু যা আশা করছে, ততটা দ্রুত থামলো না লেনিনগ্রাদ। শেষ মুহূর্তে তীরে এসে তরী ডুববে না তো? ভাবলো রানা! আর কত চাপ সইতে পারবে সাবমেরিনটা? যদি না সইতে পারে, শেষটা কেমন হবে জানতে ইচ্ছে করছে রানার। কিন্তু জানে সে, যদি তেমনটি ঘটেও, কোনদিনই জানতে পারবে না সে। তার আগেই চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। এই গভীরতায় প্রতি বর্গ ফুটে বিশ টনের মতো হবে পানির

চাপ।

আবার বাজলো ঘণ্টা। মাইক্রোফোন তুলে বোতাম টিপলেন কমাণ্ডার। ধাতব কণ্ঠটা ভেসে এলো আবার। আর্তনাদের মতো শোনালো এবারে কথাগুলো, 'ইঞ্জিনের গতি অবশ্যই কমাতে হবে এবার, ক্যাপ্টেন। লাল হয়ে গেছে টার্নিং গিয়ার।'

'শাদা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো, তারপর জানিও আমাকে।' আবারও কাটা আদেশ দিয়ে মাইক্রোফোন রেখে দিলেন কমাণ্ডার। ইঞ্জিন ভাঙার আগে পর্যন্ত ভাঙতে রাজি নন রাইকভ। ইঞ্জিনের ক্ষমতা নিংড়ে শক্তি বার করে আনছেন তিনি। লেনিনগ্রাদকে বাঁচাতেই হবে।

আবার বেল বাজলো। মাইক্রোফোন তুললেন কমাণ্ডার।

'ক্রুজ মেস ডেক স্পীকিং.' উচ্চগ্রামের কর্কশ একটা কণ্ঠ বাজলো সাউণ্ডবক্সে, 'পানি আসতে শুরু করেছে।'

কমাণ্ডার ছাড়া কন্ট্রোলরুমের প্রতিটি লোকের চোখ ওপর দিকে উঠে গেলো, চাইলো সাউণ্ডবক্সের দিকে। চাপের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। পরাস্ত হতে চলেছে লেনিনগ্রাদের খোলস। ছোট্ট একটা ফাটল হবে প্রথমে, তারপর বেড়ে গিয়ে বিকট আকার ধারণ করবে সেই ফাটল। তারপর চোখের পলকে পিঠ-পেট এক হয়ে মিশে যাবে লেনিনগ্রাদের।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন কমাণ্ডার।

'স্টারবোর্ড বাল্কহেড!'

'কতটা?'

'তুই পাইন্ট মতো হবে। সরু ধারায় গড়িয়ে আসছে বাল্কহেড থেকে। ধারাটা মোটা হচ্ছে! ক্রমেই মোটা হচ্ছে, ক্যাপ্টেন! কি করবো আমরা?'

'কি করবে, বলে দিতে হবে আমাকে ?' যেন শিশুকে বোঝাচ্ছেন কমাণ্ডার, 'ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নাও। ভেজা নোংরা জাহাজে বাস করতে চাও না নিশ্চয়ই ?' মাইক্রোফোন রেখে দিলেন তিনি।

'থেমে গেছে, থেমে গেছে !' লাউডস্পীকারে চিৎকার ভেসে এলো সোনার রুম থেকে। আবার একজোড়া ছাড়া প্রতিটি চোখ উঠে গেলো ওপর দিকে।

ঘরের কেউ কোনো কথা বলছে না। ক্রস্তভের ভাঙা আঙুল থেকে এখনো রক্ত ঝরছে।

এই প্রথম রাইকভের কপালে অতি সূক্ষ্ম ঘাম চকচক করতে দেখলো বলে মনে হলো রানার। পায়ের তলায় এখনো থর থর করে কাঁপছে ধাতব মেঝে। দানবীয় ইঞ্জিন আর প্রপেলার লেনিনগ্রাদকে তুলে আনছে অন্ধকার মৃত্যুর কবল থেকে। এখনো বাতাসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, ডিজেল আর পানি বের করে দিচ্ছে।

আরো নব্বই সেকেণ্ড পেরিয়ে গেলো। কিন্তু রানার মনে হলো নব্বইটা বছর পেরিয়ে গেছে। তারপর ডাইভিং অফিসারের ঘোষণা শোনা গেলো, 'দশ ফুট। ওপরে উঠছে।'

'ঠিক তো ?' জিজ্ঞেস করলেন রাইকভ।

'ঠিক, ক্যাপ্টেন।'

'কিন্তু বেশি খুশি হয়ো না। এখনো বিপদ কাটেনি। পানির চাপের কাছে এখনো হার মানতে পারে লেনিনগ্রাদ।' বিপদের মুখে সবাইকে সাহস যুগিয়েছিলেন কমাণ্ডার। এখন বিপদ কাটছে বুঝে তার গুরুত্ব জানাতে চাইছেন।

'এখনো উঠছে,' আবার বললো অফিসার।

'পানি কতটা আছে আর ?'

'তিরিশ ভাগ।'

'পানির ট্যাংকে বাতাস ঢোকানো বন্ধ করো। ইঞ্জিনের গতি তিন ভাগের একভাগ কমিয়ে আনো।'

বাতাসের শব্দ আরো অর্ধেক কমে গেলো। পায়ের নিচে কমলো কাঁপুনিও।

'একশো ফুট উঠেছে,' জানালো ডাইভিং অফিসার।

'ডিজেল ট্যাংকে বাতাস ঢোকানো বন্ধ করো,' হুকুম দিলেন রাইকভ।

'এখনো উঠছে, উঠছে।'

পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বের করে কপাল আর ঘাড়ে বুলালেন কমাণ্ডার। অনুমান ভুল হয়নি, বুঝলো রানা। রুমালটা আবার পকেটে রেখে দিয়ে মাইক্রোফোন তুলে নিলেন রাইকভ। কয়েকটা বোতাম টিপে কথা বললেন। সমস্ত জাহাজে বেজে উঠলো তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'ক্যাপ্টেন বলছি। বিপদ কাটিয়ে উঠেছি আমরা। ইতিমধ্যেই তিনশো ফুট উঠে এসেছে লেনিনগ্রাদ। আর ভয়ের কারণ নেই।'

লাউডস্পীকারে একটা কণ্ঠ শোনা গেলো, 'জীবনে সিগারেট খাইনি আমি। এখন থেকে শুরু করতে চাই। কেউ একটা সিগারেট দেবে আমাকে?' হাসির হুল্লোড় শোনা গেলো। সুইচ অফ করে দিলেন কমাণ্ডার।

'দেশে ফিরে প্রথমেই কি করবো আমি, জানেন কমাণ্ডার?' বললো রুস্তভ।

'জানি। সোজা মস্কোয় চলে যাবে। তারপর লেনিনগ্রাদকে যারা তৈরি করেছে, সবাইকে ডেকে এনে, তাদের সম্মানে এক বিরাট ভোজ দেবে। কিন্তু সেটা হতে দিচ্ছি না আমি, লেফটেন্যান্ট। কারণ, কথাটা

তোমার আগে আমি ভেবেছি,' বলতে বলতেই রুস্তভের হাতের দিকে নজর গেলো তাঁর। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার হাতে কি হয়েছে, ইউরি?'

অবাক হয়ে নিজের হাতের দিকে তাকালো রুস্তভ। 'জানি না তো! এই প্রথম খেয়াল করলাম। হ্যাঁ, ব্যথাও তো করছে। টর্পেডো রুমের দরজা ধাক্কাতে গিয়ে হয়েছে হয়তো।' রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'দেখুন তো ডাক্তার, ভেঙেই গেছে কিনা?'

'চমৎকার দেখিয়েছো, ইউরি,' প্রশংসা করলেন রাইকভ। 'টর্পেডো রুমে বাল্কহেড দরজা বন্ধ করার ব্যাপারটা বলছি।'

'আমাকে নয়, এনাকে,' রানাকে দেখিয়ে বললো রুস্তভ, 'ধন্যবাদ দিতে হলে এনাকে দিন। কৃতিত্ব এঁরই বেশি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ. ডক্টর,' রানার দিকে চেয়ে বললেন কমাণ্ডার। তারপর আবার রুস্তভের দিকে ফিরে বললেন, 'আমাকেও তোমাদের ধন্যবাদ দেয়া উচিত, ইউরি। কাল রাতেই তো টর্পেডো ভরতে চেয়েছিলে। ভাসছিলো তখন লেনিনগ্রাদ, ওপরের হ্যাচও খোলা ছিলো। তখন যদি ডুব দিতো, কি হতো তাহলে?'

কথাটা মনে হতেই রানার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা ভয়ের একটা স্রোত শির শির করে নেমে গেলো।

'বাপ্স্, তাইতো!' চমকে উঠে বললো রুস্তভ। তারপর কি মনে পড়ে যেতেই বললো, 'আরে ভুলেই গিয়েছিলাম। বুলিন···আহত হয়ে পড়ে আছে বুলিন। তার হুঁশ ফিরেছে কিনা দেখতে হয়।'

'দরকার নেই, লেফটেন্যান্ট,' বললো রানা। 'ওর হুঁশ ফিরবে না আর কোনদিন।'

'মানে?'

'দরজার বাড়িতে মাথা গুঁড়িয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে বুলিন।'

'বুলিন!' ফিসফিসিয়ে বললেন কমাণ্ডার, 'পুয়োর কিড! লেনিনগ্রাদে প্রথমবার চড়েছিলো বেচারা, আর কোনদিন বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না। সত্যিই মারা গেছে, ডাক্তার?'

'খুন হয়েছে,' নিচু গলায় বললো রানা।

'হোয়াট?' রানার বাহু খামচে ধরলেন কমাণ্ডার। 'কি বলছেন আপনি, ডাক্তার?'

'ঠিকই বলছি। খুন করা হয়েছে বুলিনকে।' প্রায় ফিসফিসে রানার কণ্ঠ।

দীর্ঘ তিন সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে রইলেন কমাণ্ডার। মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন নেই, কিন্তু সহসাই হাল ছেড়ে দিয়েছে যেন চোখ দু'টো। ক্লান্ত, বুড়ো হয়ে গেছে যেন ওষ্ঠ'টো, হঠাৎই। রানার হাত ছেড়ে দিয়ে চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরলেন কমাণ্ডার। চলতে চলতে ডাক দিলেন, 'আসুন ডাক্তার। আমার কেবিনে ইউরির ভাঙা আঙুলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধবেন।'

তিন

'আশা করি কথাটার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন?' জিজ্ঞেস করলেন লিউ রাইকভ, 'কাউকে অভিযুক্ত করার আগে…'

'কাউকে অভিযুক্ত করছি না আমি, কমাণ্ডার,' বাধা দিয়ে বললো রানা, 'আমি শুধু বলেছি, লোকটাকে খুন করা হয়েছে। ওই বো-ক্যাপ ডোরটা যে খুলে রেখেছে, খুনের জন্যে দায়ী সে-ই।'

'দরজাটা খুলে রেখেছে! কি বোঝাতে চাইছেন? কে বললো দরজা খোলা ছিলো? আসলে কোনো কারণে খুলে গেছে ওটা। আর আপনার কথা মেনে নিলেও, দরজা খোলা রাখার মানেই মানুষ খুন নয়।'

'কমাণ্ডার রাইকভ,' গম্ভীর হয়ে গেছে রানা, 'জীবনে যে দু'জন তুখোড় নাবিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার, আপনি তাদের এক-জন। কিন্তু তার মানে এই নয়, সব কিছুতেই পারদর্শী আপনি। যুদ্ধ এক জিনিস, আর খুনখারাবি অন্য জিনিস। কোনো কারণে দরজা খুলে গেছে বলছেন, জানতে পারি, কি কারণ সেটা?'

'কয়েকবার বরফের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছে লেনিনগ্রাদ,' ধীরে ধীরে কথা বলছেন লিউকভ, 'প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে খুলে যেতে পারে দরজা। তখন হয়তো কোনো বরফের টুকরো…'

'অসম্ভব। ভেবে দেখুন, এটা অসম্ভব।'

‘তা ঠিক। ওভাবে বরফের টুকরোর আটকে যাওয়া অসম্ভব।’

‘তাছাড়া, সেফটি লাইট শো করেছে ঃ দরজা বন্ধ ছিলো।’

‘হয়তো অতি সামান্য ফাঁক হয়ে ছিলো দরজা, যার ফলে সেফটি কণ্ট্যাক্ট বিচ্ছিন্ন হয়নি।’

‘সামান্য ফাঁক! হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্ল্যান্টের টারবাইন ব্লেডে কি ভয়ংকর জোরে আঘাত হানে পানির ফোয়ারা, দেখেছেন নিশ্চয়? পানির স্তম্ভ তার চেয়েও জোরে আঘাত হেনেছে বুলিনের দেহে।’ রাইকভের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ‘স্বাভাবিক ভাবে কি করে খোলা হয় বো-ক্যাপ?’

‘দু’ভাবে। এক, হাইড্রলিক রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে, শুধু একটা বোতাম টিপতে হবে। দুই, হাতল চাপতে হবে, টর্পেডো রূমেই আছে হাতল।’

রুস্তভের দিকে ফিরে চাইলো রানা। তার পাশেই বাংকে বসে আছে। মুখচোখ শুকনো, ভাঙা আঙুলের ব্যথায় নিশ্চয়ই। তাকে জিজ্ঞেস করলো রানা, ‘হাতলটা কি আটকানো ছিলো?’

‘ছিলো। প্রথমেই তো দেখে নিলাম।’

‘আপনাকে কেউ পছন্দ করছে না, কমাণ্ডার,’ গম্ভীরকণ্ঠে বললো রানা, ‘অথবা লেনিনগ্রাদকে পছন্দ করছে না কেউ। কিংবা নভেলিতে আহতদের উদ্ধার করতে যাচ্ছি আমরা, এটা পছন্দ হচ্ছে না কারো। মনে পড়ে, লেনিনগ্রাদের ট্রিম অ্যাডজাস্ট করতে হয়নি বলে অবাক হয়েছিলেন?’

‘বলে যান, শুনছি,’ শান্ত কণ্ঠে বললেন কমাণ্ডার। পানি ট্যাংকে ফিরে যাবার শব্দ উঠলো। একদিকের ভুরু সামান্য উঁচু করলেন কমাণ্ডার, শব্দ শুনছেন। দু’শো ফুট শো করছে রিপিটার গজ। লেনিন-

গ্রাদের নাক এখনো নিচের দিকে পঁচিশ ডিগ্রী কোণ করে আছে।

'ট্রিম ঠিক করতে হয়নি, কারণ, কয়েকটা টিউব পানিতে ভরে ছিলো,' আবার বললো রানা। 'তিন নম্বর টিউব, যেটা আমরা পরীক্ষা করে ঠিকই পেয়েছিলাম, সেটা বাদে আমার মনে হয় সব ক'টাই পানিতে ভরে গেছে। আমাদের এই অতি চালাক বন্ধুটি বো-ক্যাপ খুলে রেখেছে, লেভার ডিসকানেক্ট করে রেখেছে, জাংশন বক্সে কিছু তারের কাজ করেছে, যার ফলে সিগন্যাল লাইট জ্বলেছে উল্টো। কাজ জানা লোকের জন্যে এসব কিচ্ছু কঠিন না। খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন আমার কথা ঠিক কিনা। আমি নিশ্চিত, গালা, দ্রুত শুকোয় এমন রং কিংবা চিউইং গাম জাতীয় কিছু দিয়ে টেস্ট-ককের ইনলেট ব্লক করে দেয়া হয়েছে। ফলে, টেস্ট কক খুলে পরীক্ষার সময় পানি তেমন বেরোয়নি। বুলিন মনে করেছে শুকনোই আছে টিউব।'

'হ্যাঁ, চার নম্বর টিউবের টেস্ট কক দিয়ে পানি চোঁয়াতে দেখেছে বুলিন,' বললো রুস্তভ।

'সম্ভবতঃ নিচু-জাতের চিউইং গাম,' বললো রানা।

'শুয়োরের বাচ্চা,' শান্ত কণ্ঠ কমাণ্ডারের। কিন্তু এমন ভাবে উচ্চারণ করলেন শব্দ দু'টো, বাঁজখাই গলার প্রচণ্ড বিস্ফোরণেও কেউ এতো সুন্দরভাবে ভেতরের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারতো না। 'সবাই খুন হয়ে যেতে পারতাম আমরা!'

'সেটা চায়নি খুনী,' বললো রানা, 'কাউকেই খুন করতে চায়নি সে। সেই যে সন্ধ্যায় লেনিনগ্রাদের ট্রিম চেক করতে সামান্য সময়ের জন্যে ডুবতে চেয়েছিলেন, ক্রুদের জানিয়েছিলেন এটা?'

'জানিয়েছিলাম।'

'তাহলে আমাদের বন্ধুটিও জেনেছে সহজেই। সে এ-ও জেনেছে,

অল্প পানিতে কিংবা পানির সমতলের সামান্য নিচে পরীক্ষা চালানো হবে। কাজেই কায়দা করে টিউবগুলো ভরে দিতে চেয়েছে সে। আশা করেছে আরো আগেই টিউবে টর্পেডো ভরা হবে। তখন পানির ভারে তলিয়ে যাবে ডুবোজাহাজ। অগভীর পানিতে সাগরের তলায় গিয়ে চুপটি করে বসে থাকবে। তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর আগে হলে, ব্যাপারটা মারাত্মক হতো। কারণ তখন জাহাজের ভেতরে পরিষ্কার বাতাস থাকতো সামান্য। কিন্তু আজকের দিনে, লেনিনগ্রাদের মতো আধুনিক সাবমেরিনে কোনো চিন্তাই নেই। বাতাস পরিশোধন করার যন্ত্র আছে জাহাজে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে ভেতরের বাতাস। মাসের পর মাস বসে থাকলেও অক্সিজেনের অভাবে মারা যাবে না এর ভেতরের কেউ। জাহাজ তলিয়ে গেলে জরুরী বয়াটা শুধু ভাসিয়ে দেবেন। ন্যাভাল-বেসে জানিয়ে দেবেন সংবাদটা। এরপর আর কিছু করার নেই আপনার, বসে বসে কফি খেতে পারেন। নেভীর ডুবুরীরা নেমে এসে বো-ক্যাপটা বদলে দেবে, টর্পেডো রুমের পানি পাম্পের সাহায্যে বের করে দেবে। ব্যস, আবার ভেসে উঠবে সাবমেরিন। তার মানে বোঝাই যাচ্ছে আমাদের মারতে চায়নি বন্ধুটি, শুধু দেরি করিয়ে দিতে চেয়েছিলো।'

'কিন্তু আমাদের দেরি করিয়ে দিয়ে কার কি লাভ?' জানতে চাইলেন কমাণ্ডার। চেহারায় কোনো ভাবান্তর নেই, শুধু চোখ দু'টো বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাঁর সঙ্গে।

'সেটা আমি জানি, একথা ভাবছেন কেন?'

'না, না, ঠিক তা বলতে চাইনি,' রানার কণ্ঠে অস্বস্তি টের পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন কমাণ্ডার। 'আমি জানতে চাইছি···মানে··· লেনিনগ্রাদের কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?'

'এর উত্তর, নিশ্চয়ই আমার মুখ থেকে শোনার দরকার নেই আপনার ?'

'বোধ হয়,' শব্দ করে শ্বাস ফেললেন কমাণ্ডার, 'মেরু সাগরের তলায় ডুবে আত্মহত্যা করাটা মজার নয় মোটেই। সাবমেরিনের ভেতরের কাউকে তাই সন্দেহ করা যাচ্ছে না। কারণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও মরতে হতো তাহলে। বাকি রইলো ডকইয়ার্ডের ওয়ার্কারেরা। কিন্তু ওখানকার প্রতিটি লোকের টপ-গ্রেড সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স আছে।'

'সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সের ওপর আজকের দিনে কেউ আর কোনো ভরসা করে না। যাকগে সেসব। অযথা ভেবে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। টর্পেডো রুমের ব্যাপারে কি করতে চান এখন তাই বলুন।'

'সাধারণ পরিস্থিতিতে তেমন কোনো কঠিন কাজ হতো না। চার নম্বর বো-ক্যাপটা আটকে দিয়ে পাম্পের সাহায্যে পানি বের করে নেয়ার ব্যবস্থা করতাম। তারপর টর্পেডো রুমে ঢুকে চার নম্বরের পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দিলেই সমস্যার সমাধান। কিন্তু এখন বো-ক্যাপ ডোরটাই বন্ধ করা যাচ্ছে না। লেভার কাজ করছে না, রিমোট কন্ট্রোল বাটন নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়েছে। ঠিক করা যাবে না।'

'তাহলে ?' কমাণ্ডারের উদ্দেশ্য জানতে চায় রানা।

'ভেসে উঠতে পারি। তারপর ডুবুরী পাঠিয়ে দেখতে পারি কি করতে পারে। কিন্তু এই পানিতে তাদেরকে মরণের মুখে ঠেলে দেয়ারই শামিল হবে সেটা। কাউকে মরার আদেশ দিতে পারি না আমি। সুতরাং এই অবস্থায়ই আইস ক্যাপের নিচ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আবার ফিরে আসতে আসতে স্টেশন নভেলির হতভাগাদের

জন্যে খুবই দেরি হয়ে যাবে।'

'লেনিনগ্রাদে চড়ার প্রথম দিনেই বলেছিলাম আপনাকে ক্যাপ্টেন,' বললো রানা, 'চরম পরিবেশে মানুষের শরীরে ঠিক কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়, আমি তার ওপর রিসার্চ করছি। এতদিনে আরেকটা সুযোগ পাওয়া গেছে। হাতছাড়া করতে চাই না।'

'মানে?'

'মানেটা অবশ্যই বুঝতে পারছেন,' শান্ত কণ্ঠে বললো রানা, 'আফটার কলিশন বাল্কহেডের দরজায় ড্রিল দিয়ে ছেঁদা করতে হবে, তাতে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঢোকাতে হবে হাই-প্রেসার হোস পাইপের ধাতব মুখ, দরজা সামান্য ফাঁক করে দু'টো কলিশন বাল্ক-হেডের মাঝে সেঁধোতে হবে কাউকে। হোস পাইপের সাহায্যে ভেতরে বাতাসের চাপ সৃষ্টি করতে হবে। টর্পেডো রুম আর বাল্ক-হেডের ভেতরের চাপ সমান হয়ে গেলে আর কোনো সমস্যা নেই। সামান্য ধাক্কায়ই দরজা খুলে যাবে। টর্পেডো রুমে ঢুকতে আর কোনো অসুবিধে থাকবে না। ব্যস, এবার চার নম্বর দরজাটা বন্ধ করে দিলেই কাজ খতম।'

'কিন্তু সে কাজে আপনি যাবেন কেন? উচ্চ চাপ সইবার ট্রেনিং আছে লেনিনগ্রাদের প্রতিটি লোকের। তাদের মধ্যে কয়েকজনের আপনার চেয়ে বয়েস অনেক কম, গায়ের জোরও বেশি।'

'চাপ সইবার ক্ষমতা আলাদা জিনিস। ট্রেনিং আর প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতার মধ্যেও পার্থক্য অনেক। বহু শক্তিশালী, বিশাল-দেহী নওজোয়ানকে দেখেছি, আসল বিপদে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। আতংকিত হয়ে উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে।'

'কিন্তু সাবমেরিনের লোক থাকতে একজন সিভিলিয়ানকে এই কাজের ভার দিয়েছি জানলে মস্কো কি বলবে আমাকে?'

'যেতে দেননি শুনলেই বরং ক্যাপ্টেন থেকে লেফটেন্যাণ্টে নামিয়ে আনবে আপনাকে কর্তৃপক্ষ। আর যদি জানে তারা—অবশ্যই জানবে, একজন এক্সপার্ট জাহাজে থাকতেও নিজের জেদ বজায় রাখার জন্যে লেনিনগ্রাদ এবং তার ক্রুদের জীবন বিপন্ন করেছেন, তাহলে আপনার কোর্ট-মার্শাল হওয়াও বিচিত্র নয়।'

মলিন হাসি হাসলেন কমাণ্ডার রাইকভ। দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে রুস্তভের দিকে তাকালেন, 'তুমি কি বলো, ইউরি?'

'ডাঃ রানার অনেক গুণের পরিচয় পেয়েছি আমি ইতিমধ্যেই,' বললো রুস্তভ। 'তাঁর নার্ভ যে খুবই শক্ত এ ব্যাপারে সার্টিফিকেট দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'কোনো ডাক্তার এতো বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়, এর আগে দেখিনি কখনো,' স্বীকার করলেন রাইকভ। 'ঠিক আছে, ডাক্তার রানা, আপনার প্রস্তাব মেনে নিচ্ছি আমি। কিন্তু একটা শর্ত আছে। আমার একজন লোক থাকছে আপনার সঙ্গে।'

ঠিক খুশি হতে পারলো না রানা, কিন্তু অখুশিও হলো না।

যা ভেবেছিলো, তার চেয়ে সহজেই কাজ উদ্ধার হয়ে গেলো। ধীরে ধীরে অতি সাবধানে ওপরে তোলা হলো সাবমেরিনকে। তার পেছনটা এসে থামলো বরফের কয়েক ফুট নিচে। যতটা সম্ভব, টর্পেডো রুমের পানির চাপ কমিয়ে আনা হলো এভাবে। কিন্তু নিচের দিকে কোণ করেই আছে লেনিনগ্রাদের নাক, বরফের প্রায় একশো ফুট তলায় আছে এখনো নাকটা।

বাল্কহেডের দরজায় একটা ছিদ্র করা হলো। হোস পাইপের ধাতব মুখ ঢুকিয়ে দেয়া হলো ছিদ্র পথে। রাবারের বিশেষ স্যুটের ওপর অ্যাকোয়ালাঙ পরে দুই বাল্কহেডের মাঝের ফাঁকা জায়গায় গিয়ে

ঢুকলো রানা। তার সঙ্গী হলো একজন অল্প বয়েসী টর্পেডোম্যান, ইয়েভজেনি টাবু। বদ্ধ পরিসরে হিসিয়ে উঠলো উচ্চ-চাপের বাতাস। ধীরে ধীরে বাড়ছে বাতাসের চাপ : বিশ, তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ পাউণ্ড প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে। ফুসফুস আর কানের পর্দায় চাপ অনুভব করছে রানা। ব্যথা করছে কানের পেছনটায়। প্রচণ্ড বাতাসের চাপ থেকে খাঁটি অক্সিজেন বুকে টানার ফলে সামান্য বমি বমি ভাব হচ্ছে। জটিল পরিস্থিতি, অনেক কঠিন লোকও ভেঙে পড়ে এই অবস্থায়। ইয়েভজে-নির দিকে তাকালো রানা। কোনো ভাবান্তর নেই তার। বুঝতে পারছে রানা, তার মতো একই রকম অসুবিধে হচ্ছে টাবুরও, কিন্তু ভাল-ভাবেই গোপন রেখেছে সেটা। এসব ব্যাপারে নিজের সব চেয়ে ভালো লোকটাকেই সঙ্গে দিয়েছেন কমাণ্ডার।

ধীরে ধীরে বাল্কহেড আর টর্পেডোরুমের ভেতরের চাপ সমান হয়ে এলো। ধাক্কা দিতেই খুলে গেলো দরজা। সিল-এর ফুট দু'য়েক ওপরে আছে টর্পেডোরুমের পানির সমতা। ঝটকা মেরে পাক খেতে খেতে বাল্কহেডের ভেতরে এসে ঢুকলো পানি। ওদিকে প্রচণ্ড গর্জন তুলে টর্পে-ডোরুমে গিয়ে ঢুকতে লাগলো চাপ চাপ বাতাস। দরজার ফ্রেম ধরে পুরো দশ সেকেণ্ড প্রাণপণে নিজেদের পতন রক্ষা করলো রানা আর টাবু। তারপর শেষ হলো পানি আর বাতাসের যুদ্ধ। হাঁ হয়ে খুলে গেছে টর্পেডোরুমের দরজা। বাল্কহেড আর টর্পেডোরুমের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে পানির উচ্চতা কমেছে কিছুটা। সিল পেরোলো রানা আর টাবু, ওয়াটারপ্রুফ টর্চ জ্বালালো, ডুব দিলো পানিতে।

ফ্রিজিং পয়েন্টের চার ডিগ্রী কম পানির তাপ। বিশেষ রাবার স্যুট তৈরিই হয়েছে দেহকে ঠাণ্ডার কবল থেকে রক্ষার জন্যে। কিন্তু বরফ-শীতল পানিতে জমে যাবার যোগাড় হলো দু'জনের দেহ। ব্রীদিং-

অ্যাপারেটাস-এর ভেতরে শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে দু'জনেরই।

আধা-সাঁতরে আধা-হেঁটে ঘরের সামনের প্রান্তে চলে এলো রানা। চার নম্বর টিউবের দরজা খুঁজে বের করলো। বন্ধ করার আগে প্রেসার-ককের ভেতর দিকটা দেখে নিলো একবার। দরজাটার কোনো ক্ষতি হয়নি। পানির ভয়ংকর চাপে কব্জা থেকে খসে পড়ে যেতো, কিন্তু হত-ভাগ্য বুলিনের দেহ চোট আটকেছে, ফলে ঠিকই রয়ে গেছে দরজা। টাবুর সহায়তায় লেভারটা জায়গামতো আটকে দিলো রানা।

কলিশন কম্পার্টমেন্টে আবার ফিরে এলো দু'জনে। দরজায় টোকা দিলো রানা। আগে থেকেই ঠিক করে রাখা সংকেত। সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠলো হাইস্পীড পাম্প। বাইরে বের করে দিচ্ছে পানি। দ্রুত কমে যেতে লাগলো পানির উচ্চতা। ওদিকে হোস পাইপ দিয়ে বাতাসও বের করে নেয়া হচ্ছে। পানি যতোই বেরিয়ে যাচ্ছে, সোজা হচ্ছে লেনিনগ্রাদের নাক। বদ্ধ পরিসরে দাঁড়িয়েই পরিষ্কার টের পাচ্ছে রানা। পানি সিলের নিচে নেমে যেতেই আবার দরজায় টোকা দিলো। দরজা খোলার সংকেত।

কয়েক মিনিট পর রাবার স্যুট খুলছে রানা।

'কোনো গোলমাল?' জিজ্ঞেস করলেন কমাণ্ডার রাইকভ।

'না। গুণী লোক ইয়েভজেনি।'

'খুবই কাজের। অসংখ্য ধন্যবাদ, ডক্টর।' গলা খাদে নামালেন কমাণ্ডার, 'আপনি নিশ্চয়…'

'দেখেছি,' ঘাড় নেড়ে বললো রানা। 'গালা, চিউইং গাম কিংবা রং নয়। আঠা, কমাণ্ডার। পশুর চামড়া থেকে তৈরি সিরিশ আঠা। খুব কাজের জিনিস। ওই আঠা দিয়েই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে টেস্ট কক ইনলেট।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন কমাণ্ডার।

থর থর করে কেঁপে উঠলো লেনিনগ্রাদ। তিন নম্বর টিউব থেকে বেরিয়ে গেলো টর্পেডো। এই একটা টিউবের ওপরই বিশ্বাস রেখেছেন কমাণ্ডার, আরগুলোকে ঘাঁটাননি।

'গুণতে শুরু করো,' পাশে দাঁড়ানো রুস্তভকে বললেন কমাণ্ডার, 'কখন হিট করলো জানাবে। কখন শব্দ শুনতে পাবো, তাও জানাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো রুস্তভ। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতের তালুতে রাখা স্টপ ওয়াচের দিকে তাকিয়ে আছে। ধীরে ধীরে পেরিয়ে যাচ্ছে সেকেণ্ডগুলো। রুস্তভের ঠোঁট নিঃশব্দে নড়তে দেখছে রানা।

হঠাৎ বলে উঠলো রুস্তভ, 'হিট করেছে টর্পেডো।' আরো দুই সেকেণ্ড পরে বললো, 'শব্দ শুনতে পাবো এবার!'

রুস্তভের 'এবার' শব্দটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে থর থর করে কেঁপে উঠলো লেনিনগ্রাদ, প্রচণ্ড শক ওয়েভের ধাক্কায়। ঝনঝন শব্দে আর্তনাদ করে উঠলো সাবমেরিন। ভয়ংকর ভূমিকম্পের মতো লাগলো রানার কাছে, কিছুতেই স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

এক সময় ধীরে ধীরে থেমে এলো কম্পন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো সবাই। ব্যাপারটা লেনিনগ্রাদের সবার কাছেই নতুন। বরফের তলায় এর আগে টর্পেডো ছোঁড়ার অভিজ্ঞতা নেই কারো। কঠিন বরফ কতটা মারাত্মকভাবে আঘাতের চোট ফিরিয়ে দেবে, কত জোরে আঘাত হানবে শক ওয়েভ, জানা ছিলো না কারো। এখন জানলো, এবং এখনো সবাই বেঁচে আছে দেখে অবাক হলো।

'চমৎকার,' ধীরে ধীরে বললেন কমাণ্ডার। 'ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম। বরফের চাঙড়ের কতটা ক্ষতি হয়েছে, জানতে হবে এবার।'

আইস মেশিনটার দিকে নির্দেশ করে রুস্তভকে বললেন, 'কিছু সংবাদ শোনাও দেখি আমাদের।'

প্লটিং টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলো রুস্তভ। চোখ তুলে তাকালো ওসিপভ, 'পাঁচশো গজ পেরিয়ে এসেছি ইতিমধ্যেই, আরো পাঁচশো গজ যেতে হবে।'

'অল স্টপ,' আদেশ দিলেন রাইকভ। ইঞ্জিনের মৃদু কম্পনও থেমে গেলো। সাবমেরিনের গতি কমে গেছে, কিন্তু থেমে যায়নি একেবারে। আপন গতিতে ভেসে চললো লেনিনগ্রাদ। 'এভাবেই চলুক। স্পীড দরকার নেই। বিস্ফোরণে কোথায় কি হয়েছে, বরফের ভাঙা চাঙড় কোথায় ভাসছে কে জানে! ঝুঁকি নেবার কোনো মানেই হয় না।'

'তিনশো গজ বাকি,' ঘোষণা করলো ওসিপভ।

'সব পরিষ্কার। চারদিকে সব পরিষ্কার,' রিপোর্ট করলো সোনার-রুম।

'এখনো পুরু বরফ,' জানালো রুডেনকো। 'আরে এইতো, পেয়ে গেছি! পাতলা বরফ! পাঁচ-ছয় ফুট হবে।'

'দুশো গজ আর,' আবার ঘোষণা করলো ওসিপভ।

অতি ধীরে সামনে এগোচ্ছে লেনিনগ্রাদ। গতির ভরবেগ আস্তে আস্তে ঠেলছে তাকে। এক সময় থেমে গেলো। রাইকভের আদেশ পেয়ে গর্জে উঠলো ইঞ্জিন। প্রপেলার পানিতে কামড় বসানোর সঙ্গে সঙ্গেই আবার বন্ধ করে দেয়া হলো। এমনি করেই অতি সাবধানে এগিয়ে চললো সাবমেরিন।

'পঞ্চাশ গজ,' বললো ওসিপভ। 'কাছে এসে গেছি।'

'আইস রিডিং?' জানতে চাইলেন রাইকভ।

'যেমন ছিলো···পাঁচ ফুট,' জানালো রুস্তভ।

'স্পীড ?'

'ওয়ান নট।'

'পজিশন ?'

'টার্গেট এরিয়ার নিচ দিয়ে যাচ্ছি।'

'আইস মেশিন কি বলছে ?'

'কিচ্ছু না,' শ্রাগ করলো রুডেনকো। রাইকভের দিকে চাইলো। এগিয়ে এসে আইস মেশিনের কাগজের ফিতের দিকে তাকালেন রাইকভ। কালো কালিতে খাড়া লাইনগুলো দ্রুত আঁকা হচ্ছে কাগজে।

'অদ্ভুত তো!' আপনমনেই বললেন কমাণ্ডার। 'সাতশো পাউণ্ড হাই-গ্রেড অ্যামাটল! নিশ্চয় এখানকার বরফ সাংঘাতিক শক্ত। নব্বই ফুট মতো উঠে জায়গাটা ভালমতো পরীক্ষা করে দেখতে হবে।' আদেশ দিলেন তিনি, 'ফ্লাডলাইটস অন, টি ভি অন।'

নব্বই ফুট উঠে গেলো লেনিনগ্রাদ। একই জায়গায় চক্কর মারলো কয়েকবার। কিন্তু লাভ হলো না। অন্ধকার, অস্বচ্ছ পানি। উজ্জ্বল আলো এবং ক্যামেরা, দু'টোই অচল। একটানা রিডিং দিয়ে যাচ্ছে আইস মেশিন: চার থেকে ছয় ফুট।

'আরো খানিক ঘোরাঘুরি করে দেখবো ?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কমাণ্ডারের দিকে তাকালো রুস্তভ।

'লাভ হবে না,' এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন কমাণ্ডার। 'বরফ ফুঁড়ে বেরোনোর চেষ্টা করলে কেমন হয় ?'

'বরফ ফুঁড়ে!' ভুরু কুঁচকে কমাণ্ডারের দিকে তাকালো রুস্তভ। রাইকভের পরিকল্পনাটা রানারও মনঃপুত হলো না। সাংঘাতিক ঝুঁকির কাজ। রুস্তভ বললো, 'পাঁচ ছয় ফুট বরফ ফুঁড়ে বেরোতে চান ? সম্ভব ?'

'জানি না। নতুন নতুন সব ঝুঁকি নিতে হচ্ছে এখানে এসে। ভেবেছিলাম, টর্পেডোর ঘায়ে বরফের মাঝে ছোট্ট হলেও একআধটা ফুটো হবে। হলো না। আসলে ওপর দিকে তেমন চাপই সৃষ্টি করতে পারেনি অ্যামাটল। যেটুকু চাপ দিয়েছে, তাতে খানিকটা জায়গার বরফ ছ্যাঁতলা-ধরা সিলিঙের আস্তরের মতো খসে পড়েছে মাত্র। জানি না, হয়তো সূক্ষ্ম চিড়ও ধরে থাকতে পারে বরফের ছাদে,' ওসিপভের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের পজিশন কি?'

'এখনো টার্গেট এরিয়াতেই আছি।'

'উঠতে শুরু করো। বরফে পিঠ না ঠেকা পর্যন্ত থামবে না।'

কতটা ধীরে এবং সাবধানে উঠতে হবে, বলে দিতে হলো না ডাইভিং অফিসারকে। বরফের গায়ে লেনিনগ্রাদের সেইল ঠেকার কোনো শব্দই হলো না।

'এখানেই ধরে রাখো,' টেলিভিশনের পর্দার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন রাইকভ। সেইলের নিচের দিকের অর্ধেকটা আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। অস্বচ্ছ পানির জন্যে ওপরের অংশটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। ডাইভিং অফিসারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন কমাণ্ডার, 'চাপ দাও, জোরে!'

ব্যালাস্ট ট্যাংকে বাতাস ঢোকার তীক্ষ্ণ গর্জন উঠলো। কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেলো, কিছুই ঘটলো না। তারপর হঠাৎই পিঠে ভারি কঠিন কিছুর আঘাতে থর থর করে কেঁপে উঠলো সাবমেরিন। এক মুহূর্ত পর আবার জোর এক ধাক্কা। টেলিভিশনের পর্দায় নতুন দৃশ্য ফুটলো। বরফের চাঙড়ের দুই দিকের দু'টো ধার দ্রুত সরে গেলো দু'পাশে।

হাসি ফুটলো ডাইভিং অফিসারের মুখে। কমাণ্ডারের কুঁচকে

ওঠা কপালের ভাঁজ সমান হয়ে গেলো। একান-ওকান হয়ে গেছে রুডে-নকোর হাসি।

'জুলভার্নের গপ্পোয় সার পদার্থ ছিলো,' বললেন কমাণ্ডার। 'কোয়া-র্টার মাস্টার, ওপরে যাও তো। আবহাওয়ার খবর টবর কিছু শোনাও আমাদের।'

আবহাওয়া ভালো কি মন্দ জানার জন্যে অপেক্ষা করলো না রানা। নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ওয়ালথার পি. পি. কে-টা বের করে নিলো ব্রিফকেস থেকে। কিন্তু এবারে আর ফারের পোশাকের বিশেষ হোল-স্টারে ঢোকালো না, ওখানে রাখলে প্রয়োজনের সময় বের করা বড় কঠিন। ক্যারিবু ট্রাউজারের বাইরের পকেটে রাখলো সে অস্ত্রটা। চোখের পলকে ওটা বের করে আনতে যেন কোনো অসুবিধে না হয়।

চার

ঠিক দুপুর। কিন্তু বাংলাদেশের রোদ ঝাঁ ঝাঁ ঝিমধরা দুপুর নয়। বাড়ির পাশের সজনে গাছে বসে কাক-শালিক ঝিমোয় না এখানে। এটা বরফের দেশ।

ব্রিজে বেরিয়ে এসেছে রানা। বাংলাদেশে শীতের মেঘ-করা রাতের আকাশে তারা দেখা না গেলে যতটা আলো থাকে ঠিক ততটাই আলো ছড়িয়ে আছে এখন। বাতাসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সূঁচগুলো এখনো আছে, এখনো বিঁধছে হাড়ে-মজ্জায়, তবে আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে। গতি

হারিয়েছে বাতাস, কিছুটা পিছিয়ে উত্তর-পুবে সরে যাবার তাল করছে। মাঝে মধ্যে হাড় জিরজিরে রোগশীর্ণ ফোকলা বুড়ির মতো হিসিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু বিশ মাইলের বেশি গতি বাড়াতে পারছে না। ঝটকা খেয়ে বড় জোর দু'তিন ফুট লাফিয়ে উঠতে পারছে বরফের কণা, কিন্তু জোর নেই। আগের মতো চোখ উপড়ে নেবার সামর্থ্য হারিয়েছে। আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন।

মোটমাট ওরা এগারোজন: রানা, কমাণ্ডার রাইকভ, ডাক্তার রু-ডেনকো এবং আরো আটজনের দলটা সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে মই বেয়ে নেমে এলো বরফের ওপর। আটজনের চারজনের হাতে স্ট্রেচার। হতভাগ্য স্টেশনের আহতদের লেনিনগ্রাদে বয়ে আনতে হবে।

পুব দিকে বহুদুর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে লেনিনগ্রাদের সার্চলাইটের তীব্র আলো। মেরুর কালচে আকাশে প্রকাণ্ড দানবের বিশাল সাদা আঙ্গুলের মতোই মনে হচ্ছে সাদা আলোর রশ্মিটাকে। পথ হারানোর আশংকা নেই আর এবারে, ভাবলো রানা। বাতাস নেই, তুষার কণার দাপাদাপি বন্ধ, দশ মাইল দুরে থেকেও এই আলো দেখা যাবে এখন।

সাথে মালপত্র তেমন নেই। কাজেই পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছে না। আরো কয়েক পা এগিয়ে নিচু একটা বরফের দেয়াল ডিঙোতেই চোখে পড়লো ওগুলো। ড্রিফট আইস স্টেশন নভেলির অবশিষ্ট তিনটে কুঁড়ে—একটা আধপোড়া, এবং পাঁচটা কালো কুঁড়ের কংকাল। নির্জন, নিঃশব্দ, স্তব্ধ।

'ওগুলোই?' রানার পাশে সরে এসে কানের কাছে বললেন রাই-কভ, 'নভেলির কংকাল। কী দৃশ্য!'

'জীবনে এমন দৃশ্য কখনো আর দেখবেন কিনা সন্দেহ,' বললো রানা।

এদিক-ওদিক মাথা দোলালেন কমাণ্ডার, পা চালালেন। আর একশো গজ যেতে হবে।

সবাইকে নিয়ে একটা অক্ষত কুঁড়ের সামনে এসে দাঁড়ালো রানা। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলো।

গতবার যখন এসেছিলো, তার চেয়ে অন্তত তিরিশ ডিগ্রী উত্তাপ বেড়েছে ঘরের ভেতরে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ঠাণ্ডার তীব্রতা কমেছে। শুধু পিনিন আর গ্যাকো জেগে আছে। ঘরের ভেতরে পোড়া তেল, জীবাণু-নাশক ওষুধ, আইয়োডিন, মরফিনের মিশ্র গন্ধ। আরেকটা চমৎকার কিন্তু অদ্ভুত গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে। স্টোভে বিশাল এক লোহার পাত্রে ধীরে ধীরে কি যেন নাড়ছে গ্যাকো, গন্ধটা উঠছে সেখান থেকেই।

'এসে গেছেন,' দাওয়াত করা অতিথিকে ঠিক সময়ে হাজির হয়ে যেতে দেখলে গৃহকর্তা যেমন খুশি হয়, তেমনি ভাবে রানার দিকে তাকিয়ে কথা বললো গ্যাকো। 'চমৎকার সময় জ্ঞান। তা আসুন, বসে পড়ুন, মুরগী-মোসাল্লাম রেডি।'

'খাবারটা একটু ঠাণ্ডা হতে দাও, গ্যাকো,' হালকা গলায় রানার হয়ে কথা বললেন কমাণ্ডার। পিনিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার পা কেমন আছে, পিনিন?'

'ভালো, ক্যাপ্টেন। প্লাস্টার জড়িয়ে থাকার অস্বস্তিটুকু বাদ দিলে কমপ্লেন করার আর কিছুই নেই,' শান্ত কণ্ঠ পিনিনের। প্লাস্টার করা ঠ্যাংটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলো সে। ডাক্তার জ্যাকভের হাতের কাজ চমৎকার। রানার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'তা ডাক্তার সাহেব, গতরাতে আর কোনো অসুবিধেয় পড়েননি তো?'

'পড়েছেন,' এবারেও রানার হয়ে কথা বললেন রাইকভ। 'যথেষ্ট

অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে। সেকথা যাক,' স্ট্রেচার বাহকদের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, 'এদিকে এসো। আগে পিনিনকে তোলো।' গ্যাকোর দিকে ফিরলেন, 'গ্যাকো, বাবুর্চিগিরি ক্ষ্যান্ত দাও। মাত্র দু'শো গজ দূরে রয়েছে লেনিনগ্রাদ। সবাই মিলে পৌঁছে যেতে আধ ঘন্টার বেশি লাগবে না।'

পেছনে খস খস শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়ালো রানা। ডাক্তার জ্যাকভ কুমারভকে পায়ের ওপর খাড়া করে তোলার চেষ্টা করছে। গতরাতের চেয়েও দুর্বল মনে হচ্ছে কুমারভকে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখের ফাঁকফোকড় দিয়ে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতেই অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না।

'ক্যাপ্টেন কুমারভ,' রাইকভের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো রানা। 'আর ইনি ডাক্তার জ্যাকভ। ইনি লেনিনগ্রাদের কমাণ্ডার, ক্যাপ্টেন লিউ রাইকভ।'

'আপনাদের দেখে খুশি হলাম, ক্যাপ্টেন,' বললো ডাক্তার জ্যাকভ। 'আর আপনি নিশ্চয়, ডাক্তার রুডেনকো?' হাসলো সে, 'প্রচুর রোগী পাবেন এখানে, ডাক্তার সাহেব, ট্যাবলেটের স্টক কমাতে পারবেন কিছুটা।'

মেঝেতে পড়ে থাকা অনড় 'মানুষ-পুটুলি'গুলোর দিকে তাকালেন রাইকভ। ওরা জ্যান্ত কি মরা বোঝার উপায় নেই। হাসি মিলিয়ে গেছে কমাণ্ডারের মুখ থেকে। ক্যাপ্টেন কুমারভের দিকে চেয়ে ব্যথা-ভরা গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখজনক, ক্যাপ্টেন!'

বিড় বিড় করে মৃদু কণ্ঠে কি যেন বললো কুমারভ, কিন্তু মুখের ব্যাণ্ডেজের জন্যে বোঝা গেলো না। ডান দিকটা বেশি পুড়েছে, বাঁ দিকের গাল অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু তবু চামড়া কুঁচকে আছে ওখানকার। চোখ দু'টো বন্ধ এখন। বন্ধ পাপড়ির কাঁপুনি দেখেই তার ব্যথার পরিমাণ

আন্দাজ করা যায়।

'মরফিন নেই আর ?' জ্যাকভকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'না,' ক্লান্ত শোনালো জ্যাকভের কণ্ঠ। 'একটাও নেই। সব খরচ হয়ে গেছে।'

'সারারাত ওষুধ নিয়ে চরকি পাক খেয়েছেন, ডাক্তার জ্যাকভ,' শান্ত গলায় সাক্ষ্য দিলো পিনিন, 'আট ঘণ্টা। ডাক্তার সাহেব, গ্যাকো আর রুডিন একটা মিনিট বিরতি নেয়নি।'

ততক্ষণে মেডিক্যাল কিট খুলে ফেলেছে রুডেনকো। সেদিকে তাকিয়ে হাসলো ডাক্তার জ্যাকভ—পরিশ্রান্ত, দায়িত্ব লাঘবের হাসি। রানা গত সন্ধ্যায় যেমন দেখেছিলো, তার চেয়ে অনেক বেশি অবসন্ন মনে হচ্ছে ডাক্তারকে। আট ঘণ্টা একটানা পরিশ্রম করেছে। পিনিনের ভাঙা হাঁটু নিয়েই কাটাতে হয়েছে অনেক সময়। দাঁড়াতে পারছে না ক্যাপ্টেন কুমারভ, তাকে আবার বসিয়ে দিতে গেলো জ্যাকভ। কিন্তু ক্লান্ত শরীরে ভারি একটা দেহ নিয়ে সুবিধে করতে পারছে না। এগিয়ে গিয়ে হাত লাগালো রানা। ফ্রস্ট বাইটে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া থুতনির দাড়ি নাড়িয়ে হতাশ ভঙ্গিতে বললো ডাক্তার, 'বেচারা!'

'আমাদের ওপর সব ছেড়ে দিন, ডাক্তার জ্যাকভ,' বললেন কমাণ্ডার রাইকভ। 'সাধ্যমতো আপনি করেছেন, এখন বিশ্রাম নিতে হবে আপনাকেও। হ্যাঁ, একটা কথা,' মাটিতে পড়ে থাকা বস্তাগুলোর দিকে আঙুল তুলে দেখালেন, 'এদেরকে নড়ানো চড়ানো যাবে ?'

'জানি না,' রক্তলাল চোখের কালি পড়া কোল দুই হাতে ডললো জ্যাকভ। 'আমি জানি না। দু'য়েকজন তো গত রাতেই চলে যাবার পাঁয়তারা করেছিলো। ভয়ংকর ঠাণ্ডাই এর জন্যে দায়ী। এই যে, এই দু'জন। নিউমোনিয়া, ধারণা করছি। বেঁচে যে আছে এখনো, এটাই

আশ্চর্য।' একটু থেমে বললো, 'রোগ প্রতিরোধের কোনো ক্ষমতাই নেই। বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উত্তাপটুকু যোগাড় করতেই হিমশিম খাচ্ছে ওদের শরীর।'

'তাহলে এক্ষুণি সবাইকে টানাহেঁচড়া না করাই ভালো,' বললেন রাইকভ। 'মোটামুটি খাড়া আছে যারা তাদেরকেই আপাতত জাহাজে নেয়ার ব্যবস্থা হোক,' রুডেনকোর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তার, আগে কাকে কাকে নেয়া যায়?'

'পিনিন, ডাক্তার জ্যাকভ, ক্যাপ্টেন কুমারভ, আর এই যে···'

'আমি রুডিন, রেডিও অপারেটর,' নিজের পরিচয় দিলো রুডিন। জোর করে নিজেকে টেনে তুললো। টলছে, তবু বললো, 'আমি হেঁটেই যেতে পারবো ···'

'তোমার কথা বলার দরকার নেই,' রুডিনকে থামিয়ে দিয়ে গ্যাকোর দিকে চাইলেন রাইকভ। 'তোমার ওই বাবুর্চিগিরি রাখোতো এবার, গ্যাকো। ওঠো, এদের সঙ্গে যাও। জাহাজ থেকে তারের সংযোগ আনার ব্যবস্থা করো। দু'টো বড় হীটার লাগবে, বালবও জ্বালানো দরকার। কতক্ষণ লাগবে?'

'আমি একা?'

'যত খুশি সহকারী নিতে পারো।'

'পনেরো মিনিট। একটা টেলিফোনেরও বন্দোবস্ত করে ফেলতে পারবো, কমরেড।'

'ভালোই হবে তাহলে। স্ট্রেচার নিয়ে এরা যখন আবার ফিরে আসবে, তুমিও আসবে সঙ্গে। কম্বল, চাদর, গরমপানি আনবে। পানির পাত্রগুলো কম্বল দিয়ে জড়িয়ে নিও,' ডাক্তার রুডেনকোর দিকে ফিরলেন, 'আর কিছু লাগবে, ডাক্তার?'

'আপাতত লাগবে না, ক্যাপ্টেন।'

'তাহলে যাও, গ্যাকো, ওঠো।'

পাত্র থেকে চামচে করে খানিকটা ঘন আঠালো তরল পদার্থ তুললো গ্যাকো। নাকের কাছে নিয়ে শুঁকলো, সাবধানে জিভের ডগায় ঠেকালো চামচের পদার্থটুকু। নাক কোঁচকালো, থু থু করলো, হতাশভাবে মাথা নাড়ালো এদিক-ওদিক। 'অখাদ্য!' চামচটা পাত্রে ফেলে দিয়ে উঠে পড়লো সে। একজন স্ট্রেচার বাহকের দিকে এগিয়ে গেলো।

মেঝেতে পড়ে থাকা অবশিষ্ট আটজন লোকের মাঝে চারজনের জ্ঞান আছে: এরা হলো আলেক্সি মিলো—ট্রাক্টর ড্রাইভার, বাবুর্চি আনা-তালি অভয় আর জমজ দুই ভাই নিকোলাই ও বুনিয়েন দিয়েচ। মোটা-মুটি পুড়েছে দুই ভাই, ফ্রস্ট বাইটও ছাড়েনি এদের। তুলনামূলকভাবে অবস্থা ভালো ড্রাইভার আর বাবুর্চির। বাকি চারজন বেহুঁশ

থার্মোমিটার আর স্টেথো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রুডেনকো। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলো রানা। গভীর মনযোগে রোগীদের মাঝে নিউমোনিয়ার লক্ষণ খুঁজছে রুডেনকো। কেবিনের একবার এদিক একবার ওদিকে যাচ্ছেন রাইকভ। কখনো থেমে দাঁড়িয়ে দেখছেন রানা আর রুডেনকোর কাজ। সারাক্ষণই দুই হাত ঝাঁকাচ্ছেন রক্ত চলা-চল অব্যাহত রাখার জন্যে। তাড়াহুড়োর জন্যে কিংবা মনের ভুলে রানার মতো ফারের পোশাক পরেননি কমাণ্ডার। আইস বক্সের মতো ঠাণ্ডা কেবিন। কমাণ্ডারের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো রানা।

ঘরের দক্ষিণ কোণে কাত হয়ে পড়ে আছে একজন লোক। এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসে পড়লো রানা। লোকটার চোখের পাতা আধ-খোলা, মণির নিচের অংশটুকু শুধু দেখা যাচ্ছে, বরফের মতো শাদা

কপালের চামড়া। সারা মুখের মধ্যে ব্যাণ্ডেজ নেই শুধু কপালেই।

'কে ও?' ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আন্দ্রেপভ। মিলাহাইল আন্দ্রেপভ,' জবাব দিলো মিলো। 'সে-ও রেডিও অপারেটর, রুডিনের সহকারী। কেমন আছে?'

'নেই। বহু আগেই দুনিয়ার মায়া কাটিয়েছে,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো রানা।

'মারা গেছে?' তীক্ষ্ণ শোনালো রাইকভের কণ্ঠ।

কমাণ্ডারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো রানা।

রুডেনকোর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন কমাণ্ডার, 'এদের কার কার অবস্থা সবচেয়ে বেশি খারাপ?'

'এই দু'জন,' জমজ দুই ভাইকে দেখিয়ে বললো রুডেনকো। 'থার্ড-ডিগ্রী বার্নস্। হাই টেম্পারেচার। অত্যন্ত দুর্বল, নাড়ির গতি ক্ষীণ। ফুসফুসে ফ্লুইড জমেছে।'

'জাহাজে নেয়া যায় না?'

'নড়াচড়া করাতে গেলেই মরবে,' বললো রানা।

'হুম। কিন্তু অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তো এখানে থাকতেও পারি না আমরা,' কি যেন ভাবলেন রাইকভ। তারপর বললেন, 'কোনভাবেই নেয়া যায় না ওদের, না?'

'দুঃখিত, ক্যাপ্টেন,' বললো রুডেনকো। 'ডাক্তার রানার সঙ্গে আমি একমত। কিছুতেই নড়ানো যাবে না এদের এখান থেকে।'

শ্রাগ করলেন কমাণ্ডার, আর কিছু বললেন না।

স্ট্রেচার বাহকেরা ফিরে এলো, তাদের পিছু পিছু এলো গ্যাকো। জাহাজ থেকে তিনজন সহকারী নিয়ে এসেছে সে। তার, হীটার, ল্যাম্প, টেলিফোন নিয়ে এসেছে তারা। কয়েক মিনিটেই হীটার আর

ল্যাম্পের যোগাযোগ করে ফেলা হলো জাহাজের জেনারেটরের সঙ্গে। রিসিভার তুলে ফোনে লেনিনগ্রাদের সঙ্গে কথা বললো গ্যাকো। কয়েক সেকেণ্ড পরেই আলো জ্বলে উঠলো। উজ্জ্বল লাল আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগলো হীটারের কয়েল থেকে।

ড্রাইভার, বাবুর্চিকে স্ট্রেচারে তোলা হলো।

দ্বিতীয়বার স্ট্রেচার বাহকেরা চলে গেলে কোলম্যান ল্যাম্পটা তুলে নিলো রানা, 'এটা আর দরকার নেই এখানে।'

'কোথায় যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করলেন রাইকভ।

'বাইরেটা একটু ঘুরে দেখি,' বললো রানা। 'বেশি দেরি হবে না।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন কমাণ্ডার, তারপর দরজার কাছ থেকে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন।

বাইরে বেরিয়ে কুঁড়ের এক কোণের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। ঘরের ভেতর ফোন বাজলো। কেউ কথা বলতে চায় হয়তো কমাণ্ডা-রের সঙ্গে।

বিশেষভাবে তৈরি এইসব কোলম্যান ল্যাম্প। বাতাসে দপ দপ করে উঠলো বাতির শিখা, কাত হয়ে লম্বা হয়ে গেলো একদিকে, কিন্তু নিভলো না। প্রচণ্ড গতিতে ছুটে এসে চিমনির গায়ে আঘাত হানছে বরফের কণা। আশ্চর্য শক্ত কাঁচ। কিছুই হলো না। কোলম্যান কোম্পানির প্রতি অন্যান্য অনেকবারের মতো আরেকবার শ্রদ্ধা জাগ-লো রানার মনে।

উত্তরের শেষ কুঁড়েটার দিকে কোণাকুণি পথে রওনা দিলো রানা। কাছে পৌঁছে দেখলো একেবারে অক্ষত রয়েছে কুঁড়েটা। ধোঁয়ার দাগ পর্যন্ত নেই দেয়ালে। এটার পাশেই ফুয়েল স্টোর, অথচ এই কুঁড়েটায় আগুন লাগেনি! নিশ্চয় বাতাস উল্টো দিকে বইছিলো আগুন লাগার

সময়ে, নইলে এই ঘরটারই সবার আগে পোড়ার কথা। আগুনের উৎপত্তি এই ফুয়েল স্টোর থেকেই।

অক্ষত কুঁড়েটার পাশে একটা শেড, একদিকে ঝুঁকে আছে। ছয় ফুট উঁচু, ছয় ফুট পাশে এবং লম্বায় আট ফুট। ধাক্কা দিতে সহজেই খুলে গেলো দরজা। কাঠের মেঝে, দেয়াল আর সিলিঙে অ্যালুমিনিয়াম শীটের আবরণ। দেয়ালে বসানো বিশাল কালো রঙের হীটার। কানেকশনের বেরিয়ে থাকা তার দেখে সহজেই অনুমান করা যায় কোন্‌দিকে কোথায় ছিলো জেনারেটর হাউসটা। এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। হীটার আর তাপ নিরোধকের ব্যবস্থা দেখেই বোঝা যায় এক সময় দিন রাত গরম থাকতো এই শেড। বিশাল ট্রাকটর ইঞ্জিনটা মেঝের পুরো জায়গা দখল করে প্রাগৈতিহাসিক দানবের মতো ঝিমোচ্ছে। ওটার ঝকঝকে চেহারা দেখেই বোঝা যায় ঘর গরম থাকার সময়ে ইগনিশান ছুঁলেই স্টার্ট হয়ে যেত ইঞ্জিন। এখন অবশ্য ইঞ্জিনের সর্বনাশ করে দিয়েছে ঠাণ্ডা। দরজাটা আবার নিঃশব্দে বন্ধ করে দিয়ে ফিরলো রানা। অক্ষত কুঁড়েটায় গিয়ে ঢুকলো।

ধাতব টেবিল, বেঞ্চি, যন্ত্রপাতি, আর রিডিং নেবার এবং রেকর্ড করার যতরকম আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে ঠাসা ঘর। বেশির ভাগ যন্ত্রই রানার অপরিচিত, এর জন্যে মাথাব্যথাও নেই তার। এটা আবহাওয়া অফিস, জানে সে, এবং এটুকুই তার জন্যে যথেষ্ট। দ্রুত কিন্তু সাবধানে ঘরটা খুঁজে দেখলো সে একবার। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়লো না। এক কোণে একটা খালি কাঠের বাক্সের ওপর রাখা আছে একখানা ট্র্যান্সিভার। ওটার পাশেই ছোট একটা তেল চকচকে পালিশ করা বাক্সে পনেরোটা নাইফ সেল—সিরিজ কানেকশন করা। তার ওপরে দেয়ালের হুকে ঝুলছে একটা দুই ভোল্টের টেস্ট ল্যাম্প। ব্যা-

টারি কানেকশন করা পজিটিভ নেগেটিভ ছ'টো তারের একটার খোলা মাথা ছুঁয়ে দেখলো রানা। তারপর টেনে নিয়ে টেস্ট ল্যাম্পের খোলা লীডে ছোঁয়ালো খোলা তারের মাথা। কোনো স্পার্ক নেই। পাওয়া-রের লেশমাত্র নেই ব্যাটারিতে।

আবহাওয়া অফিস থেকে বেরিয়ে এলো রানা। পাশের দিকের শেষ কুঁড়েটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ভালমতো পুড়েছে এই কুঁড়ে। এটাতেই পুড়েছে সাতজন লোক, তার মধ্যে ছ'জনই মারা গেছে। বরফ শীতল বাতাসে পোড়া মাংসের সঙ্গে মেশানো ডিজেলের বিচ্ছিরি ছুর্গন্ধ, জোর করে বমি ঠেকাতে হয়। মড়া-ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দ্বিধা করলো রানা, তারপর ঢুকে পড়লো। ফারের হাত-মোজা খুলে ল্যাম্প-টা রাখলো একটা ছোট টেবিলের ওপর। পকেট থেকে টর্চ বের করে লাশগুলোর পাশে বসে পড়লো। প্রথমেই পরীক্ষা করলো আজামাত কিরিমকে। না, মরেনি কিরিম। কথা রেখেছে গ্যাকো, ইঞ্জেকশনটা দিয়েছে। কিন্তু নাড়ীর গতি সাংঘাতিক রকম ক্ষীণ। আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি জাহাজে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তাকে। বেঁচে আছে এখনো, কিন্তু আর কতক্ষণ টিকবে বলা যায় না।

দীর্ঘ দশটা মিনিট পেরিয়ে গেলো। এই পরিস্থিতিতে এক মেরু-লাশঘরে কিছুতেই ভালো লাগার কথা নয় রানার মর্গের দারোয়ানও এই দৃশ্য সইতে পারবে কিনা বলা যায় না। দীর্ঘদিন পানিতে থেকে থেকে পচে-ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া লাশ দেখেছে রানা, খনিতে কাজ করতে গিয়ে ছুর্ঘটনায় মারা যাওয়া লাশও দেখেছে, কিন্তু এখানকার এই পোড়া দৃশ্য আলাদা। বীভৎসতার দিক থেকে এসব লাশের সঙ্গে ওগুলোর কোনো তুলনাই হয় না। অসুস্থ বোধ করছে সে। কাজ শেষ হয়নি এখনো। বেরিয়ে ছুট লাগাবার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করতে

হচ্ছে।

ঠিক এই সময় দরজায় পদশব্দ শোনা গেলো। ফিরে চাইলো রানা। ভেতরে ঢুকছেন কমাণ্ডার রাইকভ। তাঁর পেছনে লেফটেন্যান্ট রুস্তভ, আহত হাতে উলের মোটা কিছু একটা জড়ানো।

হাতের টর্চলাইট নিভিয়ে দিলেন কমাণ্ডার। চোখ থেকে টেনে খুলে নিলেন স্নো-গগলস, তারপর মুখের মাস্ক খুললেন। চোখ কুঁচকে গেছে সামনে মেঝেতে পড়ে থাকা নারকীয় দৃশ্য দেখে, বড় হয়ে গেছে নাকের ছেঁদা, রক্ত সরে যাচ্ছে মুখ থেকে। রুস্তভ এবং রানা দু'জনেই বর্ণনা দিয়েছে তাঁর কাছে, কিন্তু দৃশ্যটা এতো বীভৎস তা অনুমান করতে পারেননি তিনি। শংকিত হলো রানা, অসুস্থ হয়ে পড়বেন না তো কমাণ্ডার? কিন্তু না, দ্রুত সামলে নিলেন তিনি, চিবুকে রক্ত ফিরে আসছে আবার ধীরে ধীরে।

'ডক্টর রানা,' ফিসফিস করে কথা বললেন কমাণ্ডার, যেন তাঁর ভয় জোরে কথা বললে মেঝেতে পড়ে থাকা লোকগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠবে। 'জলদি জাহাজে ফিরে যান। সোজা গিয়ে নিজের কেবিনে ঢুকুন। আপনার সঙ্গে যাবে রুস্তভ। কোনো গোলমাল চাই না আমি। আপনাকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে এখন আমার। দরকার পড়লে রুস্তভের সঙ্গে গ্যাকো আর টাবুকেও আপনার সঙ্গ নিতে বলবো। বাইরে অপেক্ষা করছে ওরা দু'জন।

'অসামাজিক কথাবার্তা বলছেন, কমাণ্ডার,' বললো রানা, 'আর ওই দু'জনের ওপর অবিচার করছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে বরফ হয়ে যাবে গ্যাকো আর টাবু।' ধীরে ধীরে ক্যারিবু ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢোকালো রানা। পিস্তলটা ছুঁলো। রাইকভের দিকে চেয়ে বললো, 'খুব বেশি ভাবনা-চিন্তা করছেন আপনি, কমাণ্ডার।'

রুস্তভের দিকে তাকালেন রাইকভ। চোখের ইশারায় দরজা দেখিয়ে কিছু বোঝাবেন। আধ পাক ঘুরেই রানার কথা কানে যেতে থেমে গেলো রুস্তভ।

'আমার কোনো কথা শোনার নেই আপনার?' বললো রানা।

অস্বস্তি বোধ করছেন কমাণ্ডার। কি করবেন, ঠিক করতে পারছেন না।

'আপনাকে গ্রেফতার না করে পারছি না, ডক্টর রানা। সাধারণ একজন ডাক্তারের চাইতে অনেক অনেক বেশি বুদ্ধি রাখেন আপনি। আপনার কাজকর্মও ঠিক ডাক্তারীর পর্যায়ে ফেলা যায় না। লেনিনগ্রাদে যেদিন প্রথম উঠলেন, আপনার গাল গল্প ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি আমি। এখন দেখছি আমার সন্দেহই সত্যি। কোথায় আপনার সেই বিশাল ডিশ এরিয়াল, ডাক্তার? রাডার মাস্ট কোথায়, আর কোথায়ই বা ইলেকট্রোনিক কম্পিউটার? কোথায় গেলো ওগুলো? আলাউদ্দিনের দানব নিশ্চয় পা দেয়নি এই আবহাওয়া কেন্দ্রে?'

কমাণ্ডারের দিকে চেয়ে চুপচাপ থাকলো রানা।

'আসলে ও-সবই আপনার মনগড়া, এখানে ওগুলোর অস্তিত্ব কোনদিন ছিলো না,' আবার বলে চললেন কমাণ্ডার, 'আপনি ডাক্তারী করতে আসেননি এখানে, অন্য কোনো গূঢ় কারণ আছে। আপনি ডাক্তার কিনা সে ব্যাপারেও যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে এখন আমার। আমার জাহাজের জন্যে ভাবনা আছে আমার, নভেলির আহতদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে নেয়ার দায়িত্বও আমার ওপরে। কাজেই কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চাই না আমি।'

'মস্কো থেকে আপনার ওপরওয়ালাদের আদেশ কিছুই নয়, না?' কথা বললো রানা, 'ওগুলোর কোনো গুরুত্বই নেই?'

'আছে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই এতো বেশি প্যাঁচালো মনে হচ্ছে, নিজের ওপরই আস্থা রাখতে পারছি না আমি,' থামলেন রাইকভ। ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আপনি একজন অত্যন্ত রহস্যময় লোক, ডক্টর রানা, এবং সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী।'

'খুব কঠোর আর অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করছেন, কমাণ্ডার।'

'সত্যি কথা সব সময়েই খারাপ লাগে। দয়া করে উঠবেন কি?'

'সরি। এখানকার কাজ এখনো শেষ হয়নি আমার।'

'আই সী। ইউরি...'

'আমার কিছু কথা বলার আছে। শুনবেন?'

'আরেকটা রূপকথা?' এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন কমাণ্ডার, 'না। শুনবো না।'

'এবং আমিও কাজ শেষ না করে যাচ্ছি না এখান থেকে।'

রুস্তভের দিকে চাইলেন কমাণ্ডার। আবার বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলো রুস্তভ, কিন্তু আবার থেমে যেতে হলো তাকে।

'ঠিক আছে, ব্লাডহাউণ্ডদের ডাকুন। কিন্তু ওদের মোকাবিলা করতে অসুবিধে হবে না আমার।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকালেন কমাণ্ডার।

'মানে সহজ,' পকেট থেকে ওয়ালথারটা বের করলো রানা। কোলম্যান ল্যাম্পের আলোয় ঝিকিয়ে উঠলো নীলচে ধাতু। নলের ছোট্ট কালো মুখটা আরো কালো দেখাচ্ছে।

'ওটা ব্যবহার করবার সাহস হবে না আপনার,' অনিশ্চিত শোনালো রাইকভের কণ্ঠ।

'অতটা নিশ্চিত হবেন না। বাইরের লোক দু'জনকে ডেকেই দেখুন।'

'ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই, ডাক্তার,' রূঢ় কণ্ঠে বললো রুস্তভ, 'আসলে অতটা বেপরোয়া হতে পারবে না তুমি।'

'বাজি ধরবে ? ডাকো, বাইরের ছ'জনকেও ডাকো।' সেফটি ক্যাচ অফ করার মৃদু ক্লিক শব্দ হলো। 'এসো, চেষ্টা করে দেখো এটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া যায় কিনা!'

'নড়ো না, ইউরি,' আদেশ দিলেন কমাণ্ডার, 'লোকটা সিরিয়াস। আপনার কম্বিনেশন-লক করা ব্রিফকেসে এই জাতীয় আরো খেলনা আছে নিশ্চয়, ডাক্তার ?' তিক্ত কণ্ঠ রাইকভের।

'আছে। অটোম্যাটিক কারবাইন আছে, ছয় ইঞ্চি ন্যাভাল-গান আছে। কিন্তু এখনকার মতো ছোট পরিস্থিতিতে এই ছোট খেলনাটাই যথেষ্ট। আমার কথা শোনার ইচ্ছে হচ্ছে ?'

'ইচ্ছে হচ্ছে না, বাধ্য হচ্ছি!'

'বেশ। গ্যাকো আর টাবুকে চলে যেতে বলুন। বাইরে দাঁড়িয়ে শুধু শুধু জমে গিয়ে লাভ হবে না ওদের। গ্যাকো কিছুটা জানে, কিন্তু যত কম জানবে, নিরাপদ বোধ করবো আমি ততোই।'

রুস্তভের দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করলেন কমাণ্ডার। দরজার কাছে এগিয়ে গেলো রুস্তভ, খুললো, সঙ্গীদের কিছু বললো, তারপর ফিরে এলো আবার।

টেবিলে রেখে দিলো রানা পিস্তলটা। বাঁ হাত থেকে টর্চটা ডান হাতে নিয়ে ডাকলো, 'এদিকে আসুন। দেখুন আগে। এই যে আমার বন্ধু আজামাত কিরিম।'

ছ'জনেই এগিয়ে এলো। পিস্তল রাখা টেবিলটার পাশ দিয়ে চলে এলো ওরা, কিন্তু একবার ফিরেও তাকালো না অস্ত্রটার দিকে। আজামাত কিরিমের পড়ে থাকা অজ্ঞান দেহটা দেখালো রানা। গা-টা ছুঁয়ে

দেখতে বললো। গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠলো রুস্তভ। 'বেঁচে আছে! বেঁচে আছে লোকটা!'

বিস্ফারিত হয়ে গেলো কমাণ্ডারের চোখ জোড়া। পালস্ পরীক্ষা করে দেখলেন। বোঁ করে ঘুরে গেলো মাথাটা।

'আংটি, ওই সোনার আংটি...' বলতে বলতে থেমে গেলেন কমাণ্ডার।

'ওটার কথা বাদ দিন,' গম্ভীর কণ্ঠে বললো রানা, 'এদিকে দেখুন। এই যে এখানে। পরিষ্কার করে রেখেছি আমি।'

ঝুঁকে দেখে বললেন রাইকভ, 'ঘাড়টা ভেঙে গেছে নাকি?'

'তাই ভাবছেন?'

'ভারি কিছু পড়েছিলো হয়তো। ঘরের পোড়া বীম...'

'কিন্তু এসব কুঁড়েতে কোনো বীম নেই। ভালো করে ঘাড়টা পরীক্ষা করলে দেখবেন, দেড় ইঞ্চি জায়গা ছড়ে গেছে। না, কোনো বীমের ঘষা খেয়ে নয়, আসলে গুলি খেয়েছে বেচারা। ঘাড় ফুটো করে বুলেট বেরিয়ে যাবার কথা ছিলো, কিন্তু খুনীর তাড়াহুড়োর জন্যে গুলি ফসকেছে। নিতান্তই কপাল গুণে বেঁচে আছে এখনো।'

'সর্বনাশ!' এই প্রথমবার বিচলিত হতে দেখলো কমাণ্ডারকে রানা। চোখ বড় বড় করে রানার দিকে চাইলেন। 'খুন! আপনি বলছেন লোকটাকে খুন করা হচ্ছিলো?'

'কে?' কোলাব্যাঙের স্বর বেরোলো রুস্তভের গলা দিয়ে, 'কে? এবং কেন?'

'তা জানি না!' এদিক-ওদিক মাথা দোলালো রানা।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন রাইকভ, 'একটু আগে জেনেছেন আপনি ব্যাপারটা, না?'

'গত রাতেই আবিষ্কার করেছি।'

'গত রাতে আবিষ্কার করেছেন।' কমাণ্ডারের ধীর কথার ধরন দেখেই অনুমান করা যায়, চিন্তার ঝড় বইছে তাঁর মাথায়। 'এবং তারপরে আপনার সঙ্গে অসংখ্যবার দেখা হয়েছে আমার, কথা হয়েছে ...কিন্তু...মাই গড, রানা, আপনি অমানুষ...'

'শিওর,' বললো রানা। ইঙ্গিতে টেবিলে রাখা পিস্তলটা দেখিয়ে বললো, 'ওটা দেখছেন? প্রচণ্ড শব্দ করে যখন গুলি ফুটবে ওটা থেকে, ভয়ংকর সেই খুনীর গলা থেকে যখন দেড় ইঞ্চি হাড় উড়িয়ে দেবে বুলেট, তখন আর অমানুষ থাকবো না আমি। বিশ্বাস করুন কমাণ্ডার, লোকটাকে কুত্তার মতো গুলি করে মারতে বিন্দুমাত্র হাত কাঁপবে না আমার, চোখের পাপড়ি পর্যন্ত কাঁপবে না।'

জোর করে আবেগ তাড়ালেন কমাণ্ডার। শংকিত দৃষ্টিতে একবার ওয়ালথারটার দিকে তাকিয়ে রানার দিকে চাইলেন, 'ব্যক্তিগত প্রতি-শোধের কথা বাদ দিন, ডাক্তার। নিজের হাতে আইন তুলে নেবার অধিকার কারো নেই।'

'হাসাবেন না। মর্গে দাঁড়িয়ে ওসব ছেলেভোলানো কথা মানায় না। আরো কিছু জিনিস দেখার বাকি আছে এখনো আপনার। একটু আগে আবিষ্কার করেছি,' হাত তুলে আরেকটা পোড়া তালগোল পাকা-নো মাংসপিণ্ড দেখালো রানা। 'একে ভালো করে দেখতে চান?'

'মাপ করবেন, আমি পারবো না,' গলা শান্ত রাখার চেষ্টা চালা-চ্ছেন রাইকভ, 'আপনিই বলুন কি হয়েছে?'

'ওখানে দাঁড়িয়েই দেখতে পাবেন। পরিষ্কার করে রেখেছি আমি। এই যে, এখানে নাকের একটু ওপরে ছোট ছিদ্রটা দেখতে পাচ্ছেন? মাথার পেছনের ছিদ্রটা কিন্তু অনেক বড়। একই অস্ত্র, একই ধরনের

বুলেট, একই লোকের কাজ। গর্তের সাইজ দেখেই বলে দেয়া যায়, সফ্‌ট্‌ নোজ বুলেট, শক্তিশালী অস্ত্র থেকে ছোঁড়া হয়েছে। পয়েন্ট থ্রি এইট ক্যালিবারের কোল্ট, লুগার কিংবা মাউজার।'

স্তব্ধ রাইকভ এবং রুস্তভ, দু'জনেই। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে টলে পড়ে যেতে পারে যে কোনো সময়।

'কোণাকুণি বেরিয়েছে বুলেট,' বলে চললো রানা। 'বুলেটের গতি-পথ দেখেই বলে দেয়া যায় গুলি চালানোর সময় শুয়ে কিংবা বসে ছিলো খুনী।'

'দুটো খুন!' বিড় বিড় করে বললেন কমাণ্ডার, 'পুলিশকে জানানো দরকার।'

'হ্যাঁ,' বিকৃত শোনালো রানার কণ্ঠ, 'ফোনে ডাকুন থানা থেকে পুলিশকে। বলুন—দয়া করে কয়েক মিনিটের জন্যে একবার এখানে আসতে পারেন, সার্জেন্ট?'

'কিন্তু এসব দেখা আমাদের কাজ নয়,' গলায় জোর নেই কমাণ্ডা-রের। 'নভেলির বেঁচে থাকা আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বই শুধু দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'নিশ্চয়ই লেনিনগ্রাদের ভালমন্দ দেখার দায়িত্বও আপনার। এক-জন খুনীকে জায়গা দিয়ে পুরো জাহাজশুদ্ধ লোককে বিপদে ফেলতে অস্বস্তি বোধ করবেন না?'

'কি বলতে চান?'

'এই আইস স্টেশনে কি করে আগুন লেগেছে বলে মনে হয় আপ-নার? অ্যাক্সিডেন্ট? কিন্তু জায়গা বুঝে, ঘর বুঝে বুঝে অ্যাক্সিডেন্ট হলো কেন? পরিকল্পনায় সামান্য ভুল করে ফেলেছে খুনী। আসলে ভাবতে পারেনি সে, অতি সন্দিগ্ধ এক আধজন লোককে উদ্ধারকর্মী-

দের সঙ্গে পাঠানো হতে পারে। ভেবেছিলো, দুর্গম বরফের রাজ্যে এসে কে আর অতো মাথা ঘামাবে। আপনি পছন্দ করুন আর না-ই করুন, কমাণ্ডার, খুনী উঠেছে আপনার জাহাজে। একজন কিংবা একাধিক।'

'কিন্তু তাদের সবাই আহত। অক্ষত কিংবা পোড়া দাগ নেই, এমন একজনও...'

'কি মনে হয় আপনার? পুরো সুস্থ দেহে জাহাজে উঠবে খুনী, অতোই বোকা? দুনিয়াশুদ্ধ লোককে জানাবে—এই যে, এখানে আমি, স্টেশন নভেলিতে আগুন ধরিয়েছি, মানুষ খুন করেছি, এখন ধরো আমাকে?'

'কিন্তু অক্ষত থাকলেই তার ওপর লোকের সন্দেহ পড়বে কেন?' প্রশ্ন করে বসলো রুস্তভ।

'তোমার ক্যাপ্টেনের মতোই তোমাকেও গোয়েন্দাগিরির লাইন থেকে দূরে থাকার উপদেশ না দিয়ে পারছি না,' কর্কশ গলা রানার। 'যে এই অঘটন ঘটিয়েছে, সে তোমার মতো অতটা সরল মনের মানুষ নয়। অতি উঁচুস্তরের ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট সে। সব রকমের পরিস্থিতির কথা আগেই ভাবে এই ধরনের লোক, সবদিক বিবেচনা করে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে। অন্যান্য আহতদের সঙ্গে ইচ্ছে করেই নিজেকেও পুড়িয়ে নিয়ে মিশে গেছে সে তাদের ভিড়ে।'

'মাই গড!' ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেতে শুরু করেছে, কিন্তু খেয়াল নেই যেন কমাণ্ডারের। 'নারকীয় পরিকল্পনা!' একেবারে হতচকিত হয়ে গেছেন তিনি ব্যাপার দেখে শুনে। আমতা আমতা করে বললেন, 'কিন্তু...কিন্তু এখন কি করতে পারি আমি?'

'পুলিশ ডাকতে পারেন।'

'মানে?'

'সহজ। যে কোনো উঁচুদরের পুলিশের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা দেয়া হয়েছে আমাকে মস্কোর ওপর-মহল থেকে। আমাকে পাঠানোই হয়েছে এই বিশেষ দিকটা তদন্ত করে দেখার জন্যে।'

'এইবার মনে হচ্ছে সত্যি বলছেন আপনি, মাসুদ রানা,' চিন্তান্বিত, ধীর কণ্ঠে বললেন রাইকভ, 'গত চব্বিশ ঘন্টায় যা করেছেন, মিলে যাচ্ছে এতক্ষণে। দশ মিনিট আগেও নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। তা আপনি কি কোনো ধরনের "পুলিশ ম্যান"?'

'ইন্টেলিজেন্স অফিসার। বিদেশী হলেও যাকে পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করতে পারে কে. জি. বি.। বিশেষ দরকারের সময় ব্যবহারের জন্যে স্পেশাল আইডেনটিটি কার্ড রয়েছে আমার ব্রিফকেসে। এখন বিশেষ সময়। ইচ্ছে করলে দেখতে পারেন।'

'কিন্তু আপনি, আপনি একজন ডাক্তার...'

'প্রাথমিক চিকিৎসার ট্রেনিং দেয়া হয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্টদের। ব্যাস, ওই পর্যন্তই।'

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কমাণ্ডার, 'আগেই বলতে পারতেন একথা।'

'কিংবা পুরো লেনিনগ্রাদে ঘোষণা করে দিতে পারতাম। এবং সকালে উঠে হয়তো দেখতাম নিজের কেবিনে নিজের বিছানায় মরে পড়ে আছি। আপনাদের কাউকে বিশ্বাস করতে যাবো কেন—কে খুনী জানি আমি? আপনার শার্লক হোমসগিরির জন্যে...যাকগে, ওসব কথা বাদ দিন। মস্কো থেকে পাওয়া আপনার ওপরঅলাদের নির্দেশ মতো চললেই খুশি হবো এখন।'

'কি নির্দেশ?' জানতে চাইলো রুস্তভ।

'ডক্টর রানাকে সব রকমে সহযোগিতা করার নির্দেশ পেয়েছি সি. এন. ওর কাছ থেকে,' বললেন কমাণ্ডার। 'তিনি আরো জানিয়েছেন, অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ লোক ডক্টর রানা, এবং কোনো ব্যাপারেই অন্ধকারে থাকতে পছন্দ করেন না। সাবমেরিন সম্পর্কে তাঁর ভালো ধারণা আছে, কাজেই তাঁকে ঠকাবার চেষ্টা যেন না করি। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক মেনে নিতে পারিনি আমি।' রানাকে বললেন, 'আমার জায়গায় আপনি হলেও একই কাজ করতেন, ডক্টর...মানে...'

'মেজর রানা, কিংবা স্রেফ মিস্টার রানা,' মুচকি হাসলো রানা। 'আপনার জায়গায় আমি হলে আদেশ মেনে চলাই উচিত মনে করতাম, কমাণ্ডার।'

'কার আদেশ ? মস্কোর, না আপনার ?'

'মস্কোর আদেশ, আমার অনুরোধ। কারণ, আমি একজন বিদেশী।'

'আপনার এবারের কথা বিশ্বাস করতে পারি তো ?'

'এক বিন্দু মিছে নেই এতে। প্রথমেও কিন্তু যা বলেছিলাম, কিছুটা বাড়িয়ে বলেছি, তবে সবই বানানো নয়। বেশ অনেকটা সত্য ছিলো তাতে। একটা বিশেষ ইলেকট্রোনিক যন্ত্র সত্যিই ছিলো এখানকার একটা কুঁড়েতে—আমেরিকান মিসাইলের কাউন্ট ডাউন আর লোকেশন জানাতো ওটা, এখন ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কোন্ ঘর বলে দিচ্ছি, দক্ষিণ সারির পশ্চিম থেকে দ্বিতীয়টা। আরো আছে। দিন-রাত একটা মস্ত রেডিও-সণ্ডে বেলুন তিরিশ হাজার ফুট ওপরে উড়তো। কিন্তু কোনো রেডিও ছিলো না তাতে, ছিলো একটা বিশাল এরিয়াল। বেলুনে হাওয়া ভরার জন্যে ব্যবহৃত হাইড্রোজেন সিলিণ্ডারে বিস্ফোরণ ঘটাতেই এতদূর ছড়িয়েছে আগুন। ফুয়েল স্টোরে থাকতো সিলিণ্ডার-

গুলো।'

'নভেলির কেউ ইলেকট্রোনিক যন্ত্রটার কথা জানতো?' জানতে চাইলেন রাইকভ।

'দেখেছে সবাই, কিন্তু আসলে কি কাজ হতো ওটা দিয়ে, অনেকেই জানতো না। এদেরকে জানানো হয়েছে ওই মেশিনের সাহায্যে মহাশূন্যে কসমিক রে-র তদন্ত চলে। জানতো মাত্র চারজন লোক। একজন আমার বন্ধু এবং আরো তিনজন লোক, দুর্ঘটনার দিন ওই মেশিন-ঘরেই ঘুমিয়েছিলো তারা। ঘরটা পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে এখন। অনুমান করতে পারছেন, আপনার সি. এন. ও কেন এতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন?'

'চারজন লোক?' সরাসরি রানার চোখের দিকে তাকালেন কমাণ্ডার। 'কোন্ চারজন, মেজর?'

'এই যে, এখানেই তো পড়ে আছে। এই সাতজনেরই চারজন।'

আরেকবার বিকৃত লাশগুলোর দিকে চাইলেন কমাণ্ডার, তারপর দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলেন। রানাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু একটা গোলমাল হয়েছে এখানে, আগেই টের পেয়েছে মস্কো, কি করে, জানেন?'

'একটা টপ-সিক্রেট কোড ছিলো আমার বন্ধুর কাছে। একজন ভালো রেডিও অপারেটরও ছিলো সে। সিক্রেট কোডে কিছুদিন আগে খবর পাঠিয়েছিলো সে, কেউ নষ্ট করে দিতে চাইছে মনিটর। এর বেশি কিছু জানাতে পারেনি এ সম্পর্কে। এর দিন দু'য়েক পরেই আরেক মেসেজে জানিয়েছে, গভীর রাতে রুটিন চেক করতে গিয়ে ফুয়েল স্টোরের বাইরে আক্রান্ত হয় কিরিম। তাকে আহত এবং অজ্ঞান করে ফেলে যায় আক্রমণকারী। জ্ঞান ফিরে এলে প্রথমেই ফুয়েল স্টোরে ঢুকে

আজামাত দেখতে পায়, একটা হাইড্রোজেন সিলিণ্ডারের মুখ খুলে দিয়েছে কেউ, প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে সিলিণ্ডার। বেলুনে করে এরিয়াল ওড়াতে না পারলে অকেজো হয়ে যাবে মনিটর, তাই গ্যাস ছেড়ে দিচ্ছিলো কেউ। ভাগ্য ভালো কিরিমের, বরফে জমে যাবার আগেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলো। তাছাড়া এর ঠাণ্ডা সহ্য করবার ক্ষমতা তো দেখতেই পাচ্ছেন। আগেও আরো কিছু ছোটখাটো ঘটনার কথা জানিয়েছে কিরিম—ফলে টনক নড়ে কর্তৃপক্ষের। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়ার আগেই চূড়ান্ত আক্রমণ চালিয়ে বসেছে খুনী।'

'তার মানে, আপনার বন্ধু এবং তাঁর তিন সহকারী ছাড়াও আরো কেউ জানে মনিটরটার কাজ কি,' বললো রুস্তভ। রাইকভের মতোই পড়ে থাকা লাশগুলোর দিকে আরেকবার তাকিয়ে দ্রুত দৃষ্টি ফেরালো সে। 'আমার মনে হয় কি জানেন?—কোনো পাগলের কাজ এটা। ম্যানিয়াক। তাছাড়া ঠাণ্ডা মাথায় এমন নিষ্ঠুরভাবে পাইকারী খুন করতে পারে না কেউ।'

'মোটেই পাগল নয় এই খুনী,' বললো রানা। 'ঠাণ্ডা মাথায়, ভেবে-চিন্তে, প্ল্যান করে খুন করেছে সে। বুলিনের হত্যাকারীকেও তুমি পাগল বলবে নাকি?'

চুপ করে রইলো রুস্তভ, কথা হারিয়েছে।

'আমরা এখন কি করতে পারি, মেজর রানা?' জিজ্ঞেস করলেন কমাণ্ডার।

'প্রথম কথা জাহাজে ফিরে ভুলেও 'মেজর' বলে ডাকবেন না আমাকে, ডাক্তারই বলবেন।'

'তা নাহয় ডাকলাম, কিন্তু আর কি সাহায্য করতে পারি আমরা?'

'কি সাহায্য করতে চান?'

'লেনিনগ্রাদের কমাণ্ডার পদটা অবশ্যই দেবো না,' হাসলেন রাই-কভ। কিন্তু হাসিটা হাসির মতো মনে হলো না। 'এ ছাড়া আর যে কোনো সাহায্য চাইবেন, নির্দ্বিধায় করবো। শুধু মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবেন কি করতে হবে।'

'তার মানে, এবারে আমার কাহিনী বিশ্বাস হয়েছে ?'

'হয়েছে।'

পাঁচ

ক্রমেই নির্জন হয়ে আসছে আইস স্টেশন নভেলি। আহতরা যে কুঁড়ে-টায় ছিলো তাতে এখন শুধু দু'জন রোগী—যমজ দুই ভাই আর ডাক্তার রুডেনকো। জাহাজে তোলার সময় মিলাহাইল আর একজন ক্রু-এর লাশের সঙ্গে লাশ হিসেবেই চালিয়ে দেয়া হয়েছে আজামাত কিরিমকে। স্ট্রেচারে করে জাহাজে নিয়ে তোলা হয়েছে। সবাইকে জানানো হয়েছে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফেরত দেয়া হবে ওগুলো। বাংক-হাউসটা আরো বেশি যেন ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে এখন। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অসংখ্য জিনিস-পত্র : কাপড়ের টুকরো, কাগজ, পোড়া তোষক, ছেঁড়া কম্বল, দস্তানা, বাসন-কোসন ইত্যাদি ছাড়াও আরো অনেক আজেবাজে টুকরো-টাকরা অনেক কিছু।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো রানা। তার একটু পরেই ঢুকলেন কমাণ্ডার, তাঁর পেছনে রুস্তভ। একবার চেয়েই আবার রোগীদের

দিকে মুখ ফেরালো রুডেনকো।

রোগীদের মুখ দরজার দিকেই ফেরানো। অজ্ঞান হয়ে আছে এখনো। সারা মুখে ফ্রস্ট-বাইটের ক্ষত।

পশ্চিমের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় ডাক্তারকে ডাকলো রানা। সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা জানালো। কিন্তু ডাক্তার বলেই হয়তো, কিংবা অন্য কোনো কারণে, কমাণ্ডার রাইকভ কিংবা রুস্তভের মতো অবাক হলো না রুডেনকো, আঁতকে উঠে আকাশ থেকেও পড়লো না। এমন ভাব দেখালো যেন এটা হয়, এসব হতে পারে। একে নিয়ে লেনিনগ্রাদের মোট চারজন লোককে জানালো রানা ব্যাপারটা, জানা-লো এই জন্যে যে এদের সাহায্য তার দরকার হবে।

'সব তো শুনলে,' রানার কথা শেষ হলে বললেন কমাণ্ডার, 'আহত লোকগুলোকে কোথায় রাখা যায়, বলো তো?'

'ছড়িয়ে ছিটিয়ে,' বললো রুডেনকো। 'কোনো এক জায়গায় জড়ো করে রাখলে সন্দেহ করে বসতে পারে আমাদের দোস্ত। তারচে অফি-সারস কোয়ার্টার, ক্রুদের কোয়ার্টার, সিক-বে সব জায়গাতেই রাখতে হবে রোগীদের। আর আজামাত···আমার মনে হয় আপনার কেবিনে ওকে রাখাই সবচেয়ে নিরাপদ, ক্যাপ্টেন।'

'তাই করো গে। ডাক্তার জ্যাকভকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করো। লোকটা কাজ-পাগল। কিন্তু খবরদার, কিরিমের কথা জ্যাকভকেও জানাবে না। তুমি, আমি, রুস্তভ আর গ্যাকো ছাড়া জাহাজের সবাই জানবে, কিরিম মৃত। লাশ-ঘরে ডবল তালা লাগিয়ে চাবি আমার কাছে রেখে দেবো। কাজেই আমার অনুমতি ছাড়া লাশ ঘরে ঢুকে পরীক্ষা করে দেখতে পারবে না কেউ, কোন্ লাশটা আছে, কোন্টা নেই।'

'আহতদের পরনের কাপড়-চোপড় বদলে দিতে হবে। পুরোনো-

গুলো কি করবো?'

'হ্যাঁ, একটা পয়েন্ট,' ঘাড় কাত করলেন কমাণ্ডার। রানার দিকে একবার তাকিয়ে রুডেনকোকে বললেন, 'একটা কাপড়ও নষ্ট করবে না। যার যার কাপড়ে লেবেল লাগিয়ে নাম লিখে রাখবে। পরে পুলিশের কাজে লাগতে পারে।'

'দস্তানাগুলোর ব্যাপারে বিশেষ সাবধান হবেন,' বললো রানা। 'পরীক্ষায় গান পাউডারের নাইট্রেটের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।'

ঘাড় কাত করলো রুডেনকো।

'আরেকটা ব্যাপার,' হুঁশিয়ার করলো রানা। 'কেউ যেন অস্বাভাবিক কিছু আপনার অজান্তে আপনাকে দিয়ে বইয়ে নিতে না পারে। এই যেমন ধরুন, আপনার পকেটে কেউ কিছু গুঁজে দিলো, কিংবা মেডিক্যাল কিটে ভরে রাখলো, তাহলে নিরাপদে জাহাজে চলে যাবে জিনিসটা।'

রানার কথা শেষ হবার আগেই নিজের পকেট তল্লাশী শুরু করে দিলো ডাক্তার। কিন্তু কিছু নেই।

'রানার মতো সন্দেহপ্রবণ মন নয় তোমার,' বললেন রাইকভ। 'তা এখন জাহাজে যাও। ইউরি, তুমিও যাও।'

রুস্তভ আর রুডেনকো চলে যেতেই কাজে নামলো রানা। প্রথমেই এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করলো দুই ভাইকে, সত্যিই অজ্ঞান হয়ে আছে ওরা। ঘরটায় তল্লাশী চালালো রানা। তাকে সাহায্য করলেন কমাণ্ডার। দেখা গেলো তল্লাশীর কাজ ভালোই জানেন রাইকভ, কোনরকম ফাঁক নেই। পুরো ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও অস্বাভাবিক কিংবা সন্দেহজনক কিচ্ছু পাওয়া গেলো না।

'খামোকা কষ্ট করলাম,' হতাশ হয়েছেন কমাণ্ডার।

‘এঘরে নেই,’ ভাবছে রানা। ‘আর কিছু না পেলেও পিস্তলটা তো পাওয়া যাবে! কোথায়? নিশ্চয় কাজ শেষ করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি জিনিসটা খুনী। কারণ তার কাজ এখনো শেষ হয়নি। তাছাড়া অস্ত্র হাতছাড়া করতে চায় না কখনো এই ধরনের লোকেরা। কখন আবার দরকার লেগে যায়, এই চিন্তা সরাতে পারে না কিছুতেই মন থেকে। তাহলে কোথায় আছে জিনিসটা? এই বাংকহাউসের কোথাও নেই। তাহলে? বাকি রইলো আবহাওয়া অফিস আর ল্যাবরেটরী।’

‘পোড়া ঘরগুলোর যে কোনটার ধ্বংসস্তূপের কোথাও রেখে দিতে পারে,’ বললেন রাইকভ।

‘নাহ্। বরফে ক্ষতি হয় আগ্নেয়াস্ত্রের। ধ্বংসস্তূপের কোথাও লুকিয়ে রাখলে ওই পিস্তল আর কোনদিন কাজে লাগাতে পারবে না সে। কাজেই ওসব জায়গায় রাখেনি। চলুন, আগে যাই আবহাওয়া অফিসে, দেখি খুঁজে।’

আবহাওয়া অফিসের প্রতিটি শেল্ফ, প্রতিটি বাক্স, আলমারি, সব দেখা হয়ে গেলো। মেটাল কেবিনেটের ফাঁপা জায়গাগুলোও দেখা শেষ। যন্ত্রপাতিগুলো খুলে দেখার কথা ভাবছে রানা এই সময় হঠাৎ কমাণ্ডার বললেন, ‘দাঁড়ান। একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়। আসছি আমি।’

এক মিনিট পরেই ফিরে এলেন রাইকভ। হাতে কয়েকটা জিনিস। তাজা পেট্রোলের গন্ধ আসছে ওগুলো থেকে। ল্যাম্পের আলোয় চকচক করছে একটা পিস্তল—মাউজার অটোমেটিক, একটা ছুরি—ব্লেডের আগা ভাঙা, আর দু’টো রাবার মোড়া প্যাকেট। না খুলেই বুঝতে পারলো রানা, ভেতরে কি আছে। পিস্তলের জন্যে স্পেয়ার ম্যাগাজিন।

'কোথায় পেলেন ওগুলো ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ট্রাক্টরের পেট্রোল ট্যাংকে।'

তাজ্জব হয়ে গেলো রানা।

'ওখানে খোঁজার কথা মনে এলো কেন ?'

'আপনার কথায়। বললেন, বরফে আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষতি হয়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে এলো, সারা নভেলিতে একটাই জায়গা আছে, যেখানে কামড় বসাতে পারবে না বরফ। সাব জিরো টেম্পারেচারেও জমে না অ্যালকোহল আর গ্যাসোলিন। অ্যালকোহলের বোতলে পিস্তল ঢোকানো যাবে না, বাকি থাকলো গ্যাসোলিন। গ্যাসোলিনের টিন নিরাপদ নয়, কারণ ওখান থেকে তেল নিয়ে ব্যবহার করতে হয়। এক মাত্র নিরাপদ জায়গা তাহলে ট্রাক্টরের গ্যাস ট্যাংক। ট্যাংকের ভেতরে খোঁজ করতেই পেয়ে গেলাম।'

'ভালো জায়গাই বেছেচে লোকটা, কিন্তু খুব ভালো নয়। তেল বরফ হয়ে যায়নি ঠিক, কিন্তু বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়েছে। আসলে ধাতুর ক্ষতি করে ঠাণ্ডা।'

'এই কথাটা জানে না হয়তো সে। আর যদি জানেও, এর চেয়ে ভালো জায়গা আর খুঁজে পায়নি।'

কমাণ্ডারের হাত থেকে পিস্তলটা নিলো রানা। ম্যাগাজিনটা পরীক্ষা করলো। খালি।

ভুরু কুঁচকে দেখছেন কমাণ্ডার, ভাবছেন, তারপর হঠাৎই বলে উঠলেন, 'আপনার আঙ্গুলের ছাপ বসে যাচ্ছে জিনিসটায়।'

'শুধু আমার আঙ্গুলের ছাপই পাওয়া যাবে। পেট্রোলে চোবানোর পরই খুনীর হাতের ছাপ উঠে গেছে। তাছাড়া নিশ্চয়ই গ্লাভস পরে-ছিলো সে।'

'তাহলে এটা খুঁজছিলেন কেন শুধু শুধু?'

'সিরিয়াল নম্বর। যদি পুলিশ পারমিট দেয়া থাকে এটার জন্যে সহজেই মালিককে খুঁজে বের করবে পুলিশ।'

মাথা ভাঙা ছুরিটার দিকে চাইলো রানা। আপন মনেই বললো, 'পিস্তলকে ঘৃণা করে অনেক খুনী। বড় বেশি শব্দ হয়, নিরাপদে কাজ সারতে ঝামেলা। কিন্তু তবু পিস্তল বেছে নিয়েছে খুনী। কেন? ছুরিটা ভেঙে গেছে বলে।' রাইকভের দিকে চেয়ে বললো, 'নরম ব্লেডের ছুরি। খুবই কাজের, কিন্তু তাড়াহুড়ো করলে কিংবা হাড়ে লাগলে সহজেই ভেঙে যায়। সম্ভবত পাঁজরার হাড়ে আটকে গিয়েছে। হ্যাঁচকা টান মেরে খুলতে যাওয়ায় ভেঙে গেছে। একটা লাশের বুকের ভেতরে পাওয়া যাবে ছুরির ভাঙা ফলাটা।'

'মানে···মানে আপনি বলতে চাইছেন আরো একজন লোককে খুন করা হয়েছে? এই ছুরি দিয়ে?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'প্রথম শিকার। ছুরিটা ভেঙে যাওয়ার ফলেই অগত্যা পিস্তল ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে খুনী।'

'ছুরি দিয়ে কাকে খুন করলো?'

'জানি না। জানার দরকারও মনে করছি না। কোনো লাভ নেই।'

'হুঁহ।' আপন মনেই মাথা নাড়লেন কমাণ্ডার। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'চলুন যাই। বাংকহাউস থেকে জাহাজে ফোন করি। কেউ এসে অজ্ঞান লোক দু'টোর কাছে থাকুক। একেবারে জমে গেছি, জাহাজে ফেরা দরকার।'

'ফোন করার দরকার নেই। আপনি গিয়ে কাউকে পাঠিয়ে দিন। ততক্ষণ আমি আছি। যান।'

'মেজর রানা, গত রাতেও সারারাত ঘুমাননি আপনি।'

'একটানা কয়েক রাত না ঘুমানোরও অভ্যেস আছে আমার। আপনি যান, এখানেই থাকছি আমি। বড় নির্জন নীরব জায়গা। অনেক কিছু ভাবতে হবে আমাকে এখন। ভাবনার উপযুক্ত জায়গা এটা। যান আপনি।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইলেন কমাণ্ডার। বিদেশী এই লোকটাকে এখনো ঠিক বুঝতে পারেননি। কিন্তু আর তর্ক করলেন না। একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ভাবনার কথা বলে কমাণ্ডারকে ভাগিয়েছে রানা, আসলে ভাবার কোনো দরকার নেই তার। সময়ও নেই। অজ্ঞান দুই ভাইয়ের পাহারায়ও থাকলো না। টর্চ লাইট নিয়ে বেরিয়ে এলো আবার ঘর থেকে। বাইরে মেরু-অন্ধকার নামছে। ভীষণ ক্লান্ত আর একাকী বোধ করছে সে এখন।

আবার ল্যাবরেটরীতে এসে ঢুকলো রানা। বিকৃত লাশগুলোর কাছে আবার ফিরে যেতে মোটেই ভালো লাগছে না তার, কিন্তু উপায় নেই। এ ঘরেই আছে কোথাও জিনিসগুলো, ও জানে। ভয়াবহ এই জায়গার বীভৎস পরিবেশকে এড়িয়ে চলবে মানুষ, সেটাই স্বাভাবিক। কাজেই নিরাপদ জায়গা হিসেবে এই ঘরটাকেই বেছে নেবে খুনী, কোনো সন্দেহ নেই।

ল্যাবরেটরীর দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি শেল্ফ্, আলমারি। বিভিন্ন আকারের জার, বোতল, টেস্ট টিউব, স্কেল, বকযন্ত্র আর এমনি সব জিনিসে বোঝাই তাকগুলো। ওগুলোর দিকে একবার চোখ তুলেও তাকালো না রানা। সোজা এগিয়ে গেলো ঘরের কোণের দিকে, লাশগুলো যেখানে পড়ে আছে। আশপাশের আল-

মারি আর শেলফগুলোর ওপর বার কয়েক টর্চের আলো ফেললো, দেখলো। না, ওসব জায়গায় থাকতে পারে না, ভাবলো রানা। আলো ফেললো নিচের দিকে। সাংঘাতিক পোড়া তালগোল পাকানো হু'টো মাংসপিণ্ড, যা এককালে ছু'টো মানুষ ছিলো, পড়ে আছে একটা ফ্লোর-বোর্ডের ওপর। কয়েকটা লাশ ডিঙিয়ে ওদু'টোর কাছে এগিয়ে গেলো রানা। মনের সমস্ত জোর একত্রিত করে উবু হলো। বাঁ হাতে ঠেলে ফ্লোরবোর্ডের ওপর থেকে সরালো পোড়া মাংসপিণ্ড-দু'টোকে। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলো একবার। বাঁ হাতেই ফ্লোরবোর্ডের ঢাকনা ধরে টান দিলো।

ছোটখাটো একটা সুপারমার্কেট বসানোর তাল করেছিলো যেন কেউ। অসংখ্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে ঠাসা ফ্লোরবোর্ডের ভেতরটা। বিভিন্ন পাত্রে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ড্রাই স্যুপের প্যাকেট, গরুর মাংস, ফল, শাকসব্জি—এই বরফের দেশে মানুষের দেহে প্রয়োজনীয় ভিটামিন আর প্রোটিন সরবরাহ করতে পারে, এমনি সব ধরনের খাবারই আছে ওখানে। ছোট একটা প্রেশার-স্টোভ আর কয়েক গ্যালন কেরোসিনও আছে। পাত্রগুলোর পাশে দুই সারিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে চকচকে নাইফ সেল, চল্লিশটা।

এখানে যা দেখার দেখা হয়ে গেছে। ফ্লোরবোর্ডের ঢাকনাটা আবার নামিয়ে রাখলো রানা। বেরিয়ে এলো ল্যাবরেটরী থেকে।

আবার আবহাওয়া অফিসে এসে ঢুকলো সে। মেটাল কেবিনেট-গুলোর পেছনের ফাঁপা বোর্ড সরিয়ে ভেতরটা দেখলো। যা আশা করেছিলো, নেই, কিন্তু একটা অদ্ভুত জিনিস পেলো। একটা ছয় ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি সবুজ রঙ করা ধাতব বাক্স। একটা গোল কনট্রোলার বসানো, সুইচ এবং টিউনার দু'টোরই কাজ করে। দু'টো গ্লাসড্-ইন

ডায়ালও বসানো আছে, কিন্তু কোনো ধরনের চিহ্ন বা নম্বর নেই। বাক্সের এক পাশে একটা ছিদ্র, পিতলের পাতে ঢাকা।

সুইচ টিপে দিলো রানা। সবুজ আলো জ্বলে উঠলো একটা ডায়ালে। অন্য ডায়ালটায় কোনো পরিবর্তন নেই। এটা এক ধরনের ম্যাজিক আই টিউনিং ডিভাইস, বুঝলো রানা। কণ্ট্রোল ঘুরিয়ে টিউ-নিং করতে লাগলো সে, কিন্তু কোনো কিছুই ঘটলো না। তার মানে দ্বিতীয় ডায়ালটাকেও জ্যান্ত করে তুলতে হবে। কিন্তু কি করে? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখলো সে। ছিদ্রটায় টেলিফোনের স্ট্যাণ্ডার্ড প্লাগের পিন খাপে খাপে ঢুকে যাবে, বোঝা যাচ্ছে। এই ধরনের জিনিস খুবই দুর্লভ, কিন্তু এর সঙ্গে রানার পরিচয় আছে। আমেরিকানরা একে বলে 'সারাহ' ডিভাইস। রেডিও সিগনালের দিকনির্ণয় করতে এর তুলনা হয় না। বিজ্ঞানীরা এটা ব্যবহার করেন অন্য কারণে। কোনো মহাকাশ-ফেরতা স্পেস ক্যাপসুল সাগরের কোথায় এসে পড়লো খুঁজে বের করেন তাঁরা এই যন্ত্রের সাহায্যে।

কিন্তু এই জিনিস কি কাজে ব্যবহৃত হতো আইস স্টেশন নভে-লিতে? আমেরিকানরা কোথায় রকেট কিংবা মিসাইল ছুঁড়ছে, খুঁজে বের করার কাজে লাগতো ইলেকট্রোনিক মনিটর, সহায়তা করতো বেলুন-এরিয়াল, কিন্তু এই ক্ষুদে স্মল-রেঞ্জ জিনিসটা কি কাজে লাগতো, বোঝা যাচ্ছে না।

টেবিলে রাখা পোর্টেবল রেডিও ট্র্যান্সমিটার আর তার পাশের ক্ষয়িত-শক্তি নাইফ সেলগুলোর দিকে চাইলো একবার রানা। ডায়া-লিং কাউন্টারে ওয়েভ ব্যাণ্ড শো করছে এখনো নির্দেশক-কাঁটা, এই ওয়েভ লেংথেই লেনিনগ্রাদে সিগনাল পাঠিয়েছে রেডিও অপারেটর। এগিয়ে গেলো রানা। নাইফ সেলগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিলো।

নতুন কিছুই নেই। সারি দিয়ে বসিয়ে সিরিজ কানেকশন করা হয়েছে ব্যাটারীগুলোকে। নিকেল-ক্যাডমিয়াম সেলগুলোর পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টিকারী রবারকোটেড তারের দস্তা-মোড়ানো মাথা নিয়ে আটকানো হয়েছে রেডিও টারমিনালের সঙ্গে। পেঁচিয়ে কিংবা ঝালাই করে নয়, আটকানো হয়েছে শক্তিশালী স্প্রিং-লোডেড স-টুথ ক্লিপ দিয়ে। লিলিপুট-কুমিরের চোয়ালের মতো অবিকল দেখতে এই ক্লিপ। চমৎকার জিনিস। বিদ্যুৎ-শক্তি সামান্যতম অপচয় হবার জো নেই এই ক্লিপ ব্যবহার করলে।

ক্লিপ দু'টো খুলে নিলো রানা। টর্চের আলো ফেলে নুয়ে ভাল-মতো পরীক্ষা করে দেখলো টারমিনাল। ক্লিপের দাঁতের দাগ আছে টারমিনালের গায়ে, অতি সূক্ষ্ম।

আবার গিয়ে ল্যাবরেটরীতে ঢুকলো রানা। লাশ ডিঙিয়ে গিয়ে ফ্লোরবোর্ডের ঢাকনা তুললো। বসে পড়ে টর্চের আলোয় পরীক্ষা করতে লাগলো নাইফ সেলগুলোকে। সেলের ক্যাপ এবং তলার পর্দায় তীক্ষ্ণ ধাতব কিছুর খোঁচা কিংবা ঘষা লাগার চিহ্ন বর্তমান। তারমানে ওগু-লো ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও খুবই অল্প সময়ের জন্যে, কিন্তু ব্যব-হার হয়েছে ঠিকই।

কয়েকটা ব্যাটারী তুলে পরীক্ষা করে দেখার পর আবার ওগুলো আগের জায়গায় রেখে দিতে গেলো রানা। হাত থেকে খসে পড়লো একটা ব্যাটারী, ফ্লোরবোর্ডের মেঝেতে পড়ে ফাঁপা আওয়াজ হলো। আরে, নিচে আরো কুঠুরী আছে মনে হচ্ছে!

জিনিসপত্র সরিয়ে ধাতব মেঝেটা নিয়ে টানাটানি করতেই উঠে এলো ওটা, আসলে মেঝে নয়, আরেকটা ঢাকনা। নিচে আরেকটা কুঠুরী আছে। সিলিণ্ডারের মতো জিনিসটা পাওয়া গেলো ওখানেই।

ছত্রিশ ইঞ্চি মতো লম্বা আর ছয় ইঞ্চি ব্যাস। পিতলের স্টপকক আছে, প্রেশার গজ শো করছে 'ফুল'। ওটার পাশেই পড়ে আছে একটা প্যাকেট, আঠারো বাই আঠারো ইঞ্চি এবং চার ইঞ্চি পুরু। ওপরে স্টেনসিল করে লেখা : 'রেডিও সনডে বেলুনস'। খাবার-দাবার, ব্যাটারী, হাইড্রোজেন সিলিণ্ডার, বেলুন—বাহ্! চমৎকার সব জিনিস!

এখানে যা দেখার দেখে নিয়েছে। সব কিছু আবার আগের মতো গুছিয়ে রাখলো রানা। তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে। বাংকহাউসের দিকে রওনা দিলো।

বরফের দেশে আঁধার নেমেছে। এতক্ষণ উত্তেজনার মধ্যে ছিলো বলে খেয়ালই করেনি, এখন ঠাণ্ডাটা টের পেলো রানা হাড়ের মধ্যে। বাইরে বেরোনোর এক সেকেণ্ডের মধ্যেই হি হি করে কাঁপতে লাগলো। দ্রুত পা চালিয়ে এসে ঢুকলো বাংকহাউসে। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে। বিশাল হীটারটার ওপর এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো সে।

হাত-পা-গা কিছুটা গরম করে নিয়ে আবার উঠলো রানা। টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়লো আবার। গতি বেড়েছে বাতাসের। ঠাণ্ডার সুঁচগুলো আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। গরম পোশাকের ফাঁক দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে, বিঁধছে জায়গামতো।

পরের বিশ মিনিটে পুরো ক্যাম্প এলাকাটায় টর্চ হাতে আধ ডজন বার চক্কর দিলো রানা। প্রতিটি চক্করে কয়েক গজ করে ব্যাস বাড়ালো। ছয়বার চক্কর দিয়ে মাইলখানেক পথ অতিক্রম করেছে রানা, চিবুকে ফ্রস্ট-বাইটের হালকা আক্রমণ অনুভব করছে এখন। আচমকা সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে চামড়া, তারমানে পাকাপোক্তভাবে কামড় বসাতে যাচ্ছে ঠাণ্ডা। আর দেরি করলে অসুবিধা হবে। ফিরলো রানা। দ্রুত পা চালালো ক্যাম্পের দিকে।

বাংকহাউসের দিকে চলার পথে আবহাওয়া অফিস আর ল্যাবরেটরীর পুব পাশ দিয়ে যাবার সময় টর্চের আলোয় অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লো বলে মনে হলো রানার। আবহাওয়া অফিসের পশ্চিম দেয়ালের নিচে এক জায়গায় বরফ একঘেয়ে ধূসর-শাদা নয়, মাঝে মাঝে কালো কালো ছোপ দেখা যাচ্ছে। কোনো দাগই এক বর্গ ইঞ্চির বেশি বড় নয়। এগিয়ে গেলো রানা। বরফের এক ইঞ্চি নিচে সেঁধিয়ে আছে জিনিসগুলো। টর্চের আলোয় ঘোলাটে বরফের নিচ থেকে দেখা যাচ্ছে, পরিষ্কারই বলতে হবে। আবহাওয়া অফিসের দেয়ালে আলো ফেললো রানা। তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করলো। কিন্তু না, দেয়ালের কোথাও নেই কালো দাগ।

আবহাওয়া অফিসের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো আবার রানা। বেশিক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতে হলো না, একটা হাতুড়ি আর স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে বেরিয়ে এলো। কালো দাগওয়ালা বরফের একটা চাঙড় তুলে নিলো হাতুড়ি আর স্ক্রু-ড্রাইভারের সাহায্যে। সোজা নিয়ে চলে এলো বাংকহাউসে।

মিনিট দশেক চেষ্টা করে হীটারের পাশে ফেলে রেখে পুরো গলিয়ে ফেলা গেলো বরফের চাঙড়। পানির সরু একটা ধারা এঁকেবেঁকে বইলো বাংকহাউসের মেঝেতে। হীটারের উত্তাপের সীমানা ছাড়িয়েই আবার বরফ হয়ে গেলো পানির ধারা। কালো দাগটা কিন্তু আসলে দাগ নয়, পোড়া কাগজের টুকরো। হীটারের পাশেই পড়ে আছে। ঘরের বাইরে বরফের মাঝে পোড়া কাগজের টুকরো। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিকই মনে হলো রানার কাছে।

এতক্ষণে দু'জন অজ্ঞান লোকের দিকে নজর দেবার সময় পেলো রানা। এগিয়ে গিয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখলো। কম্বলের তলায়

গরমই আছে ওদের শরীর। দেখে মনে হয় আরামে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু ডাক্তার না হলেও এটুকু বোঝার শক্তি আছে রানার, আগামী চব্বিশ ঘন্টায় ওদেরকে স্থানান্তরিত করার ঝুঁকি নেয়া যাবে না। এই প্রথম মনে পড়লো তার, লেনিনগ্রাদ থেকে লোক পাঠাননি কমাণ্ডার।

আসলে রাইকভও বুঝতে পেরেছেন, শুধু বসে বসে ভাবার জন্যে একাকী বাংকহাউসে রয়ে যায়নি রানা, কিছু একটা করবে। যার জন্যে একাকী থাকার প্রয়োজন অনুভব করেছে সে। এটা বুঝতে পেরেই যমজ ভাইদের কাছে বসে থাকার লোক পাঠাননি। অনুমান করেছেন, ডাকবে রানা।

ঠিকই ডাকলো রানা। ফোন তুলে লোক আসতে দেরি হচ্ছে কেন জানতে চাইলো সে। লেনিনগ্রাদ থেকে ছ'জন নাবিক এসে পৌঁছতেই জাহাজে ফিরে গেলো।

ছয়

বিষণ্ণ এক বিকেল। কেমন যেন থমথমে ভোঁতা পরিবেশ লেনিনগ্রাদের ভেতর। এতদিন উত্তেজনার ভেতর কাটিয়েছে জাহাজের প্রতিটি লোক, ভেবেছে, আইস স্টেশন নভেলির কথা। এখন স্টেশনের খোঁজ মিলেছে, আহতদের উদ্ধার করে জাহাজে নিয়ে আসা হয়েছে। এমনিতেই সাব-মেরিনে জীবন খুব একটা স্বাভাবিক বা আনন্দের নয়, তার ওপর এই

বরফের দেশে অনিশ্চিত অবস্থার মাঝে কতগুলো পোড়া-আধপোড়া, ফ্রস্ট-বাইটের শিকার রোগীকে জাহাজে নিয়ে হালকা পরিবেশ আশাও করা যায় না। তাছাড়া ক্রুদের অনেকেরই বন্ধু টর্পেডোম্যান বুলিনের মৃত্যু হয়েছে মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে। এখনো জাহাজেই আছে লাশটা। লোকেরা জানে, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আরো তিনটে লাশ। ক্রুদের কেবিনে রেডিও বাজছে না, টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখার মতো মনের অবস্থা কারো নেই। পুরো জাহাজটাকে একটা বিশাল আলোকিত কবরের মতো মনে হচ্ছে।

রুস্তভকে তার কেবিনেই খুঁজে পেলো রানা। বাংকের কিনারে চুপ করে বসে আছে লেফটেন্যান্ট, পরনে এখনো ফারের ট্রাউজার, কঠিন শীতল চেহারা। নীরবে বসে বসে রানাকে পারকা খুলতে দেখলো রুস্তভ। খালি শোলডার হোলস্টারটা খুলে নিয়ে পারকার সঙ্গে হুকে ঝুলিয়ে রাখলো রানা। ট্রাউজারের পকেট থেকে পিস্তলটা বের করতেই হঠাৎ কথা বললো রুস্তভ, 'ওগুলো খুলো না, ডাক্তার। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।'

'কোথায় যাচ্ছো...'

'কবর দিতে। নভেলির পোড়া লাশগুলোর কথা ভুলে গেলে? ওদেরকে কবর দিতে হবে না? কি হতভাগা বেচারারা। দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, আত্মীয়স্বজন কেউ দেখলো না, কফিন নেই, কারো চোখের পানি নেই; ক'জন হতচ্ছাড়া নাবিক গিয়ে ক্রো বার দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত করে তার ভেতরে শুইয়ে দিয়ে আসবে,' ঘড়ি দেখলো সে, 'এতক্ষণে গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে নিশ্চয়।'

'কই, বাইরে কাউকে তো দেখলাম না।'

'খেয়াল করোনি হয়তো। পশ্চিম দিকেই গেছে ওরা?'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। একই কথা ভাবছে ছ'জনে। মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে পোড়া বিকৃত লাশগুলোর চেহারা।

খাপে পোরা রানার ওয়ালথারটার দিকে তাকালো একবার রুস্তভ। দাউ দাউ আগুন জ্বলছে চোখের মণিতে। চাপা, কঠিন, ঠাণ্ডা গলায় বললো সে, 'শূয়োরের বাচ্চা! রানা,' কেমন যেন ছটফট করে উঠলো রুস্তভ, 'ওই শয়তানের বাচ্চা এখনো এই জাহাজেই আছে, না? প্লীজ, শুধু নামটা বলো, কে?'

'জানলে তোমার অপেক্ষায় থাকতাম?' নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠলো ওর ঠোঁটে। কথার মোড় ঘোরালো, 'হ্যাঁ ভালকথা, রুডেনকো রোগী-দের কেমন দেখাশোনা করছে?'

'ভালোই। একটু আগে ওর ওখান থেকে এসেছি।'

হাত বাড়িয়ে হোলস্টার থেকে আবার পিস্তলটা বের করে নিলো রানা, আবার ক্যারিবু ট্রাউজারের পকেটে ভরে রাখলো।

শান্ত কণ্ঠে বললো রুস্তভ, 'এখানেও?'

'এখানেই এখন বেশি দরকার এটা।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো রানা। সার্জারির দিকে চললো। আর্ট গ্যালারির রঙীন একটা কার্টুন ছবির দিকে পেছন করে নিজের টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছে রুডেনকো। একটা খোলা বইয়ের পাতায় মন বসানোর চেষ্টা করছে। পেছনে দরজা বন্ধ করার শব্দে ফিরে চাই-লো সে।

'কি খবর?' স্তূপকরা পুরোনো কাপড়গুলোর দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ইনটারেস্টিং কিছু নেই। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। দেখুন আপনি কিছু পান কিনা।'

মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে আহতদের গা থেকে খুলে নেয়া কাপড়চোপড়। ভাঁজ করে প্রতিটির গায়ে নিখুঁত লেবেল আটকানো হয়েছে। কাপড়ের গাদার পাশে কয়েকটা ছোট অ্যাটাচি কেস, আর কিছু পলিথিনের ব্যাগ রাখা। ওগুলোতেও লেবেল লাগানো।

'যমজ দুই ভাইয়ের খবর কি?'

'ভালোই দেখে এসেছি। তবে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না,' কাপড়ের গাদার কাছে এসে বসে পড়লো রানা। জানে কিছু পাবে না, তবু একটা একটা করে প্যান্ট-শার্ট তুলে নিয়ে পকেট হাতড়ালো। কিছু নেই। লাইনিঙের প্রতিটি ইঞ্চি টিপেটুপে দেখলো, নেই ওখানেও। অ্যাটাচি আর পলিথিনের ব্যাগগুলো খুঁজলো। খুঁজে দেখলো আহতদের ব্যক্তিগত প্রতিটি জিনিস, শেভিং কিট, চিঠিপত্র, ফটোগ্রাফ, গোটা তিনেক ক্যামেরা। ক্যামেরার চেম্বার খুলে ভেতরটা দেখলো, খালি। চোখ তুলে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'ডাক্তার জ্যাকভের মেডিক্যাল কেসটা ওর সঙ্গেই আছে?'

'কাউকে আপনি বিশ্বাস করেন না, না? এমনকি একজন ডাক্তারকেও না?'

'না।'

'আমিও না, হাসলো রুডেনকো। ঠোঁট দু'টো সামান্য ফাঁক হলো শুধু। 'আপনার ইভিল ইনফ্লুয়েন্স। জ্যাকভের ব্যাগটা এক ফাঁকে পরীক্ষা করে দেখেছি আমি। ভেতরের প্রতিটি জিনিস দেখেছি। এমনকি তলার পুরু চামড়ার আস্তরণও টিপেটুপে দেখেছি। সন্দেহজনক কিছুই নেই।'

'আমাকে আর হাতড়াতে হবে না তাহলে। তা আপনার রোগীরা কেমন আছে?'

'রোগী মানে তো পুরো এক হাসপাতাল। নয়জন···না না··· এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বললো রুডেনকো, 'দশ। ভালোই আছে। নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেছে, এই স্বস্তিতেই অর্ধেক রোগ সেরে যায়।' হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা কার্ডগুলো কাছে টেনে এনে সবচেয়ে ওপরেরটা তুলে নিলো। দেখতে দেখতে বলে গেলো, 'ক্যাপ্টেন কুমারভের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। ভয়ের কিছু অবশ্য নেই, কিন্তু তার মুখের পোড়া ক্ষতগুলো সত্যিই জঘন্য হয়ে উঠেছে। তার ওপর ফ্রস্ট-বাইট। ডকে পৌঁছেই মস্কোয় প্লাস্টিক সার্জনের কাছে পাঠাতে হবে। দুই যমজ দিয়েচ-এর অবস্থা তো জানেনই। সুবিধে এই, যে বেশি পোড়েনি ওরা। নভেলির মেট-অফিসার দু'জনও তেমন পোড়েনি। কিন্তু ক্ষুধা আর শীতে সাংঘাতিক কাহিল হয়ে পড়েছে। উপযুক্ত খাবার খেয়ে, গরম কম্বলের তলায় শুয়ে বিশ্রাম নিলে আগামী দু'দিনেই সেরে উঠবে, আশা করছি। কসমোপভ, আরেকজন মেট অফিসার, এবং ল্যাব টেকনিশিয়ান সের্গেই বুয়েলের অবস্থা ওদের সবার চেয়ে ভালো। মডারেট বার্নস্, মডারেট ফ্রস্ট-বাইট। দেখে পরিষ্কারই বোঝা যায়, শীত আর ক্ষুধা কাহিল করতে পারেনি এদের দু'জনকে। অথচ দুই যমজ···যাকগে, একেক জনের সহ্য ক্ষমতা একেক রকম। বাকি—সিনিয়র রেডিও অপারেটর রুডিন, ডাক্তার জ্যাকভ, বাবুর্চি আনাতালি, ট্রাক্টর ড্রাইভার আলেক্সি···ও বলতে ভুলে গেছি, জেনারেটরের দেখাশোনাও সে-ই করতো···এই চারজনের বেশ কয়েক জায়গায় পুড়েছে, ফ্রস্ট-বাইটও ছাড়েনি। একটু দুর্বল অবশ্যই, কিন্তু শীঘ্রিই খাড়া হয়ে উঠবে। বয়স কম এদের চারজনেরই, গায়ে গতরেও তাগড়া জোয়ান। আসলে শয্যাশায়ী বলতে ক্যাপ্টেন কুমারভ আর যমজ দুই ভাই, এই তিনজনেই।' একটু থেমে আবার এদিক ওদিক

দেখে নিলো ডাক্তার। তারপর গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললো, 'আপনার দোস্তের তো বেড়ালের জান। কিছুতেই মরতে চান না। আশা করছি, খাড়া হতে বেশি দিন লাগবে না। বড়জোর সাত দিন। কিরিমের বেঁচে যাওয়াটা একটা অলৌকিক ব্যাপারই বলতে হবে। মুসলিমদের একটা প্রবাদ আছে শুনেছি: রাখে আল্লা মারে কে! প্রবাদটা ফলে যাচ্ছে আজামাত কিরিমের বেলায়। গুলি, শীত, আগুন—সব কাটিয়ে বেঁচে থাকবেন বলে যেন জেদ ধরেছেন ভদ্রলোক।'

দরজায় নক করে উঁকি দিলেন কমাণ্ডার রাইকভ। রানাকে দেখে বললেন, 'ফিরে এসেছেন?' তারপর রুডেনকোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছোট্ট একটা সমস্যা, ডাক্তার।' পেছনে তাকিয়ে সরে জায়গা করে দিলেন কমাণ্ডার। পেছন থেকে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো আইস স্টেশন নভেলির বাবুর্চি আনাতালি। রাশিয়ান নৌ-বাহিনীর পোর্ট অফিসারের পোশাক পরনে, আর কোনো পোশাক তার গায়ে ফিট হচ্ছে না হয়তো। বাবুর্চিকে দেখিয়ে বললেন রাইকভ, 'কি করে জানি শুনে ফেলেছে ও, বাইরে এক অনুষ্ঠানে যাচ্ছি আমরা। ব্যস, এসে ধরেছে আমাকে। মৃত সঙ্গীদের শেষ বিদায় জানাতে যাবেই। মানা করি কি করে বলো? এমনিতেই শরীর খারাপ। অবশ্য তুমি যদি অমত...'

'আমি একেবারেই রাজি নই, ক্যাপ্টেন,' বেশ জোরের সাথেই অমত প্রকাশ করলো রুডেনকো।

'আপনার অমতে কিছুই এসে যায় না, ডাক্তার,' বাবুর্চির ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দিলো রেডিও অপারেটর রুডিন। 'আমরা যাচ্ছি। বিশেষ করে আমাকে তো কিছুতেই ঠেকাতে পারবেন না। মিশকা সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো আমার।'

'জানি, কেমন লাগছে আপনাদের,' সহানুভূতি ঝরলো রুডেনকোর কণ্ঠে, 'কিন্তু শরীরের যা অবস্থা! শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজে কিছুতেই মত দিতে পারি না। মহা সমস্যায় ফেললেন দেখি আমাকে!'

'আমি এই জাহাজের ক্যাপ্টেন,' মোলায়েম গলায় বললেন কমাণ্ডার, 'ডাক্তারের কথা নাহয় শুনলে না তোমরা, কিন্তু আমার আদেশ তো আর অমান্য করতে পারবে না।'

'আপনি আমাদের মহা সমস্যায় ফেলছেন, কমরেড ক্যাপ্টেন,' বললো রুডিন, 'কিন্তু দলবেঁধে এসে আপনার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করছি না আমরা, কমরেড, করজোরে আরজি জানাচ্ছি।'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে চাইলেন কমাণ্ডার, 'আরেকজন ডাক্তারের মতামত শোনা যাক?'

'ডাক্তার রুডেনকোর নির্দেশ অমান্য করা উচিত হবে না ওদের,' বললো রানা। 'কিন্তু সামান্য ব্যাপারে জাহাজে সিভিল-ওয়র বাধিয়েও লাভ নেই। পাঁচ-ছ'দিন যখন টিকে থাকতে পেরেছে ওরা, আরো কয় মিনিট বাইরে কাটালে মরে যাবে না।'

'বেশ,' স্বস্তির শ্বাস ফেললেন কমাণ্ডার, 'কিন্তু যদি এদের কারো কিছু হয়, আপনি দায়ী থাকবেন, ডক্টর মাসুদ রানা।'

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে একেবারেই অনুপযুক্ত জায়গা আইস ক্যাপ। কিন্তু এখানে, এই দুর্গম বরফের দেশে ড্রাম বাজিয়ে কফিন-শোভাযাত্রা আশাও করে না কেউ। লেনিনগ্রাদের আরামদায়ক উষ্ণতা থেকে বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হঠাৎ বেরিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই থরথর কাঁপুনি উঠলো ওদের। গাঢ় থমথমে অন্ধকার চারদিকে। বাতাসের বেগ আরো বেড়েছে। আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে তুষার-কণা। বাতাসের গতি

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদ নৃত্য শুরু হয়েছে তুষারেরও।

লেনিনগ্রাদের সার্চ লাইটের তীব্র আলো ভৌতিক ওই পরিবেশকে আরো ভৌতিক ঘোলাটে নাটকীয় করে তুলেছে। বরফ খোঁড়া গর্ত-গুলোকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে শোকার্তরা, মাথা নিচু। তাদের পায়ের কাছে গর্তে ক্যানভাস মোড়ানো লাশগুলো পড়ে আছে। বাইবেলের একটি শ্লোকও উচ্চারিত হলো না, বিড় বিড় করে কিছু বললেন কমাণ্ডার, কিন্তু তুষার মেশানো ঝড়ো বাতাসের সাঁই সাঁই শব্দের জন্যে কিছুই বোঝা গেলো না।

হঠাৎই শেষ হয়ে গেলো সব কিছু। রাইফেল-স্যালুট নেই মৃতের সম্মানে, বিউগলের করুণ আওয়াজ নেই, শুধু নিঝুম শূন্যতার মাঝে ঝোড়ো বাতাসের আর্তনাদ। দ্রুত কাজ সমাধা করলো মৃতের হিতা-কাঙ্খীরা। তাড়াতাড়ি কিছু বরফের টুকরো গর্তে ফেলে কর্তব্য শেষ করলো। ক্যানভাসের বেশির ভাগই উন্মুক্ত রয়ে গেছে। কিন্তু জানে ওরা, বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টা। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তুষারে ঢেকে যাবে গর্ত, কঠিন বরফে রূপ নিয়ে গর্তের চিহ্ন মুছে দেবে চিরতরে। বরফের ওই কবরে কে জানে কতদিন একই ভাবে রয়ে যাবে লাশগুলো। এখন যেভাবে রেখে যাওয়া হচ্ছে, ঠিক তেমনি ভাবেই। হয়তো, কে জানে, হাজার বছর পরে কোনো একদিন কোনো কারণে বরফ সরে আসবে ওখান থেকে খোলা সাগরে, গলে যাবে, টুপ করে বরফের কবর থেকে পানিতে খসে পড়বে লাশগুলো, তলিয়ে যাবে মেরু-সাগরের নিচে।

জীবনে বিষণ্ণ করুণ পরিবেশ অনেক দেখেছে রানা, কিন্তু এমনটি দেখেনি কোনদিন। মনেপ্রাণে প্রার্থনা করছে সে, আর যেন কোনদিন দেখতে না হয়। ভয়ংকর একটা চাপা আক্রোশ ফুঁসছে তার বুকের

ভেতর। নিজের অজ্ঞান্তেই কঠিন হয়ে উঠেছে চোয়াল। কতখানি অমানুষ হলে এমন কাজ করতে পারে মানুষ? হাজার 'ইজম' এর দোহাই দিলেও রানা কোনদিন মানতে পারবে না এই অন্যায়, এই অমানুষিকতা—না কমিউনের, না ক্যাপিটালের।

মাথা নিচু করে, তুষার-মেশানো বাতাসের আক্রমণ এড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে জাহাজের দিকে রওনা দিলো ওরা। বরফের গায়ে ঠেকে থাকা সাবমেরিনের সেইলের ছাদ বরফ-সমতল থেকে বিশ ফুট উঁচুতে। প্রায় খাড়া এই সেইলের ছাদে ওঠার জন্যে লোহার সিঁড়িতে হ্যাণ্ড-গ্রিপ অবশ্যই আছে। দড়িও ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে পাশাপাশি, বাড়তি সুবিধের জন্যে। কিন্তু তবু উপরে ওঠা এখন ভয়ানক বিপজ্জনক। বরফ জমে জমে পিচ্ছিল হয়ে আছে লোহার সিঁড়ি, হ্যাণ্ড-গ্রিপ। জমে লোহার শিকের মতো কঠিন হয়ে আছে দড়ি। ওদিকে ঝোড়ো বাতাসের দাপট। সিঁড়ি বেয়ে সেইলে উঠতে গিয়ে যে-কোনো মুহূর্তে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

ঘটলোও।

একের পর এক উঠে যাচ্ছে ওরা সিঁড়ি বেয়ে। ছয় ফুট মতো উঠেছে রানা, তার ঠিক নিচেই ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান সের্গেই বুয়েল। একটা হাত পুড়ে গেছে, কাজেই একা পিচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব। ওপরে থেকে তাকে উঠতে সাহায্য করছে রানা। এই সময় মাথার ওপরে একটা চাপা চিৎকার শোনা গেলো।

ওপর দিকে তাকালো রানা। অন্ধকারে, মনে হলো সেইলের কিনারে দাঁড়িয়ে ভারসাম্য রক্ষার জন্যে প্রাণপণ লড়ছে একটা ছায়া। কিন্তু পারলো না। পিছলে নিচে পড়তে শুরু করেছে ছায়াটা। বিপদের গন্ধ পেয়ে গেছে রানা। চকিতে অনুমান করে নিলো, ছায়াটা বুয়েলের

ওপর এসে আছড়ে পড়তে পারে। তাহলে বুয়েলকে নিয়ে গড়িয়ে পড়বে নিচে। টেকনিশিয়ানের কব্জিতে হাতের চাপ বাড়ালো রানা, হ্যাণ্ড-গ্রিপ ধরলো যতোটা সম্ভব আরো শক্ত করে।

রানার মাথা আর পিঠের কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে তীব্র গতিতে গিয়ে নিচে বরফে আছড়ে পড়লো ভারি কিছু। ময়দার বস্তা পড়ার মতো একটা চাপা শব্দের পর পরই শোনা গেলো তীক্ষ্ণ আরেকটা আওয়াজ। প্রথমে দেহ, তারপরে মাথা, ভাবলো রানা। হয়তো অনুমানই—নিশ্চিত হতে পারলো না সে, এই হু'টো শব্দের পর পরই অস্পষ্ট আরো একটা শব্দ শুনতে পেলো বলে মনে হলো তার।

রানার ঠিক ওপরের লোকটাকে ডেকে বুয়েলের হাতটা ধরিয়ে দিলো রানা, তারপর পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে এলো। যে-ই পড়েছে, কপালে হুঃখ আছে তার। সেইলের ছাদ থেকে এখন নিচের বরফে পড়া আর দোতালার ছাত থেকে কংক্রিটের মেঝেতে আছড়ে পড়া সমান কথা।

রানা বুয়েলের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে দিতেই নিচে নেমে গেছে রুস্তভ। রানা সেখানে পৌঁছানোর আগেই টর্চ জেলে ফেলেছে সে। দেখলো রানা, একটা নয়, হু'টো দেহ পড়ে আছে বরফের ওপর। নিথর, নিস্তব্ধ, কোনো নড়াচড়া নেই। ডাক্তার রুডেনকো আর ডাক্তার জ্যাকভ।

'কি হয়েছিলো, দেখেছো?' রুস্তভকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'না। খুব বেশি তাড়াতাড়ি ঘটে গেছে। এটুকু খেয়াল করেছি, ওপরে উঠেছিলো রুডেনকো। কোনো কারণে পড়ে গেছে, পড়ার সময় জ্যাকভকে নিয়ে পড়েছে। আমার পাশেই ছিলো জ্যাকভ।'

'তার মানে রুডেনকোর জান বাঁচিয়ে দিলো জ্যাকভ। ও নিচে পড়েছে, তার ওপর পড়েছে রুডেনকো। ছাদ থেকে সরাসরি নিচে পড়লে ছাতু হয়ে যেতো তোমাদের ডাক্তার। তা স্ট্রেচারের জন্যে বলতে হয়

এখন। দড়িতে স্ট্রেচার বেঁধে ওদের ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে তুলতে হবে।'

'কেন, হুঁশ ফিরবে না ?'

'একজনের ফিরবে, কিন্তু অন্যজনের একটু দেরি হবে। কোন্‌জন ঠিক জানি না। তীক্ষ্ণ শব্দটা শোনোনি ? বরফে মাথা ঠুকে যাবার আওয়াজ।'

রুস্তভ চলে গেলো স্ট্রেচারের জন্যে। রুডেনকোর পাশে গিয়ে বসলো রানা। ডাফেল কোটের মাথার কাছটা একপাশে সরিয়ে দিলো। মাথার ডান পাশে, কানের ইঞ্চিখানেক ওপরে তিন ইঞ্চি জায়গা নীলচে-কালো হয়ে গেছে। চামড়া ফেটে রক্তও বেরিয়েছে সামান্য, কিন্তু ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে আরো রক্ত বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছে। আর ইঞ্চি দু'য়েক সামনের দিকে আঘাতটা লাগলে, বরফে আরেকটা কবর খোঁড়ার দরকার হতো। রুডেনকোর খুলি অস্বাভাবিক শক্ত, অনুমান করলো রানা।

ঘন ঘন হালকা ভাবে বইছে রুডেনকোর শ্বাস-প্রশ্বাস। তবে নাড়ির গতি ঠিকই আছে। জ্যাকভের অবস্থা রুডেনকোর চেয়ে ভালো। তার অ্যানোরাকের হুড টেনে সরিয়ে দিলো রানা। টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে দেখলো। বাঁ দিকে মাথার খানিকটা জায়গা গোল হয়ে ফুলে উঠেছে। আছড়ে পড়ে বাড়ি খেয়েছে ওখানটাতেই। তার মানে তৃতীয় মৃদু শব্দটা ঠিকই শুনেছে রানা, অনুমান নয়।

দুই বেহুঁশ ডাক্তারকে স্ট্রেচারে বেঁধে নিতে মিনিট দশেক লাগলো। ওদের দু'জনকে ভেতরে নেবার পর সিক-বেতে আরো কিছু কট এনে পাতা হলো। দুই ডাক্তারকে পাশাপাশি শোয়ানো হলো দু'টোতে।

শংকিত কমাণ্ডার রাইকভ রানার পাশে দাড়িয়ে আছেন। প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করলো রানা। প্রথমে ধরলো রুডেনকোকে। ওর ব্যাপারে

যথাসাধ্য করে ধরলো জ্যাকভকে। সবে ক্ষতে আইয়োডিন লাগিয়েছে, এমনি সময় চোখ মেললো জ্যাকভ। মুখ বিকৃত করে চকিতে হাত নিয়ে গেলো মাথার পেছনে। উঠে বসার চেষ্টা করলো, কিন্তু বাধা দিলো রানা।

'ওহ, গড, আমার মাথা!' ককিয়ে উঠলো জ্যাকভ। কয়েকবার চোখ বুজলো-খুললো সে। তারপর একবার মাথা ঝাড়া দিয়ে তাকালো রানার দিকে। সেখান থেকে পাশে ফেরালো দৃষ্টি। রুডেনকোকে দেখে বড় বড় হয়ে গেলো চোখ, বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। ফিসফিস করে বললো, 'বেঁচে আছে তো? কে এমন করলো?'

'কি করলো?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন রাইকভ।

'ডাক্তার রুডেনকোকে আমার ওপর ফেললো কে?'

'মনে করতে পারছেন না?'

'মনে?' অস্বস্তি বোধ করছে জ্যাকভ। 'না, নাতো...' কটে শুয়ে থাকা রুডেনকোর দিকে আবার চোখ পড়তেই থেমে গেলো। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ও··ডাক্তার রুডেনকো পড়েছিলো আমার ওপর।'

'ঠিকই বলেছেন,' বললো রানা, 'ওকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন?'

'ধরার চেষ্টা? না। সময়ই পাইনি। চোখের পলকে ঘটে গেলো ব্যাপারটা। ও আমার ওপর এসে পড়লো, তারপর আর কিচ্ছু মনে নেই,' রুডেনকোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বেশি ব্যথা পেয়েছে?'

'পেতে পারতো। কপাল ভালো, বেঁচে গেছে। আপনারও কপাল ভালো ডাক্তার, মরতে মরতে বেঁচে গেছেন। তা, কষ্ট হচ্ছে খুব?'

'না, তেমন কিছু না,' উঠে বসলো জ্যাকভ, 'আপনাকে সাহায্য করবো?'

'আপনাকে ওসব এখন ভাবতে হবে না,' বললেন কমাণ্ডার রাইকভ, 'খেয়ে নিয়ে ঘুম দিন। পাক্কা বারো ঘন্টা। ওয়ার্ডরুমে খাবার দিতে বলে দিচ্ছি আমি।'

'ঠিক আছে,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে ম্লান হাসলো জ্যাকভ। কট থেকে নেমে দাঁড়ালো। 'বারো ঘন্টা ঘুম সত্যিই দরকার আছে আমার।'

মাথা ঝাড়া দিলো জ্যাকভ। নিজেকে পায়ের ওপর খাড়া রাখার চেষ্টা করছে। একটু সুস্থির হয়ে নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো। চলে গেলো ওয়ার্ডরুমের উদ্দেশে।

'এখন?' দরজা বন্ধ করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইলেন রাইকভ।

'অনুসন্ধান করুন, পড়ার আগের মুহূর্তে রুডেনকোর কাছাকাছি কে ছিলো। ওর জ্ঞান ফিরে এলে অবশ্য ওর মুখ থেকেই জানা যেতে পারে।'

'কি বোঝাতে চাইছেন?' রানার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন কমাণ্ডার।

'ও কি আপনাআপনি পড়েছিলো, নাকি ধাক্কা মারা হয়েছিলো, জানতে হবে না?'

'ধাক্কা!' ভুরু কোঁচকালেন কমাণ্ডার, 'কে? কেন?'

'কে সাত-আটজন লোককে খুন করলো নভেলিতে? কেন?'

'হুঁ।' আর কোনো কথা বললেন না রাইকভ। দীর্ঘ এক মুহূর্ত রানার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন।

রুডেনকোর কাছে একটা চেয়ারে বসলো রানা। কটে শুয়ে থাকা ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে গভীর ভাবে ভাবছে কিছু।

পনেরো মিনিট পরে ফিরে এলেন রাইকভ। ঘরে ঢুকেই পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন রানার সামনে।

'সুবিধে করতে পারেননি,' বললো রানা।

'টেলিপ্যাথি জানেন নাকি আপনি?' ম্লান হাসলেন রাইকভ। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, সুবিধে করতে পারিনি। তবে এটুকু জেনেছি, চীফ টর্পেডোম্যান ফিউদর সুমিপভ রুডেনকোর আগে ব্রিজে পৌঁছে-ছিলো। আচমকা চিৎকার শুনে ঘুরে চেয়েই আবছা দেখতে পায় উল্টে পড়ে যাচ্ছে কেউ। অন্ধকারে কে পড়ছে, ঠিক ঠাহর করতে পারেনি সে। চিৎকারটা অবশ্য রুডেনকোর বলেই মনে হয়েছে সুমি-পভের।'

'উল্টে পড়লো? আশ্চর্য।' আপনমনেই বললো রানা। 'শরীরের বেশির ভাগই সেইলের ব্রিজে উঠে এসেছিলো রুডেনকোর। এই অব-স্থায় উল্টে যাওয়া! পিছলে যেতে পারতো, কিন্তু তাহলেও দু'হাতে কোমিং চেপে ধরে পতন ঠেকাতে পারতো।'

'কোনো কারণে ফিরে চেয়েছিলো হয়তো,' বললেন রাইকভ। 'তাছাড়া সাংঘাতিক পিচ্ছিল হয়ে আছে কোমিং, ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

'রুডেনকো পড়ে যেতেই কিনারে ছুটে এসেছিলো বুঝি সুমি-পভ?'

'হ্যাঁ।'

'দশ ফুটের মধ্যে কাউকে দেখেছিলো?'

'কি করে দেখবে? অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছিলো না, সেতো আপনিও জানেন। দুই ডাক্তার পড়ে যেতেই নিচে টর্চ জ্বেলেছিলো। ওই আলো আরো অন্ধ করে দিয়েছিলো তখন সুমিপভকে। তাছাড়া কে আছে না আছে দেখার চেয়ে, স্ট্রেচার আনার চিন্তাই বড় হয়ে

উঠেছিলো তখন তার কাছে।'

'তারমানে অন্ধকারেই থেকে গেলাম।'

'তাই-ই মনে হচ্ছে।'

রুডেনকোর দিকে তাকিয়ে কি ভাবলো রানা। কমাণ্ডারকে বললো, 'আজ রাতে গ্যাকোর কোনো কাজ আছে?'

'কেন?'

'রুডেনকোকে আজ রাতে পাহারা দেবে।'

'পাহারা!' গলার স্বরে কোনো পরিবর্তন নেই কমাণ্ডারের, তবে দুই চোখের পাতা অতি সামান্য একটু বুজে এলো। 'তার মানে আপনি শিওর, এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়?'

'জানি না, তবে কোনো ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। ভয়ংকর এক কিংবা একাধিক খুনী রয়েছে আমাদের মধ্যে। যদি সত্যিই রুডেনকোর ব্যাপারটা কোনো দুর্ঘটনা না হয়ে থাকে, আবার আঘাত আসবে তার ওপর এবং এবারে আর মিস করতে চাইবে না খুনী।'

'কিন্তু একজন ডাক্তার কার কি বিপদের কারণ হতে পারে? রুডেনকো সম্পর্কে যতোটা জানি আমি, ওর কোনো শত্রু নেই।'

'আপনার প্রশ্নের এখুনি কোনো জবাব দিতে পারছি না, কমাণ্ডার, কিন্তু গ্যাকোকে চাই আমি। রুডেনকোর পাহারায় থাকতেই হবে আজ ওকে।'

'পাবেন,' হাসলেন কমাণ্ডার। 'বেশি তর্ক করলে তো আবার মস্কোর ভয় দেখিয়ে বসবেন।'

রাইকভ চলে যাবার ঠিক দুই মিনিট পরেই এসে হাজির হলো গ্যাকো। হাল্কা-বাদামী রঙের শার্টের ওপরে সাবমেরিন-অফিসারের ওভারল পরেছে। মুখ-চোখ গম্ভীর। তার স্বভাব অনুযায়ী রানাকে

দেখে হাসলো না। রুডেনকোর কটের দিকে একবারও তাকালো না গ্যাকো। সোজা এসে রানার সামনে দাঁড়ালো, 'আমাকে ডেকেছো ?'

'বসো, গ্যাকো।'

গ্যাকো বসলো। তার প্যান্টের একদিকের পকেট উঁচু হয়ে ফুলে আছে। সেদিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'কি ওটা ?'

এবারেও হাসলো না গ্যাকো। বললো, 'সব সময়েই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সঙ্গে রাখতে পছন্দ করি আমি।'

'এই বিশেষ যন্ত্রটা দেখি তো।'

দ্বিধা করলো গ্যাকো। কি ভাবলো, তারপর শ্রাগ করলো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে টেনে বের করে আনলো জিনিসটা। চকচকে ইস্পাতের একটা পাইপ রেঞ্চ।

হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিলো রানা।

'চমৎকার লোক তুমি, গ্যাকো,' বললো রানা, 'মানুষের মাথার খুলি কংক্রিটের তৈরি ভাবছো নাকি ? এটা দিয়ে কারো মাথায় আল-তো করে একটা টোকা দিলেই খুনের দায়ে দড়িতে ঝুলবে তুমি।'

টেবিলে রাখা মেডিক্যাল ট্রে থেকে এক রোল ব্যাণ্ডেজ তুলে নিলো রানা। 'রেঞ্চের মাথায় গজ দশেক জড়িয়ে নিলে কার্যকারিতা কমবে একটু।'

'কি বলছো, ঠিক বুঝতে পারছি না,' যান্ত্রিক শোনালো গ্যাকোর কণ্ঠ।

'বুঝিয়ে দিচ্ছি,' গ্যাকোর অনুপস্থিতিতে এ-পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব বললো রানা সংক্ষেপে। সবশেষে জানালো, 'রুডেনকোকে পাহারা দিতে হবে।'

কিছুই বললো না গ্যাকো। কিন্তু চোখ দু'টো বড় বড় হয়ে গেছে।

ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছে। এই প্রথম রুডেনকোর কটের দিকে চাইলো। তারপর আবার চোখ ফেরালো রানার দিকে।

'তেমন মারাত্মক নয় রুডেনকোর আঘাত,' বললো রানা, 'তবে আজ রাতে হুঁশ না-ও ফিরতে পারে। দ্বিতীয়বারে আর ভুল করতে চাইবে না খুনী, পাকাপোক্ত কাজ করবে।'

নিজেকে আবার স্বাভাবিক করে নিয়েছে গ্যাকো। চেহারার মতোই গলাটাও যান্ত্রিক, 'তারমানে আমাদের দোস্ত আবার আঘাত হানতে চাইবে?'

'চাইবে। আমি, কমাণ্ডার রাইকভ আর লেফটেন্যাণ্ট রুস্তভ ছাড়া এঘরে আর কারো প্রবেশ সহ্য করবে না আজ রাতে। তবে দেখো, মরে না যায় আবার। হুঁশ ফিরলেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে হবে।'

'রেঞ্চের মাথায় দশগজ ব্যাণ্ডেজ জড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছো তাহলে?'

'হ্যাঁ, এই নাও,' রেঞ্চ আর ব্যাণ্ডেজের রোল গ্যাকোর হাতে তুলে দিলো রানা। 'আবার হুঁশিয়ার করছি, মেরে ফেলো না। কানের পেছনে আলতো একটা টোকা, ব্যস। পেছনের ওই পর্দাটার আড়ালে বসে থাকবে।' একটা হাত রাখলো গ্যাকোর কাঁধে। 'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, নভেলিস্তে কিরিমের দেখাশোনা করার জন্যে।'

রোল খুলে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো শুরু করলো গ্যাকো রেঞ্চের মাথায়। প্যাঁচাতে-প্যাঁচাতেই একবার চোখ তুলে চাইলো পাশের কার্টুন-সজ্জিত বাল্কহেডের দিকে। 'ব্যাটা কখন আসবে, কে জানে!'

গ্যাকোকে রেখে বেরিয়ে এলো রানা। খুনী হোক বা না হোক, ওরা তিনজন ছাড়া অন্য যে-ই গ্যাকোর সামনে পড়বে আজ রাতে, কপালে খারাবি আছে তার, ভাবলো রানা। তবে এছাড়া আর কোনো পথ নেই। সব রকমের সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে এখন। মনে

মনে সন্তুষ্ট হলো রানা, জানে না, রুডেনকোকে পাহারা দেবার জন্যে গ্যাকোকে রেখে এসে ভুল করেছে সে। জানে না, ভুল লোককে পাহারা দেবার জন্যে প্রহরী নিযুক্ত করেছে।

এতোই দ্রুত এতোই আচমকা দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটা ঘটলো, সতর্ক হবার অবকাশও পেলো না রানা।

কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র মেডিক্যাল স্টোরেজ রুম থেকে বের করা দরকার। রুডেনকো অজ্ঞান, তাই স্টোরে ঢোকার অনুমতি চাইলো রানা রাইকভের কাছে এবং পেলো।

কিন্তু প্রথমেই স্টোরে না ঢুকে একটা প্রয়োজনীয় কাজ সারলো রানা। স্টেশন নভেলিতে দুই যমজ ভাইকে দেখে ফিরে এলো রাত দশটা নাগাদ। খুঁজে বের করলো সাসকিনকে। তার কাছেই স্টোরের চাবি দিয়ে নিজের কেবিনে গেছেন রাইকভ। নির্জন কন্ট্রোলরুম, শুধু রানার অপেক্ষায় বসে আছে সাসকিন।

আগে আগে চললো সাসকিন, পেছনে রানা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো ওরা ইনারশিয়াল-নেভিগেশন রুমে। এখানে ঢুকলেই কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগে রানার মনে। চারদিকের বিপুল ইলেক-ট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলোর মাঝে নিজেকে একটা ইলেকট্রনিক রোবট বলে মনে হয়।

ইলেকট্রনিক রুমের এক কোণে মেঝেতে একটা বিশাল হ্যাচ, এগিয়ে গিয়ে হ্যাচের লকটা খুললো সাসকিন। রানা আর সে ধরাধরি করে ওপরের দিকে টেনে তুললো ঢাকনিটা। একশো পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজন হবে, অনুমান করলো রানা। একটা স্ট্যাণ্ডিং ল্যাচ-এ ঢাকনির হুক আটকে খাড়া করে রাখা হলো।

ঢাকনির ভেতরের পিঠে পর পর তিনটে আংটা ঝালাই করে লা-

গানো। নিচের সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ওপরে ওঠার সময় এই আং-টাকে সাপোর্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ইস্পাতের মই বেয়ে নেমে গেলো সাসকিন। সুইচ টিপে লাইট জ্বাললো। এরপর নেমে গেলো রানা।

ছোট্ট স্টোর রুম। কিন্তু লেনিনগ্রাদের অন্যান্য ঘরের মতোই জিনিসপত্রে ঠাসা। জিনিসপত্র বলতে এখানে ওষুধ আর মেডিক্যাল সাজসরঞ্জাম, সুন্দর করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা। রুডেনকোর কাজ। প্রতিটি ওষুধের বাক্স, সাজসরঞ্জামের গায়ে নিখুঁত লেবেল আটকানো। তিন মিনিটেই প্রয়োজনীয় সব ওষুধ ইত্যাদি বের করে নিয়ে একটা ব্যাগে ভরে ফেললো রানা। ব্যাগটা সাসকিনের হাতে দিয়ে আগে আগে মই বেয়ে উঠে গেলো।

মইয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে নিচে হাত বাড়ালো রানা। ব্যাগটা এ-গিয়ে দিলো সাসকিন। লাইট নেভালো। মইয়ের গোড়ায় এসে দাঁ-ড়ালো। রানা বেরিয়ে গেলে সে উঠে আসবে।

ব্যাগটা ডান হাতে নিয়ে সাপোর্টিং আংটা ধরার জন্যে বাঁ হাত বাড়ালো রানা। একটা আংটা চেপে ধরলো। চাপ দিয়ে হ্যাচের বাইরে তুলতে গেলো নিজেকে। কিন্তু বেরোনো হলো না। তার পরি-বর্তে একশো পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের ভারি ঢাকনিটা পড়লো দড়াম করে।

এক সেকেণ্ডের কয়েক ভাগের এক ভাগ সময়ে নিজের অজান্তেই মাথাটা নিচু করে ফেললো রানা। তাইতেই বেঁচে গেলো মাথা। যদি সরে আসতে না পারতো, ঢাকনিটা পড়তো তার মাথায়, খুলি ফেটে মগজ বেরিয়ে যেতো এতক্ষণে। বেঁচে গেলো ঠিকই, কিন্তু একেবারে অক্ষত রইলো না। হ্যাচ-কোমিং-এ মাথার এক পাশ ডলা খেলো।

ছড়ে গেলো অনেকখানি জায়গা। আর বাঁ হাতের কব্জি পর্যন্ত চাপা পড়লো কোমিং ও ঢাকনার মাঝখানে।

ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলো রানা। ব্যাগটা ছেড়ে দিয়েছে হাত থেকে। পড়েছে গিয়ে সাসকিনের মাথায়।

'কি, কি হলো, ডাক্তার?' নিচ থেকে সাসকিনের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শোনা গেলো।

'লাইট জ্বালো। এসো, জলদি! ঢাকনি সরাতে সাহায্য করো আমাকে!' দাঁতে দাঁত চেপে বললো রানা।

'মধ্যমা আর কড়ে আঙ্গুল গেছে আপনার, ডাক্তার রানা,' বললো জ্যাকভ। রানার বাঁ হাত নিজের হাতের তালুতে রেখে টিপেটুপে পরীক্ষা করছে।

'মানে?' পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন কমাণ্ডার রাইকভ।

'ভেঙে গেছে। দু'জায়গায়।'

'ঠিক হবে তো?' উৎকণ্ঠা ঝরছে কমাণ্ডারের গলায়।

'তা হবে,' অনিশ্চিত শোনালো জ্যাকভের কণ্ঠ। 'তবে সময় লাগবে।'

আপনমনেই কি বিড় বিড় করলেন কমাণ্ডার। তারপর ঘুরে চাইলেন সাসকিনের দিকে। কঠিন গলায় বললেন, 'তোমার মতো একজন দক্ষ জাহাজী এমন কেয়ারলেস হবে, ভাবিনি! ভালো করেই জানা আছে তোমার, স্ট্যাণ্ডিং ল্যাচে হ্যাচ কভার আটকানোর পর চেক করতে হয়। দেখতে হয় ঠিক আছে কিনা। চেক করোনি কেন?'

'করেছি, স্যার,' বললো সাসকিন। অসহায় বোধ করছে কেমন যেন, অস্বস্তি বোধ করছে। 'ল্যাচ আটকানোর ক্লিক শব্দ পরিষ্কার

শুনতে পেয়েছি। এরপরও টেনেটুনে দেখছি। ঠিকমতোই লেগেছিলো ল্যাচ। হলপ করে বলতে পারি।'

'লেগেছিলো? তাহলে খুললো কি করে?' ধমকে উঠলেন কমাণ্ডার। 'আসলে ভালমতো লাগেনি ল্যাচ। ক্লিক শব্দ হয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু ভালভাবে আটকায়নি। তাই না?'

রানার হাতের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো সাসকিন। কি জবাব দেবে?

এক মুঠো বিভিন্ন ধরনের ট্যাবলেট রানার হাতে তুলে দিলো ডাক্তার জ্যাকভ। 'খেয়ে ফেলুন। আরাম পাবেন। আর এই যে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম, পানি লাগাবেন না,' প্রফেশনাল ভঙ্গিতে কিছু নিয়মমাফিক কথা যান্ত্রিকভাবে বলে গেলো জ্যাকভ। তারপর জিভ কাটলো। 'ছিঃ ছিঃ, একজন ডাক্তারকে এসব কি বলছি!'

'হাঁ, করে দাঁড়িয়ে দেখছো কি?' আবার ধমকে উঠলেন রাইকভ। 'যাও এখান থেকে! যত্তোসব অপদার্থ জুটেছে আমার কপালে!'

মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো বেরিয়ে গেলো সাসকিন। সেদিকে তাকিয়ে যেন নিজেকেই শোনালেন কমাণ্ডার, 'গাফিলতি! কাল সকালে বিচার করবো এর!'

'আমিও যাই, ঘুমোইগে,' নিজের ব্যাগ আর যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে উঠে চলে গেলো জ্যাকভ।

'হয়তো কাল সকালে নয়,' মৃদু কণ্ঠে বললো রানা, 'তারপরের দিন কিংবা আরো কয়েক দিন পরের কোনো সকালে দুর্ব্যবহারের জন্যে সাসকিনের কাছে মাপ চাইতে হবে আপনাকে, কমাণ্ডার।'

'মানে?' সরাসরি রানার চোখের দিকে তাকালেন রাইকভ। ভুরু কুঁচকে গেছে। বরফের মতো শীতল চোখের দৃষ্টি।

'ঝুঁকি নিয়েছিলো কেউ,' বললো রানা। 'তবে বেশি নয়, কারণ ওই সময়ে সাবমেরিনের বেশির ভাগ লোকই ঘুমিয়ে গেছে। কন্ট্রোল রুমও নির্জন ছিলো। সুযোগটা নিয়েছে সে। খাবার সময় আপনার কাছে স্টোর রুমে যাবার অনুমতি চেয়েছিলাম। ওই সময় ওখানে ছিলো সে, আপনি অনুমতি দিয়েছেন শুনেছে। খাওয়া শেষ হলে ঘুমোতে চলে গেছে বেশিরভাগ লোক। আমি গিয়েছি নভেলিতে। সাসকিন চাবি নিয়ে বসে ছিলো আমার অপেক্ষায়। সে ছাড়া দ্বিতীয় আরো একজন বসে ছিলো। আমি স্টেশন থেকে ফিরে এসে সাসকিনকে নিয়ে স্টোর রুমে নেমে গেলে নিঃশব্দে হ্যাচের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সে। ওষুধ নিয়ে আমি আগে উঠে আসবো কি সাসকিন উঠে আসবে, জানতো না সে, ওই জায়গাটায় জুয়া খেলেছে। আমি আগে উঠলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে, আর যদি না-ই আসি, তো তেমন কিছু যায় আসে না। শুধু বুলিনের মতো আরেকটা জীবন অকারণে যাবে। আসলে, আমরা স্টোরে নেমে যাবার পর ল্যাচ খুলে দেয়া হয়েছিলো, কমাণ্ডার।'

'এখুনি যাচ্ছি আমি,' ক্ষেপার মতো বললেন কমাণ্ডার। 'যে-ই কাজটা করে থাকুক, কেউ না কেউ তাকে দেখেছে। তদন্ত করে দেখলে...'

'খামোকা সময় নষ্ট করবেন, কমাণ্ডার,' বাধা দিয়ে বললো রানা। 'অতো অসাবধান নয় সে। তাছাড়া এখুনি হৈ চৈ করলে আমার কাজের ক্ষতি হবে। আরো বেশি সাবধান হয়ে পড়বে সে, ডুব মারবে গভীর পানিতে। তখন তাকে খুঁজে বের করাই কঠিন হবে।'

'তাহলে নভেলির সব ক'টাকে ধরে কোনো কেবিনে তালা বন্ধ করে রাখবো। বন্দরে পৌঁছার আগে ছাড়বো না একজনকেও।'

'সেক্ষেত্রে ভয়ংকর ওই খুনীকে কোনদিনই হয়তো খুঁজে পাবো না। তাকে মুক্ত রাখতে হবে, তার নিজের পথে চলতে দিতে হবে।

অনেক মাথা খাটিয়ে বের করতে হবে আমাদের আসল লোকটিকে।'

'কিন্তু এটা হতে দিতে পারি না। খুনী মুক্ত থাকলে, জাহাজশুদ্ধ সবাইকে বিপদে ফেলতে পারে।'

'এছাড়া আর কোনো উপায় নেই, কমাণ্ডার।'

'কি করতে বলছেন তাহলে?'

'সকালে উঠেই তদন্ত কমিশন বসাবো। জিজ্ঞাসাবাদ করবো নভেলির প্রত্যেকটি লোককে। অবশ্য খুনখারাবির কথা বলবো না কিছু। জিজ্ঞেস করবো কি করে আগুন লাগলো, দুর্ঘটনাটা কিভাবে ঘটলো, ইত্যাদি ইত্যাদি। সতর্ক থাকলে হয়তো প্রয়োজনীয় কিছু আবিষ্কার করেও ফেলতে পারি ওদের কথা থেকে।'

'তাই ভাবছেন, না?' সন্দেহ প্রকাশ করলেন কমাণ্ডার, 'আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনি খুনখারাবির কথা না বললেও খুনী ঠিকই অনুমান করে ফেলেছে আপনি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছেন। নইলে এই আঘাত আসতো না আপনার ওপর।'

'সন্দিগ্ধ হয়েছি বলেই আমাকে খুন করতে চেয়েছে, ভাবছেন?'

'এছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে?'

সেজন্যেই কি ক্লডেনকো মরতে মরতে বেঁচেছে, মনে করছেন? ডাক্তার তো আমার মতো লোক নয়।'

'কি জানি! ওর ব্যাপারটা আসলেই দুর্ঘটনা হতে পারে।'

'হতে পারে,' বললো রানা। 'কিন্তু এর উল্টো ব্যাপারটাই বেশি বিশ্বাস্য মনে হচ্ছে আমার। দেখা যাক, আগামীকাল কিছু আবিষ্কার করতে পারি কিনা। চেষ্টা করে যেতে হবে।'

রানা নিজের কেবিনে ফিরতে ফিরতে মাঝরাত হয়ে গেলো। কৃস্তভ ঘুমে অচেতন। লাইট জ্বালিয়ে তার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটালো না রানা।

কাপড়চোপড় কিছুই খুললো না, শুধু পা থেকে জুতো খুলে ফেললো। বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে একটা কম্বল টেনে নিলো গলা পর্যন্ত।

ঘুমোলো না রানা। ঘুমোতে পারছে না। অসহ্য ব্যথা করছে ভাঙা আঙ্গুলে। দুই বার পকেট থেকে জ্যাকভের দেয়া বেদনা-নাশক ট্যাবলেট বার করলো, দু'বারই না খেয়ে আবার পকেটে রেখে দিলো।

শুয়ে শুয়ে ভাবছে রানা। সিদ্ধান্তে এসে গেছে, কেউ, কোনো কারণে চাইছে না লেনিনগ্রাদে কোনো ডাক্তার থাকুক। কিন্তু কেন? আরো আধ ঘণ্টা নিজের মনের কাছেই উত্তরটা খুঁজলো রানা, তারপর হঠাৎই উঠে বসলো বিছানায়। জুতো পরলো না। মোজা পায়েই রওনা দিলো সিক-বের দিকে।

নিঃশব্দে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো রানা, আবার নিঃশব্দেই ভেজিয়ে দিলো পাল্লা। একটা অল্প পাওয়ারের লাল আলো জ্বলছে ঘরে। ম্লান আলোয় নিজের কটে রুডেনকোকে পড়ে থাকতে দেখলো রানা। সুইচ টিপে ছাতে বসানো আলো জ্বাললো সে। আচমকা তীব্র আলোর বন্যায় ভেসে গেলো ঘর, চোখ মিট মিট করলো রানা।

পর্দাটার দিকে তাকালো একবার। সামান্যতম দুলছে না। একেবারে নিথর, ঝুলছে অনড় হয়ে।

'বাড়ি মেরে বসো না, গ্যাকো। আমি, রানা।'

পর্দা এক পাশে সরিয়ে বেরিয়ে এলো গ্যাকো। ডান হাতে আলতোভাবে ঝুলছে ব্যাণ্ডেজ-জড়ানো রেঞ্চটা। চেহারায় হতাশা।

'তোমাকে আশা করিনি,' বললো গ্যাকো। 'হাতটা নিশপিশ করছে, কারো মাথায়...' রানার হাতের দিকে চোখ পড়তেই চমকে থেমে গেলো, 'রানা, তোমার হাত! কি হয়েছে?'

'আমাদের দোস্ত একটু মজা করেছে, এই আর কি,' হাসলো

রানা। 'আমার বেঁচে থাকাটা পছন্দ হচ্ছে না তার কোনো কারণে।'

কি ঘটেছে, সংক্ষেপে জানালো রানা।

'এই জাহাজে, রুস্তভকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করো তুমি, গ্যাকো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'পিনিন,' নির্দ্বিধায় জবাব দিলো গ্যাকো।

'কাউকে না জাগিয়ে, চুপচাপ লুকিয়ে তাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করতে পারো?

কোনো প্রশ্ন করলো না গ্যাকো। শুধু বললো, 'সে হাঁটতে পারে না, তুমি জানো রানা।'

'ওকে বয়ে আনার মতো গায়ের জোর তোমার আছে।'

হাসলো গ্যাকো। ফিরে এলো তিন মিনিট পরেই। পিনিনকে নিয়ে এসেছে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগলো রানার সব কথা বুঝিয়ে বলতে। তারপর গ্যাকোকে জানালো, আর রুডেনকোকে পাহারা দিতে হবে না। বেরিয়ে গেলো দু'জন।

নিজের কেবিনে আবার ফিরে এলো রানা।

এখনো ঘুমিয়ে আছে রুস্তভ। লাইট জ্বালতেও বিন্দুমাত্র নড়লো না, একইভাবে ঘুমিয়ে রইলো।

ধীরে ধীরে ফারের পোশাক পরলো রানা। বাঁ হাত অকেজো, প্রচণ্ড ব্যথা। কাপড় পরতে খুবই অসুবিধে হলো। ব্রিফকেস খুলে ট্রাক্টরের অয়েল ট্যাংকে রাখা মাউজার পিস্তল, রবার-মোড়ানো ম্যাগাজিন দু'টো আর ভাঙা ছুরিটা বের করলো। ট্রাউজারের পকেটে জিনিসগুলো রেখে ব্রিফকেস বন্ধ করে লাইট নেভালো। আবার বেরিয়ে পড়লো কেবিন থেকে।

কণ্ট্রোলরূমে ঢুকে দেখলো একজন অফিসার ডিউটি দিচ্ছে। কমাণ্ডারের নতুন নির্দেশ হয়তো, ভাবলো রানা।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালো অফিসার। আহত দুই যমজ ভাইকে দেখতে যাচ্ছে, অফিসারকে জানালো রানা। চেহারায় কোনো পরিবর্তন নেই অফিসারের, শুধু একদিকের একটা ভুরু অতি সামান্য উঠলো-নামলো একবার।

বাংকহাউসে এসে দুই যমজ ভাইকে পরীক্ষা করলো রানা। দু'-জনেরই অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ওদের পাহারায় নিয়োজিত দু'জন ক্রুকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো আবার। কিন্তু প্রথমেই লেনিনগ্রাদে ফিরে গেলো না। ট্রাক্টর শেডে গিয়ে ঢুক-লো। পকেট থেকে পিস্তল, ম্যাগাজিন আর ভাঙা ছুরি বার করে আ-বার রেখে দিলো পেট্রোল ট্যাংকে।

তারপর ফিরে গেলো সাবমেরিনে।

সাত

'এসব প্রশ্ন করতে আমারও ভালো লাগছে না,' কণ্ঠে মধু ঢালছে রানা, 'কিন্তু কি করবো। সরকারী আদেশ। আমি এবং আপনারা সবাই সরকারী লোক। কি করে নভেলিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে জেনে নিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব রেডিওতে কর্তৃপক্ষকে জানানোর আদেশ দেয়া হয়ে-

ছে আমাকে,' ঘর ভর্তি লোকের দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আগুনটা লাগলো কি করে, জানা আছে কারো ?'

নিজেকে শুধু ডাক্তারই নয়, নভেলির আহত আর লেনিনগ্রাদের ক্রু-অফিসারদের কাছে সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলে ঘোষণা করেছে রানা একটু আগে। রানার কথা মেনে নিয়েছে বেশির ভাগ লোকেই। আহতদের উদ্ধার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেবে সরবরাহ মন্ত্রণালয়, এতে অবাক হবার কিছু নেই। আর আহত লোকের চিকিৎসার জন্যে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, এ তো সহজ কথা। কাজেই দুর্ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে খুব একটা অসুবিধে হলো না রানার।

'আগুন যে লেগেছে এটা প্রথম আবিষ্কার করি আমি,' একটু দ্বিধা করে বললো নভেলির বাবুর্চি, আনাতালি অভয়। এখনো সুস্থ হয়ে ওঠেনি, কিন্তু উন্নতির পরিষ্কার লক্ষণ চেহারায়। হলঘরে এই সকালে উপস্থিত নভেলির আহত আটজনের মতোই রাতের ঘুম, উন্নতমানের খাবার আর গরম পোশাক চাকচিক্য এনেছে অভয়ের চেহারায়ও। অবশ্য পোড়াক্ষত আর ফ্রস্ট-বাইটের দাগগুলো বাদ দিয়ে ক্যাপ্টেন কুমারভকেও এই সকালে আর ততোটা কাহিল মনে হচ্ছে না। মাত্র আধঘন্টা আগে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে গোগ্রাসে খাবার গিলেছে সে।

'রাত দু'টো হবে তখন,' বলে গেলো অভয়, 'আগুন ভালমতোই ধরে গেছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমি...'

'কোথায় ঘুমোচ্ছিলে তুমি ?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'রান্নাঘরে। ওটাকেই ডাইনিং হলও বানিয়েছিলাম আমরা। উত্তর সারির পশ্চিম মাথার ঘরটা।'

'একাই ঘুমোচ্ছিলে ?'

'না। মিকো, খায়রভ আর ননেটিও ছিলো আমার সঙ্গে। ঘরের একপাশে শুয়েছিলাম আমি আর মিকো। দুইদিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা দু'টো বিশাল আলমারি। খাবার আর রান্নার অন্যান্য সাজসরঞ্জাম রাখা ওগুলোতে। ঘরের অন্যপাশটা টেবিল পেতে ডাইনিং হল হিসেবে ব্যবহার হতো। এখানেই শুয়েছিলো ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান দু'জন, মানে খায়রভ আর ননেটি।'

'দরজার কাছাকাছি ছিলো ওরা?'

'ঠিকই ধরেছেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো আমার। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে, খুক খুক করে কাশতে শুরু করেছি। ঘরের পুবের দেয়ালে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। মিকোকে কয়েকটা ধাক্কা দিয়েই উঠে দৌড় দিলাম। দরজার কাছে ফায়ার এক্সটিংগুইশার। থাবা মেরে ব্র্যাকেট থেকে খুলে আনলাম, কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বিকল হয়ে গিয়েছিলো বোধহয়, কাজ করলো না। আবার ছুটলাম। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে ঘর। আন্দাজে ছুটে গিয়ে জোরে ধাক্কা দিলাম খায়রভ আর ননেটিকে, চেঁচিয়ে বেরিয়ে যেতে বললাম। বেরিয়ে যাবার সময় আমার গায়ের ওপর এসে পড়লো মিকো। ক্যাপ্টেন কুমারভকে খবর দিতে বললাম তাকে।'

'ক্যাপ্টেন কুমারভকে জাগিয়েছিলে তুমি?' মিকোকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ওঁর খোঁজেই যাচ্ছিলাম। পুরো এলাকাটাই তখন জ্বলছে দাউ দাউ করে, যেন দাবানল। বিশ ফুট ওপরে উঠে গেছে আগুনের শিখা! বাতাসে পোড়া তেলের ঝাঁঝালো গন্ধ। তেলের ড্রাম বার্স্ট করলো, এদিক-ওদিক তেল ছিটকালো। প্রতিটা বিন্দুর সঙ্গে জড়াজড়ি করে ছিটকে পড়লো আগুন। এই আগুন আর তেল এড়িয়ে অনেক ঘুরে

যেতে হয়েছিলো আমাকে।’

‘পুব দিক থেকে বাতাস বইছিলো ?’

‘দক্ষিণ পুব। কিংবা বলা যায় পুব-দক্ষিণ-পুব। যাই হোক, জেনারেটর হাউসের ওদিক দিয়ে অনেকখানি ঘুরে গিয়েছিলাম আমি, বাংক-হাউসে। ওখানেই আমাদের পেয়েছেন।’

‘তারপর ক্যাপ্টেনকে জাগিয়েছিলে ?’

‘আগেই জেগে গেছেন তিনি, বেরিয়ে চলে গেছেন। আর জাগবেন নাকি, যেভাবে তেলের ড্রামগুলো ফাটছিলো! মরা জিন্দা হয়ে যায় কান ফাটানো সেই বিচ্ছিরি শব্দে। ক্যাপ্টেন আর···এই যে ও, বুয়েল, এঁরা দু'জন ফায়ার এক্সটিংগুইশার দিয়ে মেজর কিরিমের ঘরের আগুন নেভাতে চেষ্টা করছেন তখন প্রাণপণে।’

‘ফুয়েল স্টোরের সোজা পশ্চিমের ঘরটা তো ?’

‘হ্যাঁ। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য! ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে ব্যস্ত ক্যাপ্টেন, কিন্তু এতোই উত্তাপ, কাছে ঘেঁষতে পারছেন না। বাতাসে ক্রমাগত তেল ছিটকাচ্ছে, এক্সটিংগুইশার ফোমই জ্বলছে বলে মনে হলো আমার, আগুন নেভাবে কি!’

‘আগের প্রশ্নে ফিরে যাওয়া যাক,’ হাত তুলে বললো রানা, ‘আগুন লাগলো কি করে ?’

‘নিজেরাই হাজার বার আলোচনা করছি আমরা,’ কথা বললো ডাক্তার জ্যাকভ। ‘কিন্তু হদিস পাইনি। তবে অনুমান করেছি, আগুনটা শুরু হয়েছে ফুয়েল স্টোর থেকে। কিন্তু কি করে আগুন লাগলো,’ দ্রুত এদিক-ওদিক মাথা নাড়ালো ডাক্তার, ‘না, ডাক্তার, আমরা জানি না। কিন্তু এখন আর ওসব জেনে, কোনো লাভ আছে কি ?’

‘আছে, অবশ্যই আছে। এ ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে,

ব্যবস্থা নিতে হবে এরপর থেকে। দুর্ঘটনার কারণটা জানার জন্যেই বিশেষ করে পাঠানো হয়েছে আমাকে,' মিকোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'আচ্ছা, মিকো, ফুয়েল স্টোর আর জেনারেটর ঘরের দায়িত্ব ছিলো তোমার ওপর। আগুন লাগার ব্যাপারে কোনো ধারণা আছে তোমার?'

'না। ইলেকট্রিক স্পার্ক হওয়া সম্ভব হতে পারে···কোনো একটা ড্রামে ছিদ্র হয়ে গিয়ে হয়তো অয়েল ভেপার উঠছিলো। ওই ঘরে দু'টো বড় বড় হীটার ছিলো, ঘরের টেম্পারেচার জিরো ডিগ্রীতে রাখার কাজে লাগতো। তেলের বাষ্পকে হীটারের আগুন কোনভাবে ইগনাইট করেছিলো কিনা কে জানে। কিন্তু আমার এই পাগলামী-চিন্তা বিশ্বাস করে বসবেন না যেন আবার।'

'সিগারেটের আগুনও কিন্তু তেলের বাষ্পে আগুন ধরাতে পারে।'

রক্ত জমলো মিকোর মুখে। 'দেখুন কমরেড, আমাকে আমার কাজ শেখাবেন না। সিগারেটের আগুন! কচি খোকা নাকি আমি যে এই সহজ কথাটা জানবো না? ফুয়েল স্টোরে বসে সিগারেট খাবো···আপনি···'

'রাগারাগির কিছু নেই, মিকো,' নরম গলায় কথা বললো রানা, 'আসলে তোমাকে কিছু বলছি না আমি, শুধু সম্ভাবনাটার কথা ভাবছি।' অভয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'মিকোকে তো ক্যাপ্টেনের কাছে পাঠালে। তারপর?'

'রেডিওরূমের দিকে ছুটলাম। ঘরটা রান্নাঘরের দক্ষিণে, আর হ্যাঁ, মেজর কিরিমের ঘরের পশ্চিমে···'

'ল্যাবরেটরীর টেকনেশিয়ান দু'জন? ডাইনিং হল ছাড়ার আগে শিওর হয়েছিলে, খায়রুল আর ননেটি জেগেছে?'

'না, ডাক্তার,' চোখ নামিয়ে নিয়ে বললো অভয়। একটু কুঁজো হয়ে গেছে কাঁধ, চেহারা ভাবশূন্য। 'আমার দোষেই মারা গেছে ওরা। সাংঘাতিক পরিস্থিতি তখন ডাইনিং হলের ভেতরে। দক্ষিণের দেয়াল জ্বলছে, ঘরের ভেতরে জ্বলন্ত তেল, ধোঁয়া পর্যন্ত যেন জ্বলছে। শ্বাস নিতে পারছিলাম না। কিন্তু সত্যি বলছি; ওই আগুনের মাঝেই ত্ব'জনকে ডেকেছি আমি, জোরে চেঁচিয়ে, ধাক্কা দিয়েছি।'

'আমি শুনেছি তার চিৎকার,' সাক্ষী দিলো মিকো 'সে সময় ওর পাশেই ছিলাম আমি।'

'ধাক্কা দিয়ে আর অপেক্ষা করিনি,' আগের কথার খেই ধরলো অভয়, 'সোজা বেরিয়ে এসেছি। জানের ভয় সবারই আছে। আমি ভেবেছিলাম, আমার [illegible] ন ছেলে বেরিয়ে আসছে খামরুত্ত আর ননেটি। কিন্তু তখন নিজের জান বাঁচানো ছাড়াও অন্য চিন্তা রয়েছে আমার মনে। অন্য ঘরের লোকদের হুঁশিয়ার করতে হবে, সামনে ছুটেছি শুধু, পেছনে তাকাইনি। হঠাৎই কি মনে করে পেছনে তাকিয়ে দেখি, ওরা নেই। দেরি হয়ে গেছে তখন।'

'রেডিওরুমের দিকে ছুটেছিলে, না?' আপনমনেই বলে রুডিনের দিকে তাকালো রানা। জিজ্ঞেস করলো, 'ওখানেই তো তুমি ঘুমোতে, না, রুডিন?'

'হাঁ। আমি এবং আমার সহকারী, মিলাহাইল,' মৃত সহকারীর কথা বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো রুডিন 'ঘরের পার্টিশানের ওপারে, মানে পুবের অংশে ছিলেন ডাক্তার জ্যাকভ। সামান্য পরিসর, কিন্তু তাতেই ওষুধপত্র, বিছানা আর আইস স্যাম্পল টেস্ট করার যন্ত্রপাতি রাখতেন ডাক্তার।'

'ওই ঘরটার পুবের অংশেই প্রথমে আগুন ধরার কথা, তাই না

ডাক্তার ?' আচমকা জ্যাকভকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ধরেও ছিলো তাই,' স্বীকার করলো জ্যাকভ। 'ঘুমের মাঝেই শ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছিলো আমার। প্রথমে মনে করেছিলাম দুঃস্বপ্ন, কিন্তু চোখ মেলে দেখি আমার ওপর ঝুঁকে আছে ছেলেটা, মিলোর কথা বলছি। চেঁচাচ্ছে আর কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে আমাকে। কি বলছিলো, মনে করতে পারছি না, তবে নিশ্চয় আগুন লাগার কথাই বলছিলো। কিন্তু তখনো অনুভূতি পরিষ্কার হয়নি আমার পরক্ষণেই প্রচণ্ড চড় খেলাম দুই গালে। আমাকে পুরোপুরি জাগানোর চেষ্টা করেছে ছেলেটা। এরপর ভালো করে কিছু না বুঝেই লাফিয়ে উঠলাম সব ডাক্তারদেরই যেমন হয়, হাতের লাঠি বা ছাতার মতো, নিজের অজান্তেই আগে মেডিক্যাল কিটটা হাতে নিলাম। আরো কিছু যন্ত্রপাতি নেবো কিনা ভাবার আগেই আমাকে ধাক্কা মেরে, প্রায় টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে এলো মিলো,' স্মৃতিচারণ করলো ডাক্তার, 'তার মতো ছেলে হয় না।'

'মিলাহাইলকে জাগালো কে ?'

'অভয়,' জবাব দিলো রুডিন। 'আমাকে আর মিলাহাইলকে...' দু'জনকেই ও জাগিয়েছে। দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা মারতে মারতে সমানে চেঁচিয়েছে। ও না এলে আমি আর ডাক্তার এতক্ষণে বরফের তলায় শুয়ে থাকতাম। ঘরের বাতাস সাংঘাতিক বিষাক্ত হয়ে উঠেছিলো। অভয় আসতে আর কয়েক সেকেণ্ড দেরি হলেই কাজ শেষ হয়ে যেতো আমাদের। মিলাহাইলকে ডাক্তারকে জাগাতে বলেই দরজা খুলতে গিয়েছি আমি।'

'শুনে মনে হচ্ছে, তালা দেয়া ছিলো দরজায় ?'

'আটকে গিয়েছিলো, তালা না। দিনের বেলায়ই বরফ জমে পাল্লা

আটকে যায়, আর এ তো রাতের বেলা। ঘুমোতে যাবার আগে হীটার বন্ধ করে দিয়ে স্লিপিং-ব্যাগে ঢুকতাম আমরা, ফলে দরজায় বরফ জমতো আরো বেশি। শুধু আমাদের ঘরই নয়, নভেলির সব ঘরের দরজায়ই এমন বরফ জমতো। প্রায়ই আটকে যেতো পাল্লা। সকালে কঠিন বরফের আস্তরণ ভেঙে দরজা খুলতে হতো।'

'তারপর কি হলো?'

'দৌড় দিলাম,' বললো রেডিওম্যান। 'কালো ধোঁয়া আর তেলের উড়ন্ত ফোয়ারার জন্যে কিছু দেখতে পেলাম না। গজ বিশেক যাবার আগে বুঝলামই না, আসলে কি ঘটছে। পুরো ক্যাম্প এলাকায় আগুন। রাত ছ'টোয় বরফের দেশে আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে যদি দেখেন পুরো ক্যাম্পে শুধু আগুন আর আগুন, মাথা ঠিক থাকবে? কিন্তু আশ্চর্যই বলতে হবে, প্রথমেই একটা চিন্তা আমার মাথায় ঢুকলো, এস. ও. এস. পাঠাতে হবে। আবার ফিরে গিয়ে ঢুকলাম রেডিও হাউসে।'

'আমাদের জীবনের জন্যে রুডিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ,' এই প্রথম কথা বললো বুয়েল। গোলাপী গালের এই লোকটা বেস-এর চীফ-টেকনিশিয়ান ছিলো।

'থামো তো!' ধমকে উঠলো রুডিন। 'কারো গুণকীর্তন গাইবার সময় এটা নয়!'

'আমাকে বলতে দাও,' শান্ত কণ্ঠে বললো বুয়েল। 'ডাক্তার রানা ফুল রিপোর্ট চাইছেন আমাদের কাছে।' রানার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ক্যাপ্টেন কুমারভের পিছুপিছুই বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি। ফায়ার এক্সটিংগুইশার দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করেছি। মিকো ঠিকই বলেছে, কোনো কাজই হচ্ছিলো না। আগুন নেভাবো কি,

কাছেই এগোতে পারছিলাম না আমরা। ভয়ংকর আগুনের জন্যে কাছেই যেতে পারছিলাম না, অথচ জানি আমরা, ভেতরে মেজর কিরিমসহ চারজন লোক আটকা পড়েছে। ওদের বের করে আনার কোনো উপায় দেখছিলাম না। রেডিওরুমের কি অবস্থা আমাকে দেখতে বললেন ক্যাপ্টেন। একটার ফোম শেষ হয়ে গিয়েছে, আরেকটা এক্সটিংগুইশার আনার জন্যে যাচ্ছেন তিনি, একথাও বললেন।

'রেডিও হাউসেও ভালমতোই আগুন লেগেছে। ছুটে পশ্চিমের দরজার কাছে গিয়ে দেখলাম, উপুড় হয়ে পড়ে আছেন ডাক্তার জ্যাকভ, তাকে তোলার চেষ্টা করছে অভয়। আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো অভয়, হাত লাগাতে বললো। একা টেনে সরাতে পারছে না সে ডাক্তারকে। এগিয়ে গেলাম। এই সময় ছুটে এলো রুডিন। রেডিও হাউসের দরজার দিকে যাচ্ছে। পাগল হয়ে গেলো নাকি রুডিন, অবাক হলাম। কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে আমাদের সরে যেতে বললো ও। বললো, যে করেই হোক পোর্টেবল রেডিওটা বের করে আনতে হবে। সব ক'টা তেলের ড্রাম শেষ, জেনারেটর শেষ, খাবার ঘরে আগুন লেগেছে। খবরটা জানিয়েই খোলা দরজা দিয়ে রেডিও হাউসে ঢুকে গেলো রুডিন। আগুন জ্বলছে দরজার ফ্রেমে। ছাদ জ্বলছে, বেড়া জ্বলছে। যে-কোনো মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। হু হু করে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে খোলা দরজা দিয়ে। কি করে যে জ্যান্ত বেরিয়ে এলো আবার সে সেটাই আশ্চর্য!'

'এজন্যেই ওর-মুখ আর হাত এমন পুড়েছে?' শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কমাণ্ডার রাইকভ। দূরে, ওয়ার্ডরুমের এক কোণে দাঁড়িয়ে কথা শুনছেন তিনি। এই আলোচনায় তাঁর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নেই, কিন্তু সব কথা তাঁরও শোনা দরকার, এজন্যেই তাঁকে এখানে

থাকতে অনুরোধ করেছে রানা।

'হ্যাঁ, কমরেড ক্যাপ্টেন।'

'রুডিনের প্রমোশন আর ঠেকানো গেলো না,' মন্তব্য করলেন কমাণ্ডার।

'চুলোয় যাক প্রমোশন!' প্রায় খেঁকিয়েই উঠলো রুডিন। 'আমার সঙ্গীদের কি হবে, শুনি? আমার তো সামান্য পুড়েছে মাত্র, কিন্তু মিলো? ও-তো পুড়ে মরেই গেছে। তাকে কি প্রমোশন দেয়া হবে? কি করেছে ও, জানেন? ফিরে এসে রেডিও হাউসে ঢুকে দেখি, মেইন ট্র্যান্সমিটারের সামনে বসে আছে মিলো। শান্ত, স্থির। রেগুলার ফ্রিকোয়েন্সিতে এস. ও. এস. পাঠাচ্ছে। ওদিকে আগুন ধরে গেছে তার কাপড়ে। টেনে-হিঁচড়ে চেয়ার থেকে নামিয়ে আনলাম ওকে, কয়েকটা নাইফ সেল নিয়ে বাইরে ছুটে যেতে বললাম। পোর্টেবল ট্র্যান্সমিটারটা আর এক বাক্স ব্যাটারী নিয়ে আমিও ছুটলাম দরজার দিকে। ভেবেছি, আমার পেছনেই আসছে মিলো, কিন্তু আগুনের গর্জন আর ড্রাম বিস্ফোরণের শব্দে তার পায়ের আওয়াজ শুনলাম না। চোখে না দেখলে তখনকার দৃশ্য বলে বোঝানো কঠিন। ছুটে দূরে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে রেডিও আর ব্যাটারীর বাক্স নামিয়ে রাখলাম। তারপর দ্বিতীয়বার ফিরলাম। অজ্ঞান হয়ে বরফের ওপর পড়ে আছেন ডাক্তার, তাঁর হুঁশ ফেরানোর চেষ্টা করছে অভয়। মিলো-কে দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম তাকে। কিন্তু মিলোর কোনো খবর দিতে পারলো না সে। সোজা ছুটলাম দরজার দিকে। এই সময়ই আকাশ ভেঙে পড়লো মাথায়...'

'আকাশ ভাঙেনি,' ভুল শুধরে দিলো বুয়েল। 'মেরেছিলাম ওকে আমি। পেছন থেকে কানের ওপর। নইলে আত্মহত্যা করতো সে।'

'হুঁশ ফিরে পাবার পর তোমাকে খুন করার ইচ্ছে হয়েছিলো,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো রুডিন। 'বেচারা মিলো···'

'তাতো হবেই,' মুখ বাঁকালো বুয়েল। 'উপকারীকে বাঘে খায় তো। এমন জানলে হাতের সুখ মিটিয়ে নিতাম আরো কয়েকটা ঘুসি মেরে। সে যাকগে, তারপর কি হলো বলছি। ডাক্তার জ্যাকভের দিক থেকে নজর ফিরিয়ে হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করলো অভয়। খায়রভ আর ননেটির কথা মনে পড়ে গেছে তার। আরো কয়েকজন এসে জমায়েত হয়েছে আমাদের পাশে, তাদের মাঝে খায়রভ আর ননেটি নেই। ব্যস, ছুটলো অভয়। রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। দরজার জায়গায় নাচানাচি করছে আগুন, ধোঁয়া বেরোচ্ছে গল গল করে। অভয়ের পিছু পিছু ছুটেছিলাম আমি। ওর ভাবগতিক বিশেষ সুবিধে মনে হলো না। রুডিনের মতো এরও একই ইচ্ছে হয়েছে বুঝতে পেরে সেই একই ব্যাপার করলাম। লোককে পেটানোর নেশায় পেয়েছিলো যেন। মারলাম তার কানের ওপর এক ঘুসি। ব্যস, চিৎপটাং।' অভয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'দুঃখিত আনাতোলি, কিছু মনে করো না। উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলে তখন। উপায় ছিলো না।'

ডান কানের নিচে চোয়ালে হাত বোলালো অভয়। 'বড় শক্ত হাত তোমার, সের্গেই। এখনো ব্যথা আছে।'

'অভয়কে নিয়ে সরে এলাম নিরাপদ দূরত্বে,' আবার বলে গেলো বুয়েল। 'এই সময় সুলভকে নিয়ে এসে হাজির হলেন ক্যাপ্টেন কুমারভ। মেইন বাংকহাউসে ঘুমিয়েছিলো সুলভ। ক্যাপ্টেন বললেন, সমস্ত ফায়ার এক্সটিংগুইশার বরফে জমে গেছে, অকেজো। রেডিওরূমে মিলো আটকা পড়েছে, শুনলেন ক্যাপ্টেন। সুলভকে নিয়ে আবার গিয়ে ঢুকলেন বাংকহাউসে। দু'জনে দু'টো কম্বল পানিতে

ভিজিয়ে দৌড়ুলেন রেডিও হাউসে। ওদের বাধা দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সরে দাঁড়াতে বললেন আমাকে ক্যাপ্টেন।' ম্লান হাসলো বুয়েল, 'ক্যাপ্টেন কুমারভ কাউকে কোনো আদেশ দিলে অমান্য করার উপায় থাকে না।'

থেমে দম নিলো বুয়েল, তারপর আবার বললো, 'ভেজা কম্বল মাথায় ফেলে নিজেদের ঢেকে নিলেন ক্যাপ্টেন আর সুলভ। রেডিও হাউসে গিয়ে ঢুকলেন। কয়েক সেকেণ্ড পরই মিলোকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। দু'জনেই জ্বলছেন মশালের মতো। সুলভের কি হলো বুঝতে পারলাম না, বেরিয়ে এলো না সে। ওদিকে মেজর কিরিমের ঘর আর বাবুর্চিখানার ছাদ ধসে পড়েছে। দু'টো ধ্বংসস্তূপের কাছেও ঘেঁষা যাচ্ছে না। ভেতরের লোকগুলোকে আর বের করার দরকার নেই, বুঝলাম।'

'গুড,' ধীরে ধীরে বললো রানা। 'অগ্নিকাণ্ডের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছো তুমি। তারপর কি হলো?'

'দায়িত্ব নিলাম আমি,' কথা বললো জ্যাকভ, 'অবশ্য তেমন কিছু করতে পারিনি। ওষুধ নেই, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নেই, কি করতে পারতাম? সবাইকে নিয়ে আগুনের কাছ থেকে সরে গেলাম। কতক্ষণ পরে জানি না, ধীরে ধীরে নিভে এলো আগুন। তেলের ড্রাম বিস্ফোরণের আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না। সবাইকে নিয়ে গিয়ে ঢুকলাম বাংকহাউসে। কিন্তু চিকিৎসার তেমন কোনো ব্যবস্থা করতে পারলাম না। নিজে যথেষ্ট পুড়েছে, কিন্তু আমার সহকারী হিসেবে চমৎকার কাজ দেখালো রুডিন। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা যাদের, বিছানায় শুইয়ে দিলাম। মিলোর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। বুঝলাম, বাঁচানো যাবে না। এরপর আর কি?'

'পরের কয়েকটা দিন আর রাত খাবার পেলেন না কিছু, এই তো?'

'কিচ্ছু না। উত্তাপও নেই জেনারেটর নেই, হীটার জ্বলবে কোত্থেকে? আলোও নেই, কোলম্যান ল্যাম্প ছাড়া। বরফ গলিয়ে খানিকটা খাবার পানি বের করতে পেরেছিলাম। সবাইকে আদেশ দিয়েছিলাম, যা কিছু পাওয়া যায় জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে থাকতে। তাপ আর এনার্জি বাঁচানোর প্রয়োজন ছিলো।'

'তোমারও খুব দুরবস্থা গেছে, রুডিন,' বললো রানা। 'মারাত্মক পোড়া-জখম নিয়ে এস. ও. এস. পাঠিয়েছো।'

'আমি একা নই,' বললো রুডিন। 'ডাক্তার জ্যাকভ নির্দেশ দিয়েছেন, এস. ও. এস. বন্ধ করা যাবে না। সমর্থ সকলেই পালা করে মেসেজ পাঠাবে। কঠিন কিছুই নয়। ব্যারেন্ট সাগরে ট্রলারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিলো বুয়েল। ফাঁকে ফাঁকে ডাক্তারও মেসেজ পাঠাতে সাহায্য করেছেন। মিকো আর অভয় তো রেডিওর সামনে বসেই সময় কাটিয়েছে। কসমোপভও প্রথম দিন হাত লাগিয়েছে, কিন্তু পুড়ে অন্ধ হয়ে গেছে বেচারা। চোখের যন্ত্রণায় শেষ পর্যন্ত আর পারেনি।'

'পুরোপুরি আপনিই নেতৃত্ব দিয়েছেন, না ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'না না। প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা শুধু···ওই সময়টা কেমন এক বিমূঢ়তার মাঝে কাটিয়েছেন ক্যাপ্টেন। তারপর শকটা কাটিয়ে উঠে তিনিই নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমি তো শুধু বড়ি গেলাতে জানি। নেতাগিরি করার লোক আলাদা, বিশেষ করে ওই ভয়াবহ সময়ে তো সঠিক পরিচালনা একটা সাংঘাতিক···না, কমরেড না, আমার ধাত পুরো আলা-

দা। ক্যাপ্টেন কুমারভই এ ব্যাপারে উপযুক্ত লোক।'

'কিন্তু আপনার কাজকর্মও প্রশংসার যোগ্য,' স্বীকার করলো রানা। হলের প্রতিটি লোকের মুখের দিকে চাইলো একবার করে। নভেলির আহতদের উদ্দেশ্যে বললো, 'ডাক্তারকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারবেন না আপনারা। ভয়ংকর এক অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনাদের। সে যাই হোক, বেঁচে যে ফিরে আসতে পেরেছেন, ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিন।' একটু থেমে বললো, 'তবে আগুন লাগার কারণ আর বুঝি বের করা গেলো না।' মিকোর দিকে তাকিয়ে বললো, 'আগুন লাগার কারণ হিসেবে তোমার ধারণা নেহায়েত পাগলামী নয়, মিকো। তবে একটা শিক্ষা হয়েছে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের। ভবিষ্যতে ক্যাম্পের একশো গজের মধ্যে আর ফুয়েল স্টোর রাখবে না কেউ।'

মিটিং এখানেই শেষ করলো রানা।

সিক বেডে ফিরে এসেছে ডাক্তার জ্যাকভ। হুঁশ ফিরেছে রুডেন-কোর। ওঠার চেষ্টা করেছে, কিন্তু জোর করে শুইয়ে রেখেছে তাকে জ্যাকভ। সামনে যথেষ্ট কাজ, কিন্তু সামাল দেয়ার যোগ্যতা জ্যাকভের আছে পোড়া ক্ষতের ব্যাণ্ডেজ বদলানো, পিনিনের ভাঙা হাঁটুর এক্স-রে করা, ইত্যাদি অনেক কাজ করতে হবে তাকে আগামী দুই ঘন্টায়।

নিজের কেবিনে ফিরে এলো রানা। ব্রিফকেস খুলে একটা ছোট্ট ওয়ালেট বের করলো। ব্রিফকেসের তালা আবার লাগিয়ে দিয়ে এসে ঢুকলো রাইকভের কেবিনে। লক্ষ্য করলো, হাসি নেই কমাণ্ডারের মুখে। অথচ যাত্রার শুরুতে রানাকে দেখলেই মুখ হাসি হাসি করে তুলতেন কমাণ্ডার।

রানাকে দেখেই কোনরকম ভূমিকা না করে কথা বলে উঠলেন

রাইকভ, 'দুই যমজ ভাইকে যেমন করে হোক জাহাজে তুলতে চাই আমি। তাহলে যতো তাড়াতাড়ি বন্দরে ফিরে যেতে পারবো, মঙ্গল হবে সবার জন্যে। আপনার তদন্তে কোনো ফল হবে না, বুঝতে পারছি। বন্দরে পৌঁছে যতক্ষণ না পুলিশ ডাকতে পারছি, শান্তি পাবো না। লেনিনগ্রাদে ভয়ংকর খুনীকে নিয়ে মোটেই স্বস্তি পাচ্ছি না আমি, মেজর।'

'তিনটে জিনিস,' ডান হাতের তিনটে আঙ্গুল দেখালো রানা। 'এক, যমজ দুই ভাইকে জাহাজে তুলতে আরো কিছু দেরি করতে হবে। দুই, পুলিশ এই মহা ধুরন্ধর খুনীর টিকিও ছুঁতে পারবে না। এবং তিন, আজকের জিজ্ঞাসাবাদে কিছু লাভ হয়েছে। তিনজন লোক সন্দেহ-মুক্ত হয়ে গেছে আমার কাছে।'

'কিছু একটা মিস করেছি নিশ্চয়ই আমি।'

'না। আমি এমন কিছু জানি, যা আপনার জানা নেই। ল্যাব-রেটরীতে একটা ফ্লোরবোর্ডের নিচে চল্লিশটা নাইফ সেল আছে। তাজা, কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে।'

'আমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই?'

'খামোকা কাউকে কিছু বলতে নিষেধ আছে আমাদের।'

'লোকের সঙ্গে সহজে বন্ধুত্ব নষ্ট হয় না তাহলে আপনার?'

'লজ্জা দিচ্ছেন। কাজের কথায় আসি, ওই ব্যাটারী সেলগুলো কে ব্যবহার করেছিলো, প্রশ্ন জাগে না মনে? এস. ও. এস. পাঠাতে যারা বাংকহাউস ছেড়েছে তাদেরই কেউ ব্যবহার করেছে ওই ব্যাটারী। বাংকহাউস থেকে নড়তে পারেনি দুই যমজ ভাই, আর ক্যাপ্টেন কুমা-রভ। বাকি রইলো মিকো, অভয়, ডাক্তার জ্যাকভ, বুয়েল, কসমোপভ আর রুডিন। এই ছয়জনের মধ্যেই কেউ একজন খুনী।'

'নাইফ সেলগুলো কি কাজে ব্যবহার করেছিলো?' জানতে চাইলেন রাইকভ। 'আর যদি তাদের কারো তাজা ব্যাটারী আছে জানা থাকতো, কেন খামোকা শক্তি শেষ হয়ে আসা ব্যাটারী ব্যবহার করে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই জানা আছে আপনার?'

'সব প্রশ্নেরই জবাব থাকে,' ঘুরিয়ে কথা বললো রানা। 'সব প্রশ্নেরই জবাব পাবেন। তার আগে এটা দেখুন,' ওয়ালেটের ভেতর থেকে আইডেনটিটি কার্ড বের করলো সে। বাড়িয়ে ধরলো কমাণ্ডারের দিকে।

'হুঁম,' পড়ে কার্ডটা আবার ফেরত দিতে দিতে বললেন কমাণ্ডার, 'কাউন্টার এসপিওনাজ। স্পেশাল এজেন্ট—খাস কে. জি. বি-র। কিন্তু প্রয়োজন না পড়লে তো পরিচয় পত্র দেখায় না স্পাইরা?'

'তিনটে কারণ,' আবার তিন আঙ্গুল দেখালো রানা। 'আমার ওপর বিশ্বাস জন্মাতে চাই আপনার, কারণ আপনার সাহায্য আমার দরকার। এতো সবকিছুর মূল কারণটাও জানা দরকার এখন আপনার। পারকিন-আলমভ পেত্রোস্কি স্যাটেলাইট মিসাইল-ট্র্যাকার ক্যামেরার নাম শুনেছেন কখনো?'

'চমৎকার গালভরা নাম,' বিড়বিড় করলেন রাইকভ। 'না।'

'কসমস বা সামোস-এর নাম শুনেছেন? সামোস ফাইভ?'

'স্যাটেলাইট অ্যাণ্ড মিসাইল অভজারভেশন সিসটেম?' মাথা ঝাঁকালেন রাইকভ। 'হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু এসবের সঙ্গে নৃশংস এক খুনীর কি সম্পর্ক?'

সম্পর্কটা জানালো রানা বিস্তারিত। একবারও বাধার সৃষ্টি না করে গভীর মনোযোগে শান্তভাবে রানার প্রতিটি কথা শুনলেন কমা-

ণ্ডার। তারপর চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে বসে বললেন, 'উত্তর জানা হয়ে গেছে আপনার, বুঝতে পারছি। কিন্তু কে? হারামজাদাকে এখুনি ধরে হাতকড়া লাগাচ্ছেন না কেন?'

'হাতকড়া লাগাবেন?'

'লাগাবো মানে?' ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকালেন রাইকভ, 'কেন, আপনার ইচ্ছে নেই?'

'জানি না এখনো। তবে, আমার মনে হয় ওকে একটু সময় দেয়া উচিত। ওকে ধরার আগে দলের রাঘব বোয়ালগুলোর নাম ঠিকানা জেনে নিতে চাই আমি। তাছাড়া, খুনী একজন না হয়ে একাধিক হতে পারে, সেক্ষেত্রে সব ক'টাকে ধরা দরকার।'

'একাধিক খুনী,' বিড় বিড় করলেন কমাণ্ডার। হতাশভাবে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ালেন। দুই হাতের কনুই টেবিলে ঠেকিয়ে তালুতে চিবুক রাখলেন। কি ভাবলেন, তারপর বললেন, 'যাকে আপনি চিনেছেন, তাকেই এখন ধরা দরকার। বরফের তলা দিয়ে শত শত মাইল যেতে হবে আমাদের। ছয়জন লোককে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখা সম্ভব নয়, মেজর। সাবমেরিন সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান থাকলেও যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের সর্বনাশ করে বসতে পারে ম্যানিয়াকটা।'

'সাবমেরিন ক্ষতি করে আমাদের মারতে চাইলে সে-ও বাঁচতে পারবে না, কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

'মাথা খারাপ লোকের ওপর বিশ্বাস রাখা বোকামী।'

'জাহাজশুদ্ধ সবাইকে মেরে সাঁতরে বাড়ি ফিরবে বলতে চাইছেন, নাকি একা জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে ভাবছেন?'

চুপ করে রইলেন কমাণ্ডার, জবাব দিলেন না।

'বুঝেছেন তো ব্যাপারটা? এবার তাহলে শোনা যাক, ছয়জনের

কাকে সন্দেহ হয় আপনার,' বললো রানা।

'সকালে কথা বলার সময় প্রতিটি লোকের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছি আমি। মন দিয়ে সবার কথা শুনেছি। তা, রুডিনকে কেমন লাগে আপনার?'

'কেন, রেডিও অপারেটরের সঙ্গে ব্যাটারীর যোগ আছে বলে সন্দেহ করছেন? কিন্তু রেডিও ব্যবহার করতে ওর মতো ট্রেইনড্ লোকের দরকার হয় না। দু'দিনেই যে-কোনো আনাড়িকে নাইফ-সেল ব্যবহার করে রেডিও মেসেজ পাঠানো শিখিয়ে দিতে পারি আমি।'

'রুডিনের পক্ষেই ব্যাটারী চুরি করা সব চেয়ে সহজ,' বললেন রাইকভ। 'অবশ্য হ্যাঁ, জ্যাকভের জন্যেও সহজই ছিলো। কারণ রেডিও হাউসেই থাকতো সে।'

'তারমানে রুডিন আর জ্যাকভকে সন্দেহ করছেন আপনি?'

'আপনি করছেন না?'

'করছি। কিন্তু আপনার মতো সন্দেহ করলে ছয়জনের কাউকেই বাদ দেয়া যায় না। ফ্লোরবোর্ডের তলায় প্রচুর খাবার পড়ে আছে। বাবুর্চিখানায় ঘুমোতো মিকো আর অভয়। দু'জনের পক্ষেই খাবার চুরি করা সহজ। ফ্লোরবোর্ডের তলায় হাইড্রোজেন সিলিণ্ডার আর রেডিও-সণ্ডে বেলুনও আছে। ল্যাবরেটরীতে ঘুমোতো বুয়েল আর কসমোপভ। তাদের দু'জনের পক্ষে এইসব জিনিস সরানো খুবই সম্ভব। তাই না?'

'বড় গোলমেলে ব্যাপার!' কে খুনী ঠিক করতে না পেরে, অস্থির হয়ে উঠেছেন কমাণ্ডার, 'নাকি ইচ্ছে করেই মাথা খারাপ করছেন আমার?'

'আমি করছি না। বলছি, শুধু একটা ঘটনা বা কারণে কাউকে খুনী সাব্যস্ত করে বসা অনুচিত। রুডিনকে সন্দেহ করছেন, অথচ সে-ই নিজের জীবনের মায়া না করে রেডিও হাউসে ঢুকেছিলো ট্র্যান্সমিটার বাঁচানোর জন্যে এর পরেও আরো মারাত্মক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছিলো। বুয়েল ওকে আটকে না রাখলে মিলাহাইলকে বাঁচাতে গিয়ে মারাই যেতো হয়তো। ভেজা কম্বল গায়ে মাথায় জড়িয়ে ঢুকেও রেহাই পায়নি সুলভ।

'তাছাড়া মিলাহাইলকে নাইফ সেলগুলো নিয়ে বেরোনোর নির্দেশ দিয়েছে রুডিন। নিজের ভেতরে দুর্বলতা থাকলে ব্যাটারীর কথা উল্লেখ করতো কি সে? মিলাহাইল আবিষ্কার করে ফেলতো না, বেশ কিছু সেল চুরি গেছে? আরেকটা ব্যাপার, অভয় বলেছে রেডিও হাউসের দরজা বরফ জমে আটকে গিয়েছিলো। আপনি মনে করেন দরজা ওভাবে আটকা থাকা সত্ত্বেও ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ভেতরে থেকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে রুডিন? আত্মহত্যা করার জন্যে?'

'ওকালতি করে রুডিনকে সন্দেহমুক্ত করে দিচ্ছেন তো?' ধীরে ধীরে বললেন রাইকভ। 'জানি, এখন আর জ্যাকভের বিপক্ষে বলেও সুবিধে করতে পারবো না, ওর পক্ষেও দাঁড়িয়ে যাবেন.' হাসলেন কমাণ্ডার।

'ওকালতি করার কোনো দরকারই নেই আমার,' বললো রানা। 'কিন্তু একেবারে নিশ্চিত প্রমাণ না পেলে কারো ঘাড়েই খুনের দায় চাপিয়ে দেয়া যায় না। জ্যাকভের কথাও কিছু বলি। রেডিও হাউস থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এসে দরজার কাছেই মুখ থুবড়ে পড়েছিলো সে। রুডিনের মতো সে-ও একই ঘরে ছিলো। বরফে দরজা আটকে আছে কি নেই, না জেনে আগুন লাগানোর মতো বোকা সে-

ও নয়। এমনি ছোটখাটো আরো অনেক ব্যাপারই তার স্বপক্ষে যাবে। তবে তার স্বপক্ষে সব চেয়ে বড় যে ঘটনাটা ঘটেছে, সেটা হলো সেইল থেকে নিচে পড়ে যাওয়া। ও ছিলো রুডেনকোর নিচে। আপনার কি মনে হয় নিচে থেকে টান মেরে রুডেনকোকে নিজের ওপর ফেলেছে জ্যাকভ? আত্মহত্যার এতোই শখ চেপেছিলো?'

'আগেই তো বলেছি, রুডিন আর জ্যাকভের বিপক্ষে আপনার সঙ্গে তর্ক করে পারবো না,' বললেন রাইকভ।

'ওরা যদি সত্যিই খুনী হয়ে থাকে, ওদের বাঁচানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। তবে একজন উকিল যেভাবে ব্যাপারটা চুলচেরা বিশ্লেষণ করতো, আমি তাই করছি মাত্র।'

'মিকো,' ধীরে ধীরে বলে গেলেন রাইকভ, 'কিংবা বাবুর্চি অভয়—এদের ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগেনি আপনার কাছে? ঘরের পুবে, দরজার কাছ থেকে দূরে ঘুমিয়েছিলো দু'জনে। অথচ দরজার কাছাকাছি থেকেও ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে গেলো খায়রভ আর ননেটির, পুড়ে মারা গেলো। অভয় নাকি চেঁচিয়ে, ধাক্কা মেরে জাগানোর চেষ্টা করছে ওদের, পারেনি কেন? আগুন লাগার আগেই মরে গিয়েছিলো, কিংবা অজ্ঞান? এমনো তো হতে পারে, খাবার সরাচ্ছিলো মিকো আর অভয়, দেখে ফেলে খায়রভ-ননেটি, ব্যস, মুখ বন্ধ করে দেয়া হয় ওদের। তাছাড়া পিস্তল, গুলি আর ভাঙা ছুরিটার কথাই ধরুন। ওগুলো লুকানোর জায়গাটা বড় অদ্ভুত। ট্রাক্টরের পেট্রোল ট্যাংক। ভেবে দেখুন, মিকো ট্রাক্টর ড্রাইভার। আরো একটা ব্যাপার, ক্যাপ্টেন কুমারভকে জাগাতে যেতে যেন ইচ্ছে করেই দেরি করেছে মিকো। বাংকহাউসে যেতে তার অসুবিধে হচ্ছিলো আগুনের জন্যে, অথচ রেডিও হাউসে গেলো অভয়, সহজেই। তার কথায় আরো গোলমাল আছে। বলছে, বাংকহাউসে

যাবার সময় নাকি তেলের ড্রাম বার্স্ট করেছে। যদি তাই হয়, আগুনটা লাগলো কিভাবে? এতো মারাত্মক আগুন? আগুন লেগেছে দেখেই ক্যাপ্টেন কুমারভকে সতর্ক করতে ছুটলো মিকো, যেন এছাড়া তার আর করার কিছুই ছিলো না।'

'চমৎকার, কমাণ্ডার, দারুণ। দারুণ কতগুলো পয়েন্ট তুলে ধরেছেন। কিন্তু মিকোর বিপক্ষে একটু বেশি বলে ফেললেন না? সে যদি সত্যিই খুনী হয়ে থাকে, এভাবে বোকার মতো কথা বলে ফেঁসে যাবে?'

'কি করে আগুন লাগলো এটা তদন্ত হবে ভাবেনি হয়তো সে। কিংবা ভেবেছিলো নভেলিতে যে খুন-খারাবি হয়ে গেছে, তা টেরই পাবে না কেউ, কেউ সন্দেহ করবে না।'

'কিন্তু আগুন কি করে লাগলো এটাই মূল প্রশ্ন ছিলো আমার। দেখুন কমাণ্ডার, আগেও বলেছি, আবার বলছি: সাংঘাতিক ধূরন্ধর এক খুনীর পেছনে লেগেছি আমরা। এতো সহজে তাকে ধরা যাবে না। অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করে এই ধরনের লোকেরা। কি কি বাধা বিপত্তি আসতে পারে, সেসব আগেই ভেবে নিয়ে তবে কাজে নামে। নিজের মতো কিংবা তার চেয়েও বুদ্ধিমান কেউ নেই, একথা ভুলেও ভাবে না তারা। কাজেই প্রতিটি ঘটনা ঘটানোর আগে চুলচেরা হিসেব-নিকেশ করে দেখে নেয় ভুল হচ্ছে কি হচ্ছে না।'

'কি জানি। মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে!' ভারি গলায় বললেন রাইকভ। 'কপাল ভালো আমার, নিউক্লিয়ার সাবমেরিন চালানোর মতো সহজ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে। কিন্তু মেজর, বাকি অভয়ের ব্যাপারটা?'

'মিকোর সঙ্গে তার যোগসাজশ আছে ভাবছেন?'

'যদি ধরি একই ঘরের চারজনের মধ্যে দু'জনকে খুন করা হয়েছে,

তাহলে জীবিত অন্য ছু'জনের ওপর সন্দেহ গিয়ে পড়ে না ? আর কসমোপভ এবং বুয়েলের কথা কি ভাবছেন ?'

'টাফ, বুদ্ধিমান। ওরা ছু'জন যদি খুনী হয়ে থাকে, জালে ছেঁকে তোলা কঠিন হবে।'

রানার চোখের দিকে সরাসরি তাকালেন কমাণ্ডার। লেনিনগ্রাদ এক হাজার ফুট পানির তলায় নেমে যাবার সময় যেমন দেখেছিলো রানা, তেমনি দৃষ্টি ফুটেছে রাইকভের চেহারায়। এক দিকের একটা ভুরু অতি সামান্য উঠলো নামলো। ধীর শান্ত গলায় বললেন কমাণ্ডার, 'ঠিক আছে, নভেলির আহতদের বন্দী করছি না আমি। ছাড়াই থাকুক খুনী। জানি না কেন, কিন্তু আপনার ওপর একটা গভীর আস্থা অনুভব করছি, মেজর রানা। আশা করি শেষ পর্যন্ত আপনার ওপর আমার এই আস্থা অটুট থাকবে। কিন্তু মেজর, একটা ব্যাপার, একটা কথা খচ খচ করছে মনে।'

'পোড়া লাশগুলোকে ল্যাবরেটরীতে সরানোর পরামর্শ দিলো কে, যাতে বিকৃত লাশের তলায় প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো লুকিয়ে রাখতে পারা যায়, এই তো আপনার প্রশ্ন ?'

ম্লান হাসলেন রাইকভ। 'ঠিক ধরেছেন। নভেলির লোকদের এই প্রশ্নটা করলেই তো অনেক সহজ হয়ে যায় অনেক কিছু।'

'না, কঠিন হয়ে যায়। নভেলিতে খুন-খারাবি হয়েছে একথা জেনে গেছি আমরা, এটা জানে না এখনো খুনী। এই প্রশ্নটা করলেই সন্দেহ হয়ে যাবে তার। আমার যা মনে হয়, আদেশটা দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন কুমারভ।'

কয়েক মাস আগে হলে, আকাশে থাকতো মেরু সূর্য, দিনটা হতো

উজ্জ্বল ঝকমকে। কিন্তু এখন আকাশে সূর্য নেই। বৎসরের এই শেষভাগে এই ল্যাটিচিউডে সূর্য থাকার কথাও নয়। কিন্তু তবু চমৎকার আবহাওয়া, এই বরফের রাজ্যে যতোটা চমৎকার হওয়া সম্ভব ততটাই। নভেলিকে আবিষ্কার করে রানা আর রুস্তভ লেনিনগ্রাদে রওনা দেবার পর ছত্রিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। তখনকার সঙ্গে এখনকার আবহাওয়ার তুলনা করলে সত্যিই ব্যাপারটা অলৌকিকভাবে ঘটেছে বলেই মনে হয়। পুরো স্তব্ধ হয়ে গেছে ছুরির মতো ধারালো পুবাল-বাতাস। বরফ-কুচির উড়ন্ত নদী যেন নিজের আস্তানায় ফিরে গেছে। কুড়ি ডিগ্রী উঠে গেছে উত্তাপ। পৃথিবীর এই বরফ-চাঁদিতে দৃষ্টিও চলছে এখন বেশ অনেক দুর, এর বেশি আশা করা যায় না শীতকালে।

অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর পরিবেশে লেনিনগ্রাদের সীমিত পরিসরে বন্দী থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে নাবিকেরা। মুক্ত বাতাসে খোলা জায়গায় বেড়ানোর কিছুটা অন্তত সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, হারাতে রাজি নয় তারা। আরো একটা ব্যাপার, আইস স্টেশন নভেলি তাদের দারুণ কৌতূহলের বস্তু। এতদিন এতো কষ্ট করে এতো দীর্ঘ পথ পেরিয়ে কোন্ জায়গায় এসে পৌঁছালো লেনিনগ্রাদ, যদি দেখতে চায় দোষ দেয়া যায় না নাবিকদের। তাছাড়া নাবিকদের অনেকেই এর আগে আইস-ক্যাপে আসেনি, পা রাখা তো দুরের কথা। কাজেই তারা নামতে চাইবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ জানালো না নিজেদের ইচ্ছে। নাবিকদের মনের ইচ্ছে চোখ দেখেই অনুমান করে ফেলেছেন যেন রাইকভ, তাদের অনুমতি দিলেন নামার। বেলা এগারোটা নাগাদ প্রায় খালিই হয়ে গেলো সাবমেরিন।

দুপুরের একটু আগে সিক-বেতে এসে ঢুকলো রানা। সেখানেই পাওয়া গেলো ডাক্তার জ্যাকভকে। এমন মুড নিয়ে আছে সে সেখানে,

যেন লেনিনগ্রাদের এই এলাকাটা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পোড়া ঘা আর ফ্রস্টবাইটের ক্ষতগুলো অনেকখানি ভালো হয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই।

'এই যে, ডাক্তার,' বললো রানা, 'ডাক্তারি তেমন জমলো না মনে হচ্ছে? ···কেমন আছে রোগীরা?'

'রোগী আর কই!' হতাশ হয়েছে যেন জ্যাকভ, 'রুডেনকো আর শুয়ে থাকছে না। মেরু-ভালুকের মতো প্রাণশক্তি তার, উঠে পড়েছে। ক্যাপ্টেন কুমারভ এখনো তেমন সুস্থ হননি, তবে ভয়ও নেই আর। বাকিগুলো তো একেবারেই সেরে গেছে। কার চিকিৎসা করবো? চমৎকার খাবার, গরম বিছানা আর নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরেছে বুঝতে পেরেই আসলে ভালো হয়ে গেছে সবাই। দেশে এই ধরনের রোগী সংখ্যায় বেশি হলে আমাদের না খেয়ে মরতে হতো।'

'অথচ দেখুন কাণ্ডটা,' যেন রোগীদের ব্যাপারে জ্যাকভের মতোই রানাও অবাক হয়েছে। 'আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে বাংকহাউসে ওদেরকে যদি বলতেন শীঘ্রি সুস্থ হয়ে উঠবে ওরা, পাগলই ঠাউরাতো আপনাকে।'

'আসলে কি জানেন, মনের জোর বড় জোর। অনেক সময় অনেক কঠিন রোগও অবিশ্বাস্যভাবে সেরে যায় শুধু রোগীর মনের জোরের কারণেই। অন্যকে বলে আর কি করবো, আপনি তো, মশাই, আরো অবাক করেছেন আমাকে। দু'টো ভাঙা আঙ্গুল নিয়ে ঘুরছেন, কথা বলছেন, একেবারে স্বাভাবিক, যেন কিছুই হয়নি! অবশ নাকি আপনার হাত? ব্যথা করে না?'

'করে,' স্বীকার করলো রানা। 'একেক সময় ব্যথার চোটে হাতটাই কেটে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে।'

'আসুন তো আরেকবার দেখি। ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দিই নতুন করে।'

দেখলো জ্যাকভ। রানার ধারণা, ডাক্তার বলেই তেমন একটা মোলায়েম হাতে কাজ করলো না জ্যাকভ, কিংবা অনুমান করলো রানার বোধশক্তি বলতে কিচ্ছু নেই। তাই নিছক বীরত্ব দেখানোর জন্যেই যেন দাঁত-মুখ খিঁচে চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে রইলো রানা. লেনিনগ্রাদের ইস্পাতের ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া থেকে অনেক কষ্টে বিরত রাখলো নিজেকে।

কাজ শেষ করে ভুরু কুঁচকে রানার দিকে চাইলো জ্যাকভ, 'আমি শিওর, ডাক্তার রানা, বোধশক্তি বলতে কিচ্ছু নেই আপনার দেহে। যার যা কাজ, রোগী ছাড়া ডাক্তার বাঁচে? ওই দুই ব্যাটা যমজ ভাই না থাকলে হাঁপিয়েই উঠতাম এতক্ষণে। দেখি যাই, একবার দেখে আসা দরকার ওদের।'

'চলুন আমিও যাচ্ছি,' বললো রানা। 'আমাদের মন্তব্যের জন্যে অধীর হয়ে আছেন কমাণ্ডার রাইকভ। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে যেতে চান তিনি।'

'কেন?' গলায় আগ্রহ জ্যাকভের, 'শুনে মনে হচ্ছে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন কমাণ্ডার?'

'বরফ। বরফকে বিশ্বাস নেই। যে কোনো মুহূর্তে অঘটন বাধিয়ে বসতে পারে। বুজে আসতে শুরু করলে কাজই সেরেছে। আগামী কতদিন এখানে আটকে থাকতে হবে লেনিনগ্রাদকে কে জানে! দু'-এক বছর আরো থাকার ইচ্ছে আছে নাকি এখানে আপনার?'

হাসলো জ্যাকভ। হঠাৎ কথাটা মনে পড়তেই হাসি মিলিয়ে গেলো মুখ থেকে, 'বরফের তলায় কতদিন থাকতে হবে আমাদের? মানে, খোলা সাগরে কবে নাগাদ পৌঁছুবে লেনিনগ্রাদ?'

'রাইকভ বলেছেন চব্বিশ ঘণ্টা। তবে তেমন পরিস্থিতি হলে চব্বিশ দিনও থাকতে হতে পারে। না না, অতো উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। ওপরের চেয়ে বরফের তলাটা অনেক বেশি নিরাপদ, মানে বিপদের সম্ভাবনা কম।'

সন্তুষ্ট হতে পারলো না জ্যাকভ, কিন্তু আর কোনো কথাও বললো না। নিঃশব্দে নিজের মেডিক্যাল কিটটা তুলে নিলো। এগিয়ে চললো কণ্ট্রোল রুমের দিকে। পিছু নিলো রানা।

ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছেন কমাণ্ডার রাইকভ। রানা আর জ্যাকভকে নিয়ে খোলা হ্যাচ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। স্টেশন নভেলির দিকে চললো তিনজনে।

পথে বেশ কিছু নাবিকের সঙ্গে দেখা হলো তাদের, লেনিনগ্রাদে ফিরে যাচ্ছে তারা। মুখ ভার। কেন, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। নভেলির কংকাল নিশ্চয় খুব সুদৃশ বস্তু নয়।

আবহাওয়ার অকস্মাৎ পরিবর্তনে উত্তাপ বেড়ে গেছে। তার ওপর চব্বিশ ঘন্টা একটানা হীটার চালু থাকায় বাংকহাউসের ভেতরটা একটু বেশিই গরম হয়ে উঠেছে। দেয়াল গরম হয়ে যাওয়ায় এক ফোঁটা বরফ নেই বাইরের দিকে, সব গলে পড়েছে। হুঁশ ফিরেছে দুই যমজের একজনের, নিকোলাইয়ের। বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসেছে সে, গরম সুপ খাচ্ছে। তাকে সাহায্য করছে দু'জন প্রহরী-নাবিকের একজন।

'বাহ্!' রাইকভের দিকে ফিরলো রানা, 'একজন তো বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে।'

'হুঁ,' রানার কথায় সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালো জ্যাকভ। এগিয়ে গিয়ে বুনিয়েনের ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালো। কয়েক সেকেণ্ড মনোযোগ দিয়ে

পরীক্ষা করলো। তারপর সোজা হয়ে কমাণ্ডারের দিকে চেয়ে বললো, 'অত্যন্ত অসুস্থ। একে নাড়ানো যাবে না, ক্যাপ্টেন।'

'আমি যদি দায়িত্ব নিই,' ভোঁতা শোনালো কমাণ্ডারের কণ্ঠ, 'অনুমতি দেবেন তো, ডাক্তার ?'

রাইকভের কথাগুলো কেমন যেন ব্যবসায়ীসুলভ যান্ত্রিক মনে হলো রানার কাছে। কিন্তু কমাণ্ডারকে দোষ দিতে পারলো না সে। জ্যাকভ এখনো সন্দেহ মুক্ত হয়নি তাঁর চোখে।

রাইকভের হয়ে যেন মাপ চাইলো রানা, জ্যাকভের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা চাওয়ার-ভঙ্গিতে শ্রাগ করলো, তারপর এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালো বুনিয়েনের ওপর। তার পক্ষে সম্ভব সব রকমে পরীক্ষা করে সোজা হয়ে কমাণ্ডারের দিকে চাইলো। 'ডাক্তার জ্যাকভ ঠিকই বলেছেন, ক্যাপ্টেন। বুনিয়েন সত্যিই অসুস্থ। তবে আমার মনে হয় তাকে জাহাজে স্থানান্তর করা যাবে।'

'ডাক্তার রানা, বুনিয়েন আপনার রোগী নয়। তাকে চিকিৎসার ভারও আপনার ওপর নয়,' প্রতিবাদ করলো জ্যাকভ।

'জানি আমি। দুঃখিত, ডাক্তার। কিন্তু লেনিনগ্রাদ আর নাবিকদের কথাও ভাবতে হবে। একজনের জন্যে পুরো জাহাজশুদ্ধ সবার জীবনের ঝুঁকি নেয়ার উপায় নেই আমার,' শান্ত কণ্ঠ কমাণ্ডারের।

'কিন্তু···।'

'আর কোনো কিন্তু নয়। বললামই তো, বুনিয়েনের দায়িত্ব আমি নিলাম,' বললেন কমাণ্ডার। 'ডাক্তার। জ্যাকভ, বুনিয়েনের স্থানান্তরের ব্যাপারটা আপনি দেখাশোনা করলে সত্যিই কৃতজ্ঞ বোধ করবো। সাহায্যকারী হিসেবে যে ক'জন লোক দরকার, নিন।'

অগত্যা রাজি হলো জ্যাকভ, কিন্তু মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে মোটেই

সন্তুষ্ট হতে পারেনি সে। তবে বুনিয়েনের জাহাজে স্থানান্তরের ভার উপযুক্ত লোকের হাতেই দিয়েছেন কমাণ্ডার।

বুনিয়েন আর নিকোলাইকে লেনিনগ্রাদে নিয়ে যাবার পর হীটার, টেলিফোন, তার, ইত্যাদি জাহাজে ফিরিয়ে নিতে দেরি হলো না। শেষ লোকটা সাবমেরিনে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো রানা। তারপর গুটি গুটি পায়ে গিয়ে ঢুকলো ট্রাক্টর শেডে।

পেট্রোল ট্যাংকে ভাঙা ছুরিটা আছে ঠিকই, কিন্তু পিস্তল আর গুলির ম্যাগাজিন দু'টো গায়েব হয়ে গেছে। যে এই জিনিসগুলো নিয়ে গেছে সে ডাক্তার জ্যাকভ নয়। কারণ লেনিনগ্রাদ থেকে বেরোনোর পর থেকে জাহাজে আবার ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সারাক্ষণ জ্যাকভের সঙ্গে আঠার মতো লেগেছিলো রানা।

বিকেল তিনটায় ডুব দিলো লেনিনগ্রাদ।

বরফের তলা দিয়ে এগিয়ে চললো দক্ষিণে, খোলা সাগরের উদ্দেশে।

আট

দ্রুত ভালভাবেই কেটে গেলো বিকেলটা। অনেক কষ্টে বরফ ভেঙে করে উঠেছিলো লেনিনগ্রাদ, প্রায় দু'দিনের মতো একই জায়গায় কাটিয়ে ডুব দিয়েছে আবার। গত দু'টো দিন মোটেই আনন্দে কাটেনি, কিন্তু তবু হ্যাচ বন্ধ করে সাবমেরিন ডুব দিতেই কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠলো রানার বুকের ভেতর। জায়গাটার মায়া বসে গিয়েছে মনে।

তার চরিত্রের সঙ্গে দুর্গম এই অঞ্চলটার কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে, কেমন যেন গোপন সুতোর টানে আকর্ষণ করে ওকে, ঠিক বলে বোঝানো যায় না।

আরো একটা কারণ আছে রানার খারাপ লাগার। কতগুলো লোক-কে ফেলে এসেছে ওরা পেছনে—কতগুলো নিরপরাধ লোক, স্বাভাবিক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে যাদের দেরি ছিলো। এই দুর্গম অঞ্চলে এসে কাজ করছিলো জীবিকার জন্যে, পরিবার-পরিজন থেকে অনেক অনেক দূরে। কিন্তু কারো স্বার্থে লেগে গেলো। এমন কেউ, যার ক্ষমতা আছে। যদিও জানে, এরা নির্দোষ, হুকুমের চাকর মাত্র—তবু শেষ করে দিলো। কি দাম মানুষের জীবনের ?

রানার মনে অস্বস্তি। ঠিক একই কারণে অস্বস্তি আরো কয়েকজনের মনেও : কমাণ্ডার রাইকভ, লেফটেন্যাণ্ট রুস্তভ, গ্যাকো, পিনিন এবং ডাক্তার রুডেনকো। এরা ছয়জন জানে, লেনিনগ্রাদে রয়েছে এক বা একাধিক ভয়ংকর খুনী। সামান্যতম প্রয়োজনেই যে আবার আঘাত হেনে বসতে পারে, যে-কোনো সময়।

নভেলির অতিথিরা লেনিনগ্রাদের ভেতরটা ঘুরেফিরে দেখার অনুমতি চেয়েছে কমাণ্ডারের কাছে। ইচ্ছে ছিলো না মোটেই, কিন্তু তবু রানার পরামর্শে বলতে গেলে বাধ্য হয়েই অনুমতি দিয়েছেন রাইকভ।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতিথিদের সাবমেরিন দেখানোর দায়িত্ব নিলো রুস্তভ। সঙ্গে রইলো রানা, ইচ্ছে করেই। আশা, বলা যায় না, কোনো দরকারী সূত্র আবিষ্কার হয়ে যেতে পারে খুনীর সঙ্গে সঙ্গে থাকলে।

পুরো জাহাজটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতিথিদের দেখালো রুস্তভ, দু'টো জায়গা বাদে : রিঅ্যাক্টর রুম এবং ইনারশিয়াল-নেভিগেশন রুম।

ছ'জন বিশেষ অতিথির ওপর কড়া নজর রাখলো রানা সর্বক্ষণ।

রাতের খাওয়া শেষ। সিক-বেতে গিয়ে ঢুকলো ডাক্তার জ্যাকভ, সঙ্গে রানা। রোগীদের দেখাশোনায় মন দিলো জ্যাকভ, পাশে পাশে রইলো রানা। সাহায্য করলো সাধ্য অনুযায়ী। ডাক্তার হিসেবে খুবই ভালো জ্যাকভ, নিজের কাজ বোঝে। দ্রুত অভ্যস্ত হাতে রোগীদের ব্যাণ্ডেজ বদলালো, যার যা দরকার তার জন্যে ঠিক তা-ই করলো। বেশির ভাগ সময় কাটালো ক্যাপ্টেন কুমারভকে নিয়ে। রুডেনকোর কানের নিচেটা পরীক্ষা করলো, ওষুধ লাগালো, হালকা রসিকতা করলো। রুডেনকো দুর্বল, তাই আপাততঃ কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে তাকে, কিন্তু পুরোপুরি নয়। লেনিনগ্রাদের মাত্র কয়েকজন লোক জানে, কমাণ্ডার রাইকভের ঘরের দু'টো চাবির একটা দেয়া হয়েছে রুডেনকোকে। প্রয়োজন মতো সবার অজ্ঞাতে রুস্তভ কিংবা গ্যাকোর সাহায্য নিয়ে কমাণ্ডারের ঘরে গিয়ে ঢোকে সে, তালা আটকে ভেতরে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর আবার বেরিয়ে আসে সবার অলক্ষ্যে। বাইরে থেকে ঘরের তালা আটকে দিয়ে শুয়ে পড়ে সিক-বেতে এসে, নিজের কটে।

নিউক্লিয়নিকস ল্যাবরেটরীতে খানিকটা জায়গার মালপত্র সরিয়ে দু'টো বিছানা পাতা হয়েছে। দুই যমজ ভাইকে 'এনে রাখা হয়েছে এই দুই বিছানায়।

এতোই আলতোভাবে এতোই সাবধানে দুই ভাইকে আনা হয়েছে যে কোনোই ক্ষতি হয়নি তাদের। এই কাজের জন্যে পুরো প্রশংসা প্রাপ্য জ্যাকভের।

বুনিয়েনও হুঁশ ফিরে পেয়েছে এখন। মারাত্মক-পোড়া ডান বাহুতে ভয়ানক যন্ত্রণা, জ্যাকভকে ঢুকতে দেখেই জানালো সে।

বুনিয়েনের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো জ্যাকভ। রানাও পাশে এসে দাঁড়ালো। বুনিয়েনের পোড়া হাতটা তুলে পরীক্ষা করলো ডাক্তার বীভৎসভাবে পুড়েছে। চামড়া বলতে কিচ্ছু নেই। ক্ষতের ওপরের বিচ্ছিরি দুর্গন্ধময় আস্তরণ ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে নিলো জ্যাকভ। লাল দগদগে ক্ষত। অ্যালুমিনিয়ামের তস্তরিতে করে আনা মলম বের করলো জ্যাকভ। ক্ষতের ওপর খুব সাবধানে আলতো করে মাখালো মলম। তারপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধলো শক্ত করে। ব্যথা-নিবারক ইঞ্জেকশন দিলো। কিছু ঘুমের বড়িও গেলালো। রোগীদের পাহারায় থাকা লোককে কড়া নির্দেশ দিলো, যেন বুনিয়েনের সামান্যতম পরিবর্তনও জ্যাকভের গোচরে আনা হয়।

রাতের মতো কাজ শেষ করে ঘুমোতে চলে গেলো জ্যাকভ।

রানাও নিজের কেবিনে এসে ঢুকলো। গত কয়েক রাত ধরে তার ঘুম নেই। পরিশ্রান্ত, ভীষণ পরিশ্রান্ত সে। শরীরে আর কুলাচ্ছে না।

কেবিনে ঢুকে দেখলো রানা, নিজের বাংকে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে রুস্তভ।

ডাক্তার জ্যাকভের দেয়া ঘুমের বড়ি না খেয়েও মড়ার মতো ঘুমালো রানা।

রাত দু'টোয় ঘুম ভেঙে গেলো রানার। চোখ ঘুমে জড়ানো, ক্লান্তি কাটেনি, মনে হলো মাত্র পাঁচ মিনিট আগে ঘুমিয়েছে। মন কিন্তু ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠেছে।

এতো জোরে শব্দ হচ্ছে, কুম্ভকর্ণেরও ঘুম ভেঙে যেতে বাধ্য। প্রচণ্ড

শব্দে বাজছে মাথার ওপর সাউণ্ডবক্স, অ্যালার্ম হুইসেল। হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সের ওয়ার্নিং হুইসেলের মতোই উঁচু-নিচু স্কেল, কিন্তু আরো তীক্ষ্ণ, আরো জোরালো। বদ্ধ পরিসরে যা নয় তার চেয়েও জোরে শোনা যাচ্ছে আওয়াজ।

ওদিকে বাংক থেকে নেমে কাপড় পরতে শুরু করেছে রুস্তভ। কাপড় পরে কোনমতে জুতোজোড়া পায়ে গলিয়ে দ্রুত হাতে ফিতে বাঁধতে লাগলো।

'ব্যাপার কি?' জানতে চাইলো রানা। হুইসেলের প্রচণ্ড শব্দে কান ঝালাপালা, চেঁচিয়ে কথা বলতে হলো তাকে।

'আগুন!' কঠিন শোনালো রুস্তভের কণ্ঠ, 'জাহাজে আগুন লেগেছে। আর লাগলো কিনা বরফের তলায়!'

জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে রানার কট পেরিয়ে ছুটে গেলো রুস্তভ। বেরিয়ে গিয়ে জোরে ঠেলা মেরে দরজার পাল্লা বন্ধ করে দিলো।

যেমন শুরু হয়েছিলো, তেমনি আচমকা থেমে গেলো হুইসেলের প্রচণ্ড কর্কশ চিৎকার। শব্দ থেমে যাবার পর হঠাৎই বড় বেশি নিস্তব্ধ, বড় বেশি নিঝুম মনে হলো জাহাজটাকে। অনুভব করলো রানা, সামান্যতম কাঁপুনিও নেই লেনিনগ্রাদে। বিশাল ইঞ্জিন স্তব্ধ হয়ে গেছে। আরো একটা ব্যাপার অনুভব করলো রানা, শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ-ঠাণ্ডা একটা ছোঁয়া উঠে আসছে ওপরে।

ইঞ্জিন বন্ধ হলো কেন, বুঝতে পারলো না রানা। এতো তাড়াতাড়ি কি কারণে বন্ধ হয়ে গেলো নিউক্লিয়ার ইঞ্জিন? এবং এরপর কি ঘটবে?—হঠাৎ মনে হলো রানার, রি-অ্যাকটর রুম থেকে আগুনের উৎপত্তি হয়নি তো। অপার্থিব উজ্জ্বল নীল সবুজ আর বেগুনী সেই

জ্বালানি ইউরেনিয়ামের স্তূপে যদি আগুন লাগে তো কি হবে? —জানে না রানা। জানার দরকারও নেই। মৃত্যুটা সম্ভবতঃ অনেক বেশি দ্রুত হবে সেক্ষেত্রে।

উঠে পড়লো রানা। কাপড় পরতে লাগলো ধীরে সুস্থে, কোনো তাড়াহুড়ো নেই। ভাঙা আঙ্গুলের জন্যে কাপড় পরতে অসুবিধে হচ্ছে, কিন্তু সেজন্যে নয়, আসলে দেরি করছে সে ইচ্ছে করেই। জাহাজে আগুন লেগেছে, হয়তো ধ্বংস হতে যাচ্ছে রিঅ্যাকটর। একে রক্ষা করতে হলে রাইকভের ট্রেনিং পাওয়া ক্রু'দের তাড়াহুড়ো করা দরকার। ওরা যদি কিছু করতে না পারে, 'কোথায় আগুন, কোথায় আগুন' বলে চেঁচিয়ে গলা ফাটানোই সার হবে রানার, জাহাজ বাঁচানোর জন্যে তেমন কিছুই করতে পারবে না সে।

রুস্তভের কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার তিন মিনিট পরে কন্ট্রোল রুমের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিলো রানা। সঙ্গে সঙ্গে নাকেচোখে যেন থাবা মারলো তীব্র ঝাঁঝালো ধোঁয়া। ঘরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। শোনা গেলো রাইকভের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, 'ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিন।'

পেছনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করলো রানা। কিন্তু ভালো করে চাইতেই পারছে না। এক মুঠো মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যেন তার চোখে। কালো, বিচ্ছিরি-গন্ধ, ঘন, ভারি ধোঁয়ায় ঘর ভরা। গলা জ্বালা করতে শুরু করেছে ইতি-মধ্যেই। কয়েক ফুটের বেশি দৃষ্টি চলে না। চোখ মিটমিট করে কোন-মতে তাকালো রানা, চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরতে শুরু করে-ছে। যার যার নিজের চেয়ারে বসে আছে নাবিক-অফিসারেরা। কেউ হাঁসফাস করছে, কেউ কাশছে, কেউ অস্ফুট গলায় গাল দিচ্ছে ধোঁয়া-

কে, সবার চোখেই পানি, কিন্তু আতংকিত নয় কেউ।

'দরজার বাইরে থাকলেই ভালো করতেন, ডাক্তার,' শুষ্ক কণ্ঠে কথা বললেন রাইকভ। 'দরজা খুলে দিলে অবশ্য কমে যাবে, কিন্তু ধোঁয়া এখানেই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করছি।'

'কোথায় আগুন লেগেছে?'

'ইঞ্জিন রুমে,' নিজের বাড়ির ব্যালকনিতে বসে যেন আবহাওয়ার খবরাখবর জানাচ্ছেন রানাকে কমাণ্ডার, এমনি ভাবসাব। এই লোক-টির বিপদে ধৈর্য-ধরার ক্ষমতা দেখে অন্যান্য অনেকবারের মতো আরেকবার বিস্মিত হলো রানা। 'তবে ইঞ্জিন রুমের কোথায়, জানি না এখনো। ব্যাপারটা খারাপই বলতে হবে, বিশেষ করে এই ধোঁয়া। আগুন কতোটা মারাত্মক, বুঝতে পারছি না। ইঞ্জিনিয়ার অফি-সার জানাচ্ছে, ইঞ্জিন রুম গাঢ় অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।'

'ইঞ্জিন,' বললো রানা, 'বন্ধ হয়ে গেছে। কোনো গোলমাল...'

রুমাল দিয়ে চোখ ডলতে ডলতে এগিয়ে গিয়ে একটা লোককে কি বললেন কমাণ্ডার। রবারের স্যুট পরে মুখে মাস্ক লাগিয়েছে লোকটা।

'ধোঁয়ায় সেদ্ধ হবো না আমরা,' রানার দিকে ফিরে সান্ত্বনা দিলেন রাইকভ। হাসছেন। 'ঘাবড়াবার কিছুই নেই। আণবিক পাইল কোনো গোলমাল করবে না। যদি কোনো গোলমাল দেখা দিতে চায়, এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম সময়ে ইউরেনিয়াম রড থেমে যাবে, বন্ধ করে দেবে রিঅ্যাকশন। এখন অবশ্য ইঞ্জিনটা আম-রাই থামিয়ে দিয়েছি। ইঞ্জিন রুমে ওরা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, রিঅ্যাকটর ডায়াল কিংবা কন্ট্রোল রডের গভর্ণার, কিচ্ছু না। বাধ্য হয়েই ইঞ্জিন অফ করে রাখতে হয়েছে। ধোঁয়ার জ্বালায় ইঞ্জিন রুম

থেকে ক্রুরা বেরিয়ে চলে এসেছে। সবাই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে স্টার্ন রূমে।'

হাঁপ ছাড়লো রানা। বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হচ্ছে না ওরা, কিংবা আণবিক রিঅ্যাকশনে বাষ্প জাতীয় কিছুও হয়ে যাচ্ছে না। আপাতত শুধু দম বন্ধ হওয়া থেকে বাঁচতে পারলেই হলো।

'আমরা কি করছি তাহলে এখন?' জানতে চাইলো রানা।

'এখুনি ভেসে ওঠা উচিত। কিন্তু মাথার ওপর চোদ্দ ফুট বরফ।'

রবার স্যুট আর মাস্ক পরা লোকটার দিকে ফিরে কিছু নির্দেশ দিলেন রাইকভ। লোকটার হাতে ডায়াল লাগানো একটা ছোট বাক্স। সেটার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কমাণ্ডার। রানার দিকে ফিরে বললেন, 'এক্সকিউজ মি, ডক্টর রানা,' বলে লোকটার সঙ্গে এগিয়ে চললেন। নেভিগেটরের চার্ট ডেস্ক পেরিয়ে, আইস মেশিনের ধার দিয়ে এগিয়ে গেলেন ভারি দরজাটার দিকে। দরজার ওপারে প্যাসেজের প্রান্তে ইঞ্জিন রূম, তার নিচে রিঅ্যাকটর কম্পার্টমেন্ট।

ভারি দরজার হুড়কো খুললো স্যুট পরা লোকটা। ধাক্কা দিয়ে পাল্লা খুলতেই জট পাকানো গাঢ় কালো ধোঁয়া এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো কন্ট্রোল রূমে। চোখের পলকে ছিটকে প্যাসেজে বেরিয়ে গেলো লোকটা। ওইটুকু সময়েই প্যাসেজে ধোঁয়ার পরিমাণ নিরীক্ষণ করলেন কমাণ্ডার, পরক্ষণেই ধাক্কা মেরে আবার লাগিয়ে দিলেন পাল্লা। আবার কন্ট্রোল পজিশনে ফিরে এসে হাত বাড়িয়ে রুফ-মাইক্রোফোন খুলে আনলেন।

'ক্যাপ্টেন বলছি,' গম গম করে উঠলো রাইকভের কণ্ঠ বদ্ধ ঘরে, "ইঞ্জিন রূমে আগুন লেগেছে, কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গা থেকে শুরু হয়েছে জানতে পারিনি এখনো। কি করে লাগলো: ইলেকট্রিক্যাল, কেমি-

ক্যাল নাকি ফুয়েল থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই আগুন তাও জানি না। রেডিয়েশন লীক করেছে কিনা, পরীক্ষা করতে লোক গেছে,' একটু থামলেন কমাণ্ডার। বুঝলো রানা, স্যুট পরা লোকটার হাতের বাক্সটা গেইগার কাউন্টার জাতীয় কিছু। আবার কথা বললেন রাইকভ, 'যদি নেগেটিভ বোঝা যায়, স্টীম লীক করেছে কিনা জানার চেষ্টা করবো। যদি তা-ও নেগেটিভ হয়, আগুনের উৎপত্তি কোথায় হয়েছে, জানতে হবে। খুবই কঠিন কাজ, কারণ ইঞ্জিন রুমে ভিজিবিলিটি জিরো। ইঞ্জিন রুমের সমস্ত ইলেকট্রিক সার্কিট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, এমন কি বাতিও জ্বলছে না—কে জানে, বাতাসে অ্যাটোমাইজড ফুয়েলে অস্তিত্ব আছে কিনা। তাহলে বিস্ফোরণ ঘটবে। অক্সিজেন-ইনটেক ভালব-গুলোও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, একেবারে আলাদা করে ফেলা হয়েছে ইঞ্জিন রুমকে। ভেতরের বদ্ধ বাতাসে যেটুকু অক্সিজেন রয়েছে জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে যাবে, সারা জাহাজে ছড়িয়ে পড়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই।

'ধূমপান নিষিদ্ধ এখন,' ফোনে নির্দেশ দিতে লাগলেন কমাণ্ডার, 'হীটার, ফ্যান, এবং কথা বলার লাইন ছাড়া অন্য সমস্ত ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের সুইচ অফ রাখতে হবে। অতি প্রয়োজনীয় দু'একটা ছাড়া সমস্ত বাতির সুইচ অফ করতে হবে। যে যেখানে আছো, নেহায়েত দরকার না পড়লে নড়বে না। পরিস্থিতির যে-কোনো রকমের উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে জানাবো আমি।'

কেউ একজন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, টের পেলো রানা। ফিরে চেয়ে দেখলো ডাক্তার জ্যাকভ। হাসি হাসি ভাবটা মুখ থেকে নিরু-দ্দেশ হয়ে গেছে, গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে ডাক্তারের। ফ্যাঁশফ্যাঁশে গলায় রানাকে বললো, 'বাপরে বাপ, ধোঁয়া কি! নভেলি থেকে উদ্ধার

পেয়ে খুব একটা লাভ হলো মনে হচ্ছে না এখন। আর কমাণ্ডারের এইসব নির্দেশ···সিগারেট খাওয়া চলবে না, ফ্যান বন্ধ, আলো থাকবে না, চলাফেরা বন্ধ—কফিনে এসে ঢুকলাম নাকি রে, বাবা !'

'বাধ্য হয়েই এই নির্দেশ দিতে হয়েছে,' জবাবটা দিলেন রাইকভই। জ্যাকভের কথা কানে গেছে তাঁর। 'নিউক্লিয়ার সাবমেরিনে এর চেয়ে বড় বিপদ আর নেই, বরফের তলায় জাহাজে আগুন। সাধারণ সাবমেরিনের চাইতে অবস্থা অনেক বেশি খারাপ আমাদের। ওই সব জাহাজে প্রচুর ব্যাটারী তৈরি রাখা হয়। দরকার পড়লে শুধু ব্যাটারীর শক্তিতে ইঞ্জিন চালিয়েই মাইলের পর মাইল চলে যাওয়া যায়। অ্যাটমিক সাবমেরিনে ব্যাটারীর বিশেষ দরকার পড়ে না। কাজেই আমাদের ব্যাটারীর স্টক খুবই কম।'

'তা বুঝলাম,' মাথা ঝাঁকালো জ্যাকভ, 'কিন্তু ধূমপান আর নড়াচড়ায় নিষেধ···'

'সেই ব্যাটারী,' বাধা দিয়ে বললেন রাইকভ। 'ব্যাটারীর স্টক বেশি থাকলে এসবের কোনো প্রয়োজন পড়তো না। ইঞ্জিন বন্ধ, জেনারেটর বন্ধ। ব্যাটারীতে চলছে এখন বাতাস-পরিশোধন যন্ত্র। লাইট, ভেন্টিলেশন, হীটিং সবই চালাতে হচ্ছে ব্যাটারীর সাহায্যে। বিদ্যুৎ বেশি খরচ করলে শীঘ্রিই ফুরিয়ে যাবে ব্যাটারী. সত্যি সত্যিই কফিনে পরিণত হবে লেনিনগ্রাদ। বাতাস বিশুদ্ধ রাখার প্রয়োজনে ধূমপান করা যাবে না। বেশি নড়াচড়া করলে প্রশ্বাসের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেশি পরিমাণে বেরোবে। বদ্ধ জায়গায় এই গ্যাসের আধিক্য দেখা দিলে কি ঘটবে আপনি আমার চেয়ে বেশি ভালো বোঝেন। কিন্তু বিদ্যুৎ বাঁচানোর সব চেয়ে বড় কারণ, হীটার জ্বালানো, পাম্প চালানো এবং রিঅ্যাকটরের মোটর আবার স্টার্ট দেবার জন্যে আমাদের

বিদ্যুৎ দরকার। যদি রিঅ্যাকটর স্টার্ট করার আগেই সমস্ত ব্যাটারী শেষ করে ফেলি—তা ডাক্তার, আপনার কি ইচ্ছে জানি না, কিন্তু আমাকে দেশে ফিরতেই হবে।'

'লোককে হতাশার সংবাদ দিতে জুড়ি নেই আপনার, কমাণ্ডার,' অনুযোগ করলো জ্যাকভ।

'ডাক্তাররা কখনো হতাশ হয় না বলেই জানতাম,' শুষ্ক হাসি হাসলেন কমাণ্ডার। 'আপনি কি বলেন, ডাক্তার রানা?'

'আসলে পেনশন ভোগ না করে মরার ইচ্ছে নেই আপনার, কমাণ্ডার,' বললো রানা।

'এতদিন খেটেখুটে পেনশন ভোগ করতে না পারলে মরেও কি শান্তি হবে?' সত্যিই যেন পেনশনের জন্যে দারুণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে, এমনিভাবে কথা বললেন রাইকভ। 'একটা পলিনাইয়া পেতেই হবে, যে করেই হোক। ভাসিয়ে তুলতে হবে লেনিনগ্রাদকে। হ্যাচ খুলে ধোঁয়া বাইরে বের করে দেবো যতটা সম্ভব হয়। তারপর ডিজেল ইঞ্জিন স্টার্ট দিলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে ইঞ্জিন রুমের সমস্ত ধোঁয়া টেনে খেয়ে ফেলবে ওটা। ভাসতে না পারলে মহা বিপদই হবে।'

'কম্পাসগুলো কি ব্যাটারীতে চলে?' জানতে চাইলো রানা।

'ভালো কথা মনে করেছেন,' বললেন রাইকভ। 'ব্যাটারীর শক্তি কমে গেলে আমাদের তিনটে স্পেরী জাইরো-কম্পাস আর ইনারশিয়াল-গাইডেন্স মেশিন N6A অকেজো হয়ে যাবে। আমরাও হারিয়ে যাবো। এই বরফের রাজ্যে, এই ল্যাটিচুডে চুম্বক-কম্পাস কোনাই নিশানা দেখাবে না, চক্রাকারে ঘুরবে শুধু কাঁটা।'

'আমরাও চক্রাকারেই ঘুরবো তখন,' চিন্তিত শোনালো জ্যাকভের

কণ্ঠ, 'ঘুরতেই থাকবো, ঘুরতেই থাকবো···কমাণ্ডার, নভেলিতে থাকাই অনেক ভালো ছিলো আমাদের জন্যে।'

'এখনো মরিনি আমরা, ডাক্তার···হ্যাঁ, রুস্তভ?' ঘরে এসে ঢুকেছে রুস্তভ, তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন কমাণ্ডার।

'ভ্যালেনকভ, কমরেড, আইস মেশিনের কাছে বসে আছে। ওকে একটা মাস্ক দেয়া যায়? চোখ আর মেলে রাখতে পারছে না বেচারা, অনবরত পানি পড়ছে।'

'যা দরকার দাওগে,' বললেন রাইকভ। 'ওর চোখ অকেজো হওয়া চলবে না। গ্রাফ পড়তে হবে। কড়া নজর রাখতে বলো আইস মেশিনের ওপর। বরফে চুলের মতো সূক্ষ্ম চিড়ও যেন চোখ না এড়ায়। আট-ন' ফুট পুরু বরফের স্তর পাওয়া গেলেও সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে।'

'টর্পেডো?' জানতে চাইলো রুস্তভ। 'গত তিন ঘণ্টায় ওগুলো ব্যবহার করার মতো পাতলা বরফ পাওয়া যায়নি। যে হারে এগোচ্ছে লেনিনগ্রাদ, আগামী তিন মাসেও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তবু যাই, দেখি, কি হয়। আমিও থাকছি ভ্যালেনকভের সাথে, আমার এই হাতটার জন্যে কোনো কাজই করতে পারছি না।'

'তবু যথেষ্ট করছো তুমি। ধন্যবাদ। যাবার আগে ইঞ্জিনম্যান ভাসিলিকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড স্ক্রাবার এবং মনোক্সাইড বার্নার বন্ধ করে দিতে বলো। যতোটা সম্ভব শক্তি বাঁচাতে হবে আমাদের। সাবমেরিনের পূর্ব পুরুষেরা তাদের চালকদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতো, তার খানিক স্বাদ আমরাও পেয়ে নিই, কি বলো? শীঘ্রিই অনুভব করবে, একটানা বিশ ঘণ্টা পানির তলায় থাকতে বাধ্য হলে কতোটা আরাম পেতো আগেকালের সাবমেরিনাররা।'

'অসুস্থদের ভীষণ অসুবিধে হবে,' বললো রানা। 'ক্যাপ্টেন কুমারস্ভ, তুই যমজ, ভালো বাতাস না পেলে ওদের কি অবস্থা হবে কে জানে!'

'দুঃখিত, ডাক্তার রানা,' সত্যিই দুঃখ প্রকাশ পেলো রাইকভের কণ্ঠে। 'অক্সিজেন একেবারে কমে গেলে শুধু সিক-বে আর ল্যাবরেটরীতে বিশুদ্ধ বাতাসের ব্যবস্থা করবো,' আচমকা দরজা খুলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলো এক ঝলক তীব্রগন্ধী কালো ধোঁয়া। মাস্ক আর রাবার স্যুট পরা লোকটা ঘরে এসে ঢুকেছে। টলটলায়মান অবস্থা ওর। রাইকভ সহ আরো দু'জন লোক তড়িৎগতিতে ছুটে গেলো। কমাণ্ডার আর একজন দু'পাশ থেকে দুই বাহু চেপে ধরলো মাস্ক পরিহিতের, অন্যজন ধাক্কা দিয়ে বন্ধ করে দিলো দরজার ভারি পাল্লা।

টেনে লোকটার মুখ থেকে মাস্ক খুলে আনলেন কমাণ্ডার। ইয়েভজেনি টাবু। টর্পেডো রুমে সেদিন এই লোকই রানার সঙ্গী হয়েছিলো। এই ধরনের জরুরী পরিস্থিতিতে গ্যাকো আর টাবুর মতো লোকই দরকার, ভাবলো রানা।

সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে টাবুর মুখ। বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে। চোখের মণি উল্টে কপালের দিকে উঠে গেছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যে-কোনো সময় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতে পারে। কন্ট্রোল রুমের বিষাক্ত বাতাসও এখন বিশুদ্ধ পাহাড়ী বাতাসের মতো লাগছে তার কাছে।

তিরিশ সেকেণ্ডেই মাথার ভেতরের ঘোলাটে ভাবটা কেটে গেলো টাবুর। ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। হেলান দিয়ে মলিন হাসি হাসলো সে।

'সরি, ক্যাপ্টেন,' জোরে জোরে শ্বাস টেনে বললো টাবু। 'ইঞ্জিন

রুমে এখন যা অবস্থা, এই মাস্ক তেমন কোনো কাজেই আসেনি। নরকের নমুনা কিছুটা দেখে এসেছি,' আরেকবার জোরে শ্বাস টানলো সে। হাসলো। 'তবে সুসংবাদ আছে। নো র‍্যাডিয়েশন লীক।'

'গেইগার কাউন্টারটা কোথায়?' শান্তভাবে জানতে চাইলেন রাইকভ।

'হারিয়ে গেছে, কমরেড। সত্যি বলছি, ওখানে তিন ইঞ্চি দূর থেকেও কিছু দেখা যায় না। একটা মেশিনে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, কাউন্টারটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছে কোথায়। তবে যা দেখার আগেই দেখে নিয়েছি।' কাঁধ থেকে ক্লিপ খুলে ফিল্ম ব্যাজ বের করলো টাবু, 'এতে আছে, কমরেড।'

'জলদি ডেভেলপ করে নিয়ে এসো,' পাশে দাঁড়ানো একজনকে আদেশ দিলেন রাইকভ। টাবুকে বললেন, 'দারুণ দেখিয়েছো, জেনি। যাও, মেস রুমের দিকে চলে যাও। এখানকার চেয়ে পরিষ্কার বাতাস ওখানে।'

টাবু উঠে চলে গেলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডেভেলপ হয়ে গেলো ফিল্ম। ডেভেলপারের হাত থেকে ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিলেন কমাণ্ডার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়েই মুখ তুলে হাসলেন, 'ঠিকই বলেছে জেনি। নো র‍্যাডিয়েশন লীক।'

এই সময় কন্ট্রোল রুমের সামনের দরজা খুলে গেলো। ধোঁয়ার মধ্যেও ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটাকে চিনতে পারলো না রানা।

'চীফ টর্পেডোম্যান সুমিপভের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছি, কমরেড,' বললো গ্যাকো।

'ধরে নিতে পারি, টাবুর দায়িত্ব পালন করতে এসেছো, নাকি?'

গ্যাকোর পেটের কথা আগেই বলে দিলেন রাইকভ।

'টাবুর অবস্থা খারাপ। আমি ছাড়া আর কে যাবে, কমরেড ?'

'আরো লোক নিশ্চয়ই...'

'গ্যাকোই যাক না,' সুপারিশ করলো রানা। 'ওই স্মোক মাস্ক বিশেষ সুবিধের না। এক কাজ করুক, আণ্ডারওয়াটার অক্সিজেন সেট নিয়ে যাক।'

'স্টীম লীক চেক করতে বলছেন তো আমাকে, ক্যাপ্টেন ?' জিজ্ঞেস করলো গ্যাকো।

'ইলেকশনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই নিজে ভোট দিয়েছো, এবং একার ভোটেই জিতে গেছো,' বললেন কমাণ্ডার। 'হ্যাঁ, স্টীম লীক।'

'ওই স্যুটটা পরে গিয়েছিলো টাবু ?' মেঝেতে পড়ে থাকা রাবার স্যুটটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো গ্যাকো।

'হ্যাঁ। কেন ?'

'স্টীম লীক করলে ময়েশচার লেগে থাকতে পারে স্যুটে। দেখেছেন, কমরেড ?'

'তা পারে। কিন্তু ভয়ানক গরমে আবার শুকিয়েও যেতে পারে। আরো অনেক কিছুই ঘটতে পারে। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করো না।'

'এই যে যাচ্ছি, কমরেড,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলো গ্যাকো। রুস্তভের দিকে ফিরে হাসলো। 'আইস ক্যাপে টেক্কা দিয়েছিলেন, লেফটেন্যান্ট, কিন্তু এবার ? এবারে মেডেল ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছি আমি।'

'একটু দাঁড়াও, গ্যাকো,' বললো রুস্তভ। কমাণ্ডারের দিকে চেয়ে বললো, 'আমার একটা পরামর্শ আছে, ক্যাপ্টেন। ওখানে ঢুকে মাস্ক খুলতে পারবে না ও, কাজেই কি ঘটছে না ঘটছে আমাদের বলে

জানাতে পারবে না। এক কাজ করতে পারে। প্রতি চার-পাঁচ মিনিট পর পর ইঞ্জিন টেলিগ্রাফের সাহায্যে কল-সাইন পাঠাতে পারে। তাহলেই আমরা বুঝবো, ও ভালোই আছে। কল-সাইন না পেলেই আরেকজনকে পাঠানো যাবে ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্যে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন রাইকভ।

স্যুট এবং অক্সিজেন অ্যাপারেটাস পরে নিয়ে চলে গেলো গ্যাকো এই নিয়ে তিনবার ইঞ্জিন রুমের দিকে যাবার দরজাটা খোলা হলো। বার বার খোলায় গাঢ় কালো ধোঁয়া ঢুকে বিষাক্ত করে তুললো কন্ট্রোল রুমের আবহাওয়া। চোখ খুলে রাখাই মুশকিল। কমাণ্ডারের নির্দেশে একজন কিছু গগলস সাপ্লাই করে গেলো। কেউ কেউ মাস্ক পরলো।

ফোন বাজলো এই সময়। রিসিভার তুললো রুস্তভ, কথা বললো, তারপর রেখে দিলো আবার।

'মোমিনভ, স্যার,' বললো রুস্তভ। লেফটেন্যান্ট তুর্গেই মোমিনভ মেইন-প্রোপালশন অফিসার। 'অসুস্থ হয়ে পড়ায় ম্যানুভার রুম থেকে স্টার্ন রুমে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। এখন ঠিকই আছে বলছে। স্মোক মাস্ক কিংবা ব্রীদিং অ্যাপারেটাস পাঠাতে পারবো কিনা, জানতে চেয়েছো তার এবং আরেকজনের জন্যে। হ্যাঁ বলে দিয়েছি আমি।'

'মোমিনভ নিজে তদন্ত করলে আন্তরিক খুশি হবো আমি,' বললেন রাইকভ। 'কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।'

'আমিই নিয়ে যাচ্ছি জিনিসগুলো,' বললো রুস্তভ। 'আইস মেশিনের ওপর অন্য আর কাউকে নজর রাখতে বলে দিচ্ছি।'

রুস্তভের আহত হাতের দিকে তাকালেন রাইকভ। দ্বিধা করলেন, তারপর মাথা ঝাঁকালেন। 'ঠিক আছে। কিন্তু যাবে আর আসবে।'

মিনিটখানেকের মধ্যেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেলো

রুস্তভ। পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এলো। ব্রীদিং অ্যাপারেটাস খুলে নিলো। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে এই কয় মিনিটেই। কপালে ঘাম।

'ইঞ্জিন রুমে আগুন রয়েছে,' বললো রুস্তভ। 'একেবারে নরক। স্ফুলিঙ্গ কিংবা শিখা দেখলাম না। দেখবো কি! যা গাঢ় ধোঁয়া! ব্লাস্ট ফার্নেসের আগুনও দুই ফুট দূরে থেকে দেখা যাবে না!'

'গ্যাকোকে দেখেছো?' জানতে চাইলেন রাইকভ।

'না। রিং করেনি?'

'দু'বার করেছে। কিন্তু…' এই সময় রিং হওয়ায় থেমে গেলেন রাইকভ। তারপর বললেন, 'ওই যে, গ্যাকো। ভালোই আছে বোঝা যাচ্ছে, স্টার্ন রুমের অবস্থা কি, ইউরি?'

'এখানকার চেয়ে অনেক খারাপ। আহত লোকগুলোর অবস্থা শোচনীয়, বিশেষ করে বুনিয়েন। দরজা বন্ধ করার আগেই কি করে জানি প্রচুর ধোঁয়া ঢুকে পড়েছে।'

'এয়ার-স্ক্রাবার স্টার্ট দিতে বলো ভাসিলিকে। শুধু ল্যাবরেটরীর জন্যে।'

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেলো। এই সময়ের মধ্যে আরো তিনবার বাজলো ইঞ্জিন রুম টেলিগ্রাফ। কন্টোল রুমের বদ্ধ বাতাস আরো বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। শ্বাস নেয়া ভীষণ কষ্টকর হয়ে উঠেছে। পুরো সাজ-পোশাক পরে ফায়ার ফাইটিং টীম এসে প্রবেশ করেছে কন্ট্রোল সেন্টারে। এই সময় আবার খুলে গেলো পেছনের দরজা।

গ্যাকো। দাঁড়ানো দেখেই বুঝতে কষ্ট হয় না, অত্যন্ত দুর্বল। ব্রীদিং অ্যাপারেটাস আর স্যুট খুলতে সাহায্য করা হলো তাকে। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। কপালে, মুখে, ঘাড়ে ঘামের বন্যা। কিন্তু খুশিতে

জ্বল জ্বল করছে তার চোখ। দাঁত বের করে হাসছে গ্যাকো।

'স্টীম লীক না, ক্যাপ্টেন,' এই কয়টা শব্দ বলার ফাঁকেই তিনবার জোরে শ্বাস নিতে হলো গ্যাকোকে। 'কিন্তু আগুন কোথায় দেখে এসেছি। মেশিনারী স্পেসের নিচের দিকে। স্ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছে পুরো জায়গাটায়। অল্প শিখাও আছে। আগুন লেগেছে হাই-প্রেশার টার-বাইনে। শীথিং-এ আগুন জ্বলছে।'

'মেডালটা শেষ পর্যন্ত কেড়েই নিলে তুমি, গ্যাকো,' বললেন রাই-কভ। 'আর কেউ না দিলেও, আমি তোমাকে একটা মেডাল উপহার দেবো।' অপেক্ষারত ফায়ারম্যানদের দিকে ফিরলেন কমাণ্ডার। 'শুনে-ছো? স্টারবোর্ড টারবাইন। একেকবারে চারজন করে যাও। পনেরো মিনিটের বেশি থাকবে না কোনো গ্রুপ। প্রথম গ্রুপের দলপতি, ওসিপভ, তুমি। সঙ্গে নেবে ছুরি, ক্লু হ্যামার, প্লায়ারস, ক্রো-বার, সিও-টু। শীথিংটা ভেজাবে আগে, তারপর টেনে খুলে আনবে। স্টীম পাইপের ব্যাপারে হুঁশিয়ার। যাও।'

চলে গেলো ওরা। রাইকভকে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'তেমন কিছু হয়নি মনে হচ্ছে? কতক্ষণ লাগবে? দশ-পনেরো মিনিট?'

'অতোটা সহজ হবে না। আমাদের কপাল ভালো হলে তিন-চার ঘণ্টায় হয়ে যাবে। অসংখ্য জটিল যন্ত্রপাতির মাঝে রয়েছে জিনিসটা। ভালব, টিউব, কণ্ডেনসার, আর কয়েক মাইল লম্বা প্যাঁচানো-ঘোঁচানো স্টীম পাইপ রয়েছে। সাংঘাতিক গরম। ছোঁয়া লাগালেই চামড়া রেখে আসতে হবে। তার ওপর ওই বিশাল টারবাইন হাউজিং, এর চারপাশে পুরু ইনসুলেশন শীথিং জড়ানো। যে ইঞ্জিনিয়ার ফিট করেছে, ভাল-মতোই করেছে, যেন সহজে উঠে না আসে। আগে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে আগুন নিভিয়ে নিতে হবে। কিন্তু তারপরেও সহজ হবে না।

একটা করে পোড়া শীথিং-এর টুকরো খুলে আনা হবে, ভেতরে তেল রয়েছে বলে আবার জ্বলে উঠবে সেটা দপ করে।'

'তেল ?'

'গোলমালটা তো ওখানেই,' ব্যাখ্যা করে বোঝালেন রাইকভ। 'যেখানেই যে যন্ত্রপাতি ঘোরানোর দরকার হবে, লুব্রিকেটর অয়েল লাগবেই। ওখানে যন্ত্রপাতিরও অভাব নেই, তেলেরও অভাব নেই। শীথিং-এ তেল নেই, কড়াকড়িভাবে হাইড্রোস্কোপিক করা, কাজেই তেলের জন্যে খা খা করছে হতচ্ছাড়া ইনসুলেশনগুলো। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, তেল পেলেই তেমনি টেনে নেয় শীথিং। কাছা-কাছি পেলে তো কথাই নেই। ব্লটিং পেপারের কালি খাওয়ার মতো করে শুঁষে নেবে।'

'আগুন লাগার কারণটা কি হতে পারে ?'

'স্পন্টেনিয়াস কমবাশ্শন। এ ধরনের ব্যাপার আগেও ঘটেছে। এ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার মাইল চলেছে লেনিনগ্রাদ। এই সময়ের মধ্যে তেলে নিশ্চয়ই মাখামাখি হয়ে গেছে শীথিং। নভেলি ছাড়ার পর থেকে টপ স্পীডে চলেছে, মারাত্মক গরম হয়েছে ইঞ্জিন। ব্যস, আগুন ধরে গেছে হতচ্ছাড়া ইনসুলেশনে…' হঠাৎ মনে পড়ায় রুস্তভের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'মোমিনভের কাছ থেকে এখনো কোনো খবর এলো না ?'

'এলো না তো।'

'বিশ মিনিট হয়ে গেলো না ?'

'বেশি। তবে আমি যখন ফিরে আসি, মোমিনভ আর রিনিস্কি তখন স্যুট পরছে। হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জিন রুমে যায়নি। যাই হোক, স্টার্ন-রুমে রিঙ করে দেখি।' ফোন করলো রুস্তভ। কথা বললো, ওপাশের

বলা কথা শুনলো, তারপর থমথমে মুখে রিসিভার রেখে কমাণ্ডারের দিকে চাইলো, 'স্টার্ন রুম জানাচ্ছে, পঁচিশ মিনিট আগে গেছে ওরা। ইঞ্জিন রুমে গিয়ে দেখে আসবো, ক্যাপ্টেন ?'

'এখান থেকে এক পা নড়বে না…'

এক ঝটকায় পেছনের দরজা খুলে গেলো। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলো দু'জন লোকের একজন—তাকে পেছন থেকে ধরে রেখেছে অন্যজন। ধোঁয়া ঢুকলো। ছুটে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলো রুস্তভ।

আগন্তুক দু'জন মাস্ক খুলে নিলো। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো যে লোকটা, সে মোমিনভ। তাকে ধরে ধরে এনেছে একজন নাবিক, তাকে চিনতে পারলো রানা। ওসিপভের সঙ্গে যাওয়া ফায়ার-ফাইটারদের একজন।

'লেফটেন্যান্ট মোমিনভের সঙ্গে আসতে বলেছেন আমাকে লেফটেন্যান্ট ওসিপভ,' বললো ফায়ার-ফাইটার, 'এনার অবস্থা খারাপ, কমরেড ক্যাপ্টেন।' মোমিনভকে দেখিয়ে কমাণ্ডারকে বললো সে।

ঠিকই বলেছে ফায়ার-ফাইটার। মোমিনভের অবস্থা কাহিলই। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, টলছে। চেহারা দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, যে-কোনো মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতে পারে সে। ধরে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হলো তাকে।

'রিনিস্কি,' কোনমতে মাথা খাড়া রেখেছে মোমিনভ। 'পাঁচ মিনিট …পাঁচ মিনিট আগে…'

'কি হয়েছে ?' দ্রুত কথা বললেন রাইকভ, 'রিনিস্কির কি হয়েছে ?'

'পড়ে গেছে। নিচে, মেশিনারি স্পেসে। সঙ্গে সঙ্গেই নেমে গিয়েছি আমি, তোলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু চেঁচিয়ে উঠেছে রিনিস্কি।

প্রচণ্ড যন্ত্রণায়…' হঠাৎ মোমিনভের মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়লো। গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবার আগেই ধরে ফেলা হলো তাকে। জ্ঞান হারিয়েছে।

'মেজর ফ্র্যাকচার সম্ভবতঃ,' বললো রানা। 'ইণ্টারন্যাল ইনজুরিও হতে পারে।'

'সর্বনাশ!' বললেন রাইকভ, 'ফ্র্যাকচার! মেশিনারি স্পেসে!' রুস্তভের দিকে ফিরে আদেশ দিলেন, 'ইউরি, মোমিনভকে ক্রুদের মেসে নিয়ে যাও,' তারপর আপনমনেই বিড়বিড় করলেন আবার, 'ফ্র্যাকচার!'

'আমাকে মাস্ক আর স্যুট দিন,' কমাণ্ডারকে বললো ডাক্তার জ্যাকভ, 'ডাক্তার রুডেনকোর ইমার্জেন্সী কিট নিয়ে আসছি আমি সিক-বে থেকে।'

'আপনি?' এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে বললেন রাইকভ, 'আপনাকে তো যেতে দিতে পারি না আমি…'

'ওসব নেভির আইন-কানুনের কথা বাদ দিন এখন,' শান্তকণ্ঠে বললো জ্যাকভ। 'আমি একজন রাশান, একজন ডাক্তার, আপনাদের সঙ্গে একই জাহাজে আছি। যদি জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়, আপনাদের পাশাপাশিই সাঁতরাতে হবে আমাকেও।'

'কিন্তু…'

'আর কোনো কিন্তু নেই, আমি যাচ্ছি,' জোর গলায় বললো জ্যাকভ। ঘুরে চলে গেলো সিক-বের দিকে।

রানার দিকে তাকালেন রাইকভ। চোখে গগলস, কিন্তু তাঁর মুখের উদ্বিগ্ন ভাব নজর এড়ালো না রানার। দ্বিধাজড়ানো গলায় বললেন কমাণ্ডার, 'ডাক্তার জ্যাকভ যাবে…'

'এছাড়া আর কোনো উপায় নেই, আপনিও জানেন। ডাক্তার

রুডেনকো সুস্থ থাকলে তাকে অবশ্যই পাঠাতেন আপনি। তাহলে জ্যাকভ যাবে না কেন? ডাক্তার হিসেবে সে খুবই ভালো।'

'ওখানে যাননি আপনি, ডাক্তার রানা, তাই বলতে পারছেন। ওটা একটা ধাতব-জঙ্গল। ওই মেশিনারি স্পেসে বসে একটা ভাঙা আঙুল জোড়া দেবারও উপায় নেই, মেজর ফ্র্যাকচার তো দূরের কথা।'

'আমার মনে হয় না, ওখানে ভাঙা হাড়ে স্প্লিন্ট বাঁধতে যাবে ডাক্তার। রিনিস্কিকে একটা ইঞ্জেকশন দেবে বড়জোর। মই বেয়ে তুলে আনার সময় আর চেঁচাবে না বেহুঁশ রিনিস্কি।

মাথা ঝাঁকালেন রাইকভ, ঠোঁট কুঁচকালেন, তারপর আইস ফ্যাদোমিটার পরীক্ষা করার জন্যে এগিয়ে গেলেন।

'অবস্থা খারাপ মনে হচ্ছে, না রুস্তভ?' বললো রানা।

'খুবই খারাপ,' বললো রুস্তভ। 'এমনিতে লেনিনগ্রাদের ভেতরের বাতাসে ষোল ঘণ্টা চলে। কিন্তু এখন, অর্ধেক বাতাসই শ্বাস নেবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। যা আছে, তাতে আর ক'ঘণ্টা চলবে, কে জানে। বাতাস-পরিশোধক যন্ত্র না চালালে মেশিন স্পেসে ফায়ার-ফাইটারদের কাজ করাই অসম্ভব হয়ে উঠবে। তাছাড়া আলো নেই। ব্রীদিং অ্যাপারেটাস পরে ফ্লাডলাইটের আলোতেও পরিষ্কার দেখা যায় না, তার ওপর রয়েছে ধোঁয়া। বাতাস বিশুদ্ধ করার যন্ত্রটা চালানোর ঝুঁকি নেয়া যাচ্ছে না। বাতাসে অক্সিজেন বেড়ে গেলে ছড়িয়ে যাবে ইঞ্জিন রুমের আগুন।'

'শুনে মনে শান্তি পাচ্ছি খুব,' বললো রানা। 'তা রিঅ্যাকটর চালানো হবে কখন?'

'আগুন নিভিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর।'

'কমাণ্ডার বলেছেন, আগুন নেভাতে তিন-চার ঘণ্টা লাগবে।'

‘আরো বেশি লাগলেও অবাক হবার কিছু নেই।’

মেডিক্যাল কিট হাতে নিয়ে কাশতে কাশতে এসে কণ্ট্রোল সেণ্টারে ঢুকলো জ্যাকভ। এসেই স্যুট আর ব্রীদিং অ্যাপারেটাস পরতে শুরু করলো। অ্যাপারেটাস ব্যবহারের পদ্ধতি তাকে শিখিয়ে দিলো রুস্তভ। দ্রুত শিখে নিলো ডাক্তার।

‘তাড়াতাড়ি কাজ সারবেন, ডাক্তার,’ বললেন রাইকভ। ‘মনে রাখবেন, এ ধরনের কাজের জন্যে ট্রেনিং নেই আপনার। দশ মিনিটের বেশি কোনমতেই থাকবেন না।’

মোমিনভকে নিয়ে এসেছিলো যে লোকটা, সে-ই জ্যাকভকে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেলো। কিন্তু দশ মিনিট নয়, চার মিনিটের মাথায়ই ফিরে এলো ওরা। না, বেহুঁশ রিনিস্কিকে আনেনি। বরং আধা-বয়ে আধা-ছেঁচড়ে অজ্ঞান জ্যাকভকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো ফায়ার-ফাইটার।

‘ঠিক কি হয়েছিলো, বলতে পারবো না,’ হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ফায়ার-ফাইটার। নিজের চাইতে তিরিশ পাউণ্ড বেশি ভারি একটা অজ্ঞান দেহকে বয়ে এনে একেবারেই হাঁপিয়ে উঠেছে সে। ‘ইঞ্জিন রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিই। আমি আগে আগে ছিলাম, হঠাৎ আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ডাক্তার। কোনো কিছুতে হোঁচট খেয়েছিলেন হয়তো। আমি পড়ে গেলাম। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ালাম। টর্চ জ্বেলে দেখি আমার পায়ের কাছে পড়ে আছেন ডাক্তার, অজ্ঞান। মাস্কটা ছুটে এক পাশে সরে গেছে। চেপেচুপে মাস্কটা আবার ডাক্তারের মুখে বসিয়ে দিয়েছি যতোটা সম্ভব।’

‘ঘটনাটা কি!’ বিড় বিড় করলো রুস্তভ। ‘মেডিক্যাল প্রফেশনের লোকদের ওপর প্রসন্ন নয় যেন লেনিনগ্রাদ!’ সামনের দরজার দিকে বয়ে নেয়া জ্যাকভের বেহুঁশ দেহটার দিকে তাকিয়ে বললো,

'চমৎকার হয়েছে এখন। তিনজন ডাক্তারের দু'জন অকেজো, একজন ডাক্তার হিসেবে অকর্মা।'

ফিরে চেয়ে রুস্তভের কথা শুনলেন কমাণ্ডার, কিন্তু কিছু বললেন না।

'রিনিস্কিকে কোন্ ইঞ্জেকশন দিতে হবে,' কমাণ্ডারকে জিজ্ঞেস করলো রানা. 'জানেন কিছু ? কোথায় আছে ওষুধটা ?'

'জানি না।'

'রুডেনকো ছাড়া লেনিনগ্রাদের আর কেউ জানে ?'

'জানে না।'

রুডেনকোর মেডিক্যাল কিট খুললো রানা। হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ আর একটা শিশি বের করলো। খানিকটা তরল ওষুধ সিরিঞ্জে ভরে নিজের বাঁ হাতের কব্জিতে ব্যাণ্ডেজ যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে সুঁচ ঢুকিয়ে দিলো। ওষুধ পুশ করতে করতে বললো, 'পেইন কিলার। হাতটা একেবারে অকেজো নয়। বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনী ঠিকই ব্যবহার করতে পারবো।' গ্যাকোর দিকে চাইলো রানা। বিষাক্ত বাতাসেও নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়েছে গ্যাকো। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন লাগছে এখন ?'

'ভালো,' উঠে দাঁড়ালো গ্যাকো। হাত বাড়িয়ে চেয়ারে রাখা ব্রীদিং অ্যাপারেটাস তুলে নিয়ে বললো, 'ভয় নেই, ডাক্তার। আপনার পাশে গোল্ড মেডালিস্ট টর্পেডোম্যান ম্যাক্সিম গ্যাকো থাকলে...'

'এখনো সুস্থ অনেক লোক হাতে আছে আমার, ডাক্তার রানা,' বললেন রাইকভ।

'না, ওদের দিয়ে হবে না। গ্যাকোকেই দরকার। ওরও উপকার হবে এতে। একই দিনে দু'দুটো মেডাল পেয়ে যাবে। দ্বিতীয়টা আমি

দেবো।'

হেসে মাথার ওপর দিয়ে মাস্কটা নামিয়ে টেনে আনলো গ্যাকো।

দুই মিনিট পরেই গ্যাকোকে নিয়ে ইঞ্জিন রুমে ঢুকলো রানা।

বদ্ধ, ভ্যাপসা গরম ইঞ্জিন রুমে। জোরালো টর্চের তীব্র আলোয় আঠারো ইঞ্চির বেশি দৃষ্টি চলছে না। ব্রীদিং অ্যাপারেটাস অবশ্য ঠিক-মতোই কাজ করছে, কোনো রকম অস্বস্তি বোধ করছে না রানা।

রানার বাহু ধরে একটা মইয়ের মাথার কাছে নিয়ে গেলো গ্যাকো। বুঝলো রানা, মইয়ের তলা মেশিনারি স্পেসে গিয়ে ঠেকেছে। নিচে ফায়ার এক্সটিংগুইশারের তীব্র হিসহিসানি শোনা যাচ্ছে।

নিচে সামনের দিকে বিশাল টারবাইনে ঝুলে থেকে জ্বলছে দু'টো শক্তিশালী ফ্লাডলাইট। সেই আলোয় ছয় ফুট ব্যাস পর্যন্ত জায়গা আলোকিত হয়ে আছে, কিন্তু পরিষ্কার ভাবে নয়, আবছা। গাঢ় কালো ধোঁয়ার জন্যে এতো আলোতেও বাধা পাচ্ছে দৃষ্টি।

আঙুল তুলে শীথিং কোথায় দেখালো রানাকে গ্যাকো। শাদা ফেনা এক্সটিংগুইশার থেকে তীব্র বেগে বেরিয়ে গিয়েই শীথিং ইনসু-লেশনের গায়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিক্ষেপ করেই পিছিয়ে আসছে এক্সটিংগুইশারধারীরা, তাদের পেছনে অপে-ক্ষমান লোকগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। বিদঘুটে যন্ত্রপাতির সাহায্যে শীথিং ছিঁড়ে তুলে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। ইনসুলেশনের টুকরো ছিঁড়ে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে দপ করে আবার আগুন জ্বলে উঠছে ওগুলোতে। পেছন থেকে বিদ্যুৎ গতিতে এক্সটিংগুইশার চালিয়ে মুহূর্তে ওই আগুন নিভিয়ে দিচ্ছে ফায়ার-ফাইটাররা। তারপর আবার সামনে বাড়ছে শীথিং ছেঁড়ার দায়িত্ব যাদের, তারা। বার বার একই ভাবে চলছে এই প্রক্রিয়া।

ঠিকই বলেছেন কমাণ্ডার রাইকভ, ভাবলো রানা, কাজটা মোটেও সহজ নয়। চার ঘণ্টার মধ্যে আগুন নেভানোর কাজ শেষ হলে নিজে-দের ভাগ্যবানই মনে করতে হবে। কিন্তু চার ঘণ্টা পরে লেনিনগ্রাদের ভেতরের বাতাসের কি অবস্থা হবে, একবার ভেবেই চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিলো সে।

গ্যাকো আর রানাকে মই বেয়ে নামতে দেখলো প্রথমে ওসিপভ। ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো। কতগুলো পাইপ কণ্ডেনসার আর অসংখ্য ধাতব যন্ত্রপাতির মাঝের ছোট্ট পরিসর। এই পরিসরে পা ফেলে ফেলে কোনমতে এগিয়ে যাওয়ার যে ব্যবস্থা, তাই এখানে পথ।

পেঁচানো কিছু পাইপ আর কণ্ডেনসারের মাঝে একটু ফাঁকা জায়গায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে রিনিস্কি। টর্চের আলোতে দেখলো রানা, রিনিস্কির গগলসের তলায় চোখের মণি কপালের দিকে উঠে গেছে, চোখের নিচের দিকের সাদা অংশ দেখা যাচ্ছে। ওর গগলসের সঙ্গে প্রায় ঠেকিয়ে নিলো রানা নিজের মাস্ক।

'পা ভেঙেছে ?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

কোনমতে মাথা নাড়িয়ে সায় দিলো রিনিস্কি।

'বাঁ পা ?'

একই ভাবে জবাব দিলো রিনিস্কি। তারপর অতি কষ্টে বাঁকা হয়ে হাত বাড়িয়ে কোথায় ভেঙেছে দেখালো। মেডিক্যাল কিট খুলে কাঁচি বার করলো রানা। রিনিস্কির ডান বাহুর কাছে পোশাকের খানিকটা কেটে সরিয়ে ফেললো। দ্রুত হাতে সিরিঞ্জ আর ওষুধের শিশি বের করে ইঞ্জেকশন দিলো ওর বাহুর খোলা অংশে। দুই মিনিটেই ঘুমিয়ে পড়লো রিনিস্কি।

অজ্ঞান রিনিস্কিকে মই বেয়ে ওপরে তুলে আনতে সাহায্য করলো

দু'জন ফায়ার-ফাইটার। তারপর রানা আর গ্যাকো ধরাধরি করে রি-অ্যাকটর রুমের ওপর দিয়ে প্যাসেজ পার করে তাকে নিয়ে চললো। টের পেলো রানা, তার শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত হয়ে গেছে। পা কাঁপ-তে শুরু করেছে। ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর।

কন্ট্রোল রুমে পৌঁছেই টেনে মাস্ক খুলে ফেললো রানা। অ-স্বস্তিকর ভাবে হাঁচতে-কাশতে লাগলো। চোখের পানি দর দর করে নামছে গাল বেয়ে। মাত্র কয়েক মিনিট আগে এখান থেকে বেরিয়েছে, ফিরে এসে এইটুকু সময়েই এখানকার আবহাওয়ার অস্বাভাবিক অব-নতি টের পেলো রানা।

'ধন্যবাদ, ডাক্তার,' বললেন রাইকভ। 'ওখানে কি অবস্থা?'

'খারাপ, তবে অসহ্য নয়। একটানা দশ মিনিটের বেশি থাকা উচিত নয় ওখানে ফায়ার-ফাইটারদের।'

'ফায়ার-ফাইটাররা সংখ্যায় অনেক। ঠিক আছে, দশ মিনিটের বেশি থাকতে বারণ করবো ওদের যে-কোনো দলকে।'

ধরাধরি করে দু'জন নাবিক সিক-বেতে নিয়ে গেলো রিনিস্কিকে। অপেক্ষাকৃত ভালো বাতাস গ্রহণের জন্যে মেস রুমে যাবার নির্দেশ দিলেন গ্যাকোকে কমাণ্ডার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিক-বেতে রানার সঙ্গে তার থাকাই স্থির হলো।

রানার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য পেশ করলো গ্যাকো, 'একটা হাতের চেয়ে তিনটে হাত অনেক বেশি কাজে আসবে, রানা। আপাততঃ আমার হাত দু'টোকে নিজের ভাবতে কোনো অসু-বিধে হবে না নিশ্চয়?'

গ্যাকোর দিকে চেয়ে হাসলো রানা।

নিজের কটে আধশোয়া হয়ে বিড় বিড় করছে, আর কমাণ্ডারের

গুষ্টি উদ্ধার করছে ডাক্তার রুডেনকো। তার মতো সুস্থ মানুষকে কটে শুইয়ে অসুস্থ করে তোলার জন্যে রাইকভের প্রতি আক্ষেপের অন্ত নেই তার। ক্যাপ্টেন কুমারভ ঘুমাচ্ছে।

রিনিস্কিকে পরীক্ষা-টেবিলে শুইয়ে দেয়া হয়েছে। রুডেনকোর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো রানা। বললো, 'ডাক্তার, আর কটে শুয়ে থাকার দরকার নেই। একটু হাত লাগালে ভালো হয়। লোকটা স্কিপিং করতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পা ভেঙেছে।'

'বেঁচে থাকো, বাবা, বেঁচে থাকো,' রিনিস্কিকে আশীর্বাদ করতে করতে কট থেকে নেমে এলো রুডেনকো।

যতোটা আশংকা করা হয়েছে ততোটা খারাপ নয় রিনিস্কির পায়ের অবস্থা। কম্পাউণ্ড নয়, ক্লীন ফ্র্যাকচার, টিবিয়া।

কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় বাজলো টেলিফোন। ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিলো গ্যাকো, শংকিতভাবে চাইলো ক্যাপ্টেন কুমারভের দিকে। তীক্ষ্ণ ক্রী-ং-ং শব্দে তার ঘুম ভাঙেনি দেখে নিশ্চিন্ত হলো। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে কিছু শুনলো গ্যাকো, তারপর ধীরে ধীরে আবার নামিয়ে রাখলো ক্র্যাডলে।

'কন্ট্রোল রুম,' কঠিন হয়ে উঠেছে গ্যাকোর চেহারা। দুঃসংবাদ, অনুমান করলো রানা। 'কমাণ্ডার আপনাকে জানাতে বলেছেন, ডাক্তার রানা, যমজ ভাইদের একজন, বুনিয়েন, মারা গেছে। দুই মিনিট আগে।' হতাশভাবে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ালো গ্যাকো, 'আরেকটা মৃত্যু।'

'না,' থমথমে কঠিন গলায় বললো রানা, 'আরেকটা খুন।' ঘড়ি দেখলো, সকাল সাড়ে ছ'টা।

নয়

বরফ শীতল এক কফিনে পরিণত হয়েছে লেনিনগ্রাদ। সকাল সাড়ে ছয়টায়, আগুন লাগার সাড়ে চার ঘণ্টা পর লেনিনগ্রাদে বাড়লো আরেকটা লাশ। কন্ট্রোল রূমে বসা কিংবা মেঝেতে শুয়ে থাকা লোকগুলোর লাল চোখের দিকে তাকিয়ে অনুমান করলো রানা, আর বড়জোর এক কি দুই ঘণ্টা বাদে বুনিয়েনের পদাংক অনুসরণ করবে লেনিনগ্রাদের আরো অনেকে। বেলা দশটা নাগাদ সত্যি সত্যিই কফিনে পরিণত হবে লেনিনগ্রাদ। স্টীলের কফিন, যার ভেতরে একটা জীবন্ত লোকও অবশিষ্ট থাকবে না।

জাহাজ হিসেবে এখনি মৃত্যু ঘটেছে লেনিনগ্রাদের। বিশাল ইঞ্জিন চলার কম্পন, জেনারেটরের চাপা গুম গুম, এয়ার-কণ্ডিশনিং ইউনিটের গম্ভীর গুঞ্জন, ইলেকট্রিক পাখার বাতাস কাটার শোঁ শোঁ আওয়াজ, বাবুর্চিখানায় ধাতব পাত্র ঠোকাঠুকির শব্দ, মানুষের কথা বলা, নড়াচড়া, সব স্তব্ধ। এসব ছিলো যেন সাবমেরিনের হৃৎপিণ্ডের শব্দ, থেমে গেছে এখন। লেনিনগ্রাদের ফুস ফুস আক্রান্ত হয়েছে যেন। মানুষরূপী রক্তকণিকারা হাঁসফাঁস করছে বাতাসের অভাবে।

এখনো কয়েকদিন চলার মতো অক্সিজেন আছে লেনিনগ্রাদের বিশাল গ্যাস ট্যাংকগুলোতে, অথচ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ব্রিটিশ বিল্ট-ইন ব্রীদিং সিসটেমে তৈরি কিছু ব্রীদিং সেট আছে জাহাজে,

ট্যাংক থেকে সরাসরি অক্সিনাইট্রোজেন মিকশ্চার টেনে নিতে সক্ষম ওগুলো, কিন্তু মাত্র কয়েকটা এই যন্ত্র দিয়ে কি কাজ হবে! তবু এগুলোর ওপরই ভরসা রাখতে হচ্ছে। পালা করে প্রতিবারে একটানা দুই মিনিট শ্বাস নিতে পারছে লেনিনগ্রাদের লোকেরা।

মাঝেমধ্যে ট্যাংক থেকে সরাসরি অক্সিজেন চুঁইয়ে বের করা হচ্ছে, সামান্য ক্ষণের জন্যে। এতে লাভ তো হচ্ছেই না, বরং অ্যাটমোস্ফেরিক প্রেশার বেড়ে গিয়ে শ্বাস নেয়া আরো কষ্টকর হয়ে উঠছে। শক্তির অভাবে এয়ার সারকুলেটিং সিসটেম চালু করা যাচ্ছে না, ফলে বিশুদ্ধ অক্সিজেন অতিরিক্ত বিষাক্ত বাতাসের কারণে কোনো কাজেই লাগতে পারছে না। ওদিকে ধোঁয়ার পরিমাণ আরো বেড়েছে। ইঞ্জিন রূমের আগুন নিভে গেছে, কিন্তু লাল হয়ে ওঠা স্মোলডারিং ইনসুলেশন আধো জ্বলন্ত অবস্থায় আরো বেশি ধোঁয়া ছড়াচ্ছে।

কিন্তু লেনিনগ্রাদের ভেতরে সব চেয়ে বড় শত্রু হলো কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস। ভয়াবহ তীক্ষ্ণ থাবা মেলে ক্রমেই আয়তনে বাড়ছে শিকারের টুঁটি টিপে ধরার জন্যে।

এর ওপর আছে ঠাণ্ডা। সমস্ত স্টীম পাইপ বন্ধ, হীটার জ্বলছে না। বাইরের সাবফ্রীজিং টেম্পারেচার এখন ভেতরেও কামড় বসানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। ইতিমধ্যেই হি হি কাঁপুনি উঠে গেছে লেনিনগ্রাদের ভেতরের অধিবাসীদের। সেন্টিগ্রেড স্কেলে জিরোর দুই ডিগ্রী নিচে নেমে গেছে ভেতরের উত্তাপ।

এতো কিছু সত্ত্বেও কিন্তু ইঞ্জিন রূমে কাজ বন্ধ হচ্ছে না। আহত ক'জন ছাড়া অন্য সবাই পালা করে গিয়ে গিয়ে কাজ করছে ইঞ্জিন রূমে, সাহায্য করছে ফায়ার-ফাইটারদের। ডাক্তার জ্যাকভের জ্ঞান ফিরেছে। জোর করেও আটকানো যাচ্ছে না তাকে। ইঞ্জিন রূমে কাজ

করতে গিয়ে প্রতিবারে প্রতি গ্রুপেরই কেউ না কেউ জ্ঞান হারাচ্ছে, কিংবা অন্য কোনো অসুবিধেয় পড়ছে। লেনিনগ্রাদে সব চেয়ে উন্নত-মানের ব্রীদিং অ্যাপারেটাস ক্লোজড-সার্কিট অ্যাপারেটাস পরে নিয়ে বার বার ইঞ্জিন রুমে আহতদের সেবা করতে যাচ্ছে সে। অন্তত পনে-রো বার যাওয়া আসা করেছে জ্যাকভ ইতিমধ্যেই। খুবই কাজের জিনিস এই ক্লোজড-সার্কিট অ্যাপারেটাস। তাই এতো বার ইঞ্জিন রুমে যাওয়া আসা ছুটোছুটি করেও খাড়া রয়েছে সে।

পৌনে সাতটা নাগাদ কন্ট্রোল সেন্টারে এসে ঢুকলো চীফ টর্পে-ডোম্যান সুমিপভ। মেঝেতে রাইকভ আর রুস্তভের পাশে বসে থেকে দরজা খুলে সুমিপভকে ঢুকতে দেখলো রানা, ধোঁয়ার জন্যে আবছা-ভাবে।

হামাগুড়ি দিয়ে রাইকভের কাছে এসে পৌঁছুলো সুমিপভ। মুখে কোনো ধরনের মাস্ক নেই, শীতে কাঁপছে থর থর করে।

'কিছু একটা করতে হবে আমাদের, ক্যাপ্টেন,' গলা দিয়ে ভোঁতা আওয়াজ বেরোলো সুমিপভের। সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে দিয়েছে যেন কেউ তার কণ্ঠনালী। 'সাতজন জ্ঞান হারিয়েছে। অবস্থা খুবই খারাপ।'

'ধন্যবাদ, চীফ,' সুমিপভের মতোই রাইকভের মুখেও মাস্ক নেই। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁরও। গলা দিয়ে কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বেরোচ্ছে। 'কিছু একটা শীঘ্রিই করবো আমরা।'

'অক্সিজেন,' বললো রানা। 'অক্সিজেন ছড়াতে বলুন না।'

'অক্সিজেন?' এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন রাইকভ, 'না। এম-নিতেই অ্যাটমোস্ফেরিক প্রেশার অনেক বেশি হয়ে গেছে।'

'প্রেশারে মারা যাবে না কেউ,' গলা, বুক, চোখ জ্বলছে রানার।

গলার ভেতরটা খসখসে শুকনো মনে হচ্ছে। নিজের কানেই নিজের স্বর অদ্ভুত শোনাচ্ছে। 'কিন্তু কার্বন-মনোক্সাইড আরো বেড়ে গেলে মারা যাবো সবাই।'

কি যেন ভাবলেন রাইকভ। মনে মনে হিসেব করে নিলেন কিছু। তারপর মাইক্রোফোনে আদেশ দিলেন, 'অক্সিজেন। অক্সিজেন বাড়িয়ে দাও।'

কন্ট্রোল রুমে অক্সিজেন ঢোকার হিস হিস শব্দ উঠলো। কানের ওপর প্রচণ্ড চাপ অনুভব করলো রানা, ক্রমেই বাড়ছে চাপ। কিন্তু শ্বাসপ্রক্রিয়ার কোনো উন্নতি টের পেলো না।

যেখান দিয়ে এসেছিলো, সেদিক দিয়েই বেরিয়ে গেলো স্থমিপভ। ফিরে এলো আবার কয়েক মিনিট পর। খবর নিয়ে এসেছে, এবারে জ্ঞান হারিয়েছে আরো পাঁচজন।

স্থমিপভের মতোই প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে তার সঙ্গে গেলো রানা। অবশিষ্ট যে কয়টা ক্লোজড-সার্কিট সেট রয়েছে ওগুলো পালা করে এক মিনিট ধরলো প্রতিটি অজ্ঞান লোকের নাকে-মুখে। হুঁশ ফিরলো ওদের ঠিকই, কিন্তু সেট সরিয়ে নেবার কয়েক মিনিট পরেই আবার জ্ঞান হারালো। এভাবে কিছু হবে না। অন্য কোনো উপায় বের করা যায় কিনা পরামর্শের জন্যে রাইকভের কাছে ফিরে এলো ওরা আবার।

কন্ট্রোল সেন্টারের মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে থাকা লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলো রানা। বেগুনী হয়ে এসেছে মুখের রঙ। কার্বন-মনোক্সাইড বিষক্রিয়ার পরিষ্কার লক্ষণ। রাইকভকে জিজ্ঞেস করে জানলো রানা, এখনো ইঞ্জিন রুম থেকে ফেরেনি ডাক্তার জ্যাকভ।

প্লটিং টেবিলের পায়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন রাইকভ। তাঁর

পাশে শুয়ে আছে রুস্তভ। রানাও শুয়ে পড়লো রুস্তভের পাশে। ম্লান হাসলেন কমাণ্ডার।

'কেমন আছে ওরা, ডাক্তার?' রানাকে জিজ্ঞেস করলেন কমাণ্ডার। ফ্যাঁশফেঁশে মৃদু কণ্ঠস্বর।

'আর এক ঘণ্টাও টিকবে না,' জানালো রানা। 'কার্বন মনোক্সাইড বিষে মরার খবর পাবেন শীঘ্রিই।'

'এতো তাড়াতাড়ি?' লাল, ফোলা, পানি গড়ানো চোখে রানার দিকে তাকালেন রাইকভ।

'এতো তাড়াতাড়ি। কার্বন-মনোক্সাইডের বিষক্রিয়ায় মারা যেতে দেরি করে না লোকে। এক ঘণ্টার মধ্যে কমপক্ষে পাঁচজন, পরের এক ঘণ্টায় আরো অন্তত পঞ্চাশ জন লোক মারা যাবে।'

'নাহ্, আর ঠেকানো যায় না,' বিড় বিড় করে বললেন রাইকভ। রুস্তভকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের প্রপালশন অফিসার কোথায়?'

'ডেকে আনছি,' নিজেকে টেনে তুললো রুস্তভ। মৃত্যুশয্যা থেকে প্রিয়জনদের শেষ বক্তব্য শোনানোর জন্যে যেন প্রাণপণে উঠলো কোনো বুড়ো মানুষ।

ঠিক এই সময় ইঞ্জিন রুমের দিকে যাবার দরজাটা ঝটকা মেরে খুলে গেলো। সারা গায়ে তেল কালিতে মাখামাখি, সাংঘাতিক ক্লান্ত একটা লোক ঘরে প্রবেশ করলো। তার পেছনে একই অবস্থায় ঢুকলো আরো কয়েকজন।

সামনের লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন রাইকভ, 'ওসিপভ?'

'হ্যাঁ, কমরেড,' কোনো মতে টেনে মাস্কটা খুলে নিলো নেভিগেটিং অফিসার লেফটেন্যান্ট ওসিপভ। ধোঁয়া নাকে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই কাশতে শুরু করলো। দুলে উঠলো দেহ।

ওসিপভকে সামলে নেবার সময় দিলেন কমাণ্ডার। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'ওদিককার অবস্থা কি?'

'ধোঁয়া বেরোনো বন্ধ করে ফেলেছি, স্যার,' দুই গাল থেকে চোখের পানি মেশানো ঘাম মুছলো ওসিপভ। ধপ্ করে বসে পড়লো মেঝেতে। 'শীথিং পুরোপুরি খুলে নেয়া হয়েছে।'

'বাকি কাজ সারতে কতক্ষণ লাগবে?'

'মিনিট দশেকের কাজ। কিন্তু যা অবস্থা, এক ঘণ্টা লাগলেও অবাক হবো না।'

'থ্যাংক ইউ, ওসিপভ,' দরজার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলেন রাইকভ। ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে রুস্তভ আর মোমিনভ।

'এই যে মোমিনভ,' প্রপালশন অফিসারকে দেখেই বললেন রাইকভ। 'টার্বো জেনারেটর চালু করতে কতো সময় লাগবে?'

'ঠিক বলতে পারছি না, স্যার,' লাল চোখ মোমিনভের। কাশলো। বুক চেপে ধরে শ্বাস নিলো জোরে জোরে। মুখ বিকৃত। 'তবে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চালাতে চেষ্টা করবো।'

টলতে টলতে চলে গেলো মোমিনভ। জোর করে নিজেকে খাড়া করলেন রাইকভ। ব্রডকাস্ট পাওয়ার সাপ্লাই করার আদেশ দিলেন রুস্তভকে। হুক থেকে মাইক্রোফোন খুলে আনলেন। আশ্চর্য শান্ত, পরিষ্কার, জোরালো গলায় কথা বলে উঠলেন। বিশুদ্ধ অক্সিজেনের জন্যে হাঁসফাস করছে তাঁর ফুসফুস, কিন্তু কোনো আজব কৌশলে সামলে নিয়েছেন যেন নিজেকে।

'কমাণ্ডার বলছি,' বলে চললেন রাইকভ, 'ইঞ্জিন রুমের আগুন নেভানো হয়েছে। পাওয়ার প্লান্ট চালু করার চেষ্টা চলছে। সমস্ত ওয়াটার-টাইট দরজা খুলে দাও। পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত

খুলেই রাখবে। তোমাদের সবার কাজের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।' মাইক্রোফোনটা আবার আগের জায়গায় রেখে রুস্তভের দিকে ফিরলেন, 'এখনো বিপদ কাটেনি। রিঅ্যাকটর চালু করার মতো যথেষ্ট শক্তি ব্যাটারীতে আছে কিনা কে জানে!'

'শক্তি থাকলে কতক্ষণ লাগবে চালু করতে?' জানতে চাইলো রানা। 'টার্বো জেনারেটর আর এয়ারপিউরিফাইং ইকুইপমেণ্টের কথা বলছি আমি। এই বিষাক্ত বাতাস পরিষ্কার করতেই বা কতক্ষণ লাগবে মেশিনের?'

'আশা করছি আধ ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে।'

'আসলে দেড় ঘণ্টা,' কর্কশ থমথমে রানার গলা। 'ইঞ্জিন রুমের আবর্জনা পরিষ্কার করার আগে জেনারেটর চালু করা যাচ্ছে না। ওসিপভ বলেছে, ওগুলো পরিষ্কার করতে এক ঘণ্টা লাগবে। সবকিছু ঠিক-ঠাক করে রাখবে ওদিকে মোমিনভ। ইঞ্জিন রুম পরিষ্কার হলেই কাজ শুরু করবে। আধ ঘণ্টা লাগবে জেনারেটর চালু করে, অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালু করে বাতাস ঠিক করতে। মাই ডিয়ার, কমাণ্ডার,' এদিক-ওদিক মাথা নাড়লো রানা। 'বিপদ তো কাটেইনি, বরং শুরু হয়েছে। আগামী দেড় ঘণ্টায় লেনিনগ্রাদের প্রতি চারজন মানুষের একজনকে হারাতে হবে আমাদের।'

হাসলেন রাইকভ। গলায় ইচ্ছাকৃত রহস্য ঢেলে বললেন, 'মনোক্সাইড পয়জনিঙে কেউ মারা যাবে না, ডাক্তার। আর পনেরো মিনিট পরেই ফুসফুসে পরিষ্কার বাতাস টানবো আমরা।'

রুস্তভ আর রানা দু'জনে চোখাচোখি করলো। দু'জনেরই চোখে বিষণ্ণতা ছায়া ফেলেছে। কিন্তু কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের বিষক্রিয়ায় এর আগে মানুষের পাগল হয়ে যাবার কথা, কই, কখনো শোনেনি তো

দু'জনের কেউই।

ওদের গোপন চোখাচোখি নজর এড়ালো না কমাণ্ডারের। জোরে হেসে উঠতে গিয়েই কেশে ফেললেন। অনেকক্ষণ ধরে চললো তাঁর জোর খক খক কাশি। চোখ দিয়ে অনবরত পানি গড়াতে লাগলো। দীর্ঘক্ষণ পরে অনেক কষ্টে কাশি থামালেন কমাণ্ডার।

'গিয়েছিলাম আরেকটু হলেই,' গলা দিয়ে পরিষ্কার আওয়াজ বেরোচ্ছে না আর রাইকভের। 'না, না, চেহারাকে অমন করে বিকৃত করবেন না···ভয় পেয়ে যাবো তাহলে···হ্যাঁ, আচ্ছা বলুন তো কেন ওয়াটার-টাইট সমস্ত দরজা খুলে দেবার আদেশ দিয়েছি?'

চুপ করে রইলো রানা। জানে না সে।

রানার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রুস্তভের দিকে তাকালেন কমাণ্ডার, 'ইউরি?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ালো রুস্তভ। জানে না সে-ও।

'ইঞ্জিন রুমকে ডাকো,' রুস্তভকে বললেন রাইকভ। 'বলো, ডিজেল চালু করে দিক।'

'ঠিক আছে, স্যার,' শুষ্ক গলায় বললো রুস্তভ। কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়লো না।

'লেফটেন্যান্ট ইউরি রুস্তভ বুঝতে পারছে না, তার ক্যাপ্টেন পাগল হয়ে গেছে কিনা,' রুস্তভের দিকে পেছন ফিরে বলে গেলেন রাইকভ। 'লেফটেন্যান্ট রুস্তভ এটা নিশ্চয় জানে না, রাক্ষসের মতো বাতাস অ্যাবজর্ব করে ডিজেল ইঞ্জিন. জাহাজের সামনের দিকে ট্যাংক থেকে বিশুদ্ধ বাতাস ছাড়ার আদেশ দিয়েছি আমি। ডিজেল ইঞ্জিন রয়েছে জাহাজের পেছন দিকে। বাতাসে অক্সিজেন আছে, কিন্তু মানুষের শ্বাস নেবার জন্যে সঠিক পরিমাণ নয়। বিষাক্ত বাতাসে ডিজেল ইঞ্জিনের

কোনো ক্ষতি হয় না, ঠিকমতো চলতে চাইবে না, অবশ্য, কিন্তু চলবে, বন্ধ হবে না। জাহাজের বিষাক্ত বাতাস টেনে নেবে ইঞ্জিন, ওদিকে সামনের দিক থেকে পরিষ্কার বাতাস ছড়িয়ে পড়বে ধীরে ধীরে। লেফ-টেন্যান্ট হয়তো জানতে চাইবে, আরো আগে কেন এই প্রক্রিয়া গ্রহণ করিনি আমি? জবাব হলো, বাতাসে অক্সিজেন বেড়ে গেলেই দাউ দাউ করে আগুন আরো বেশি জ্বলে উঠতো। এখন আগুন পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলা হয়েছে, কাজেই অক্সিজেন ছাড়াতে অসুবিধে নেই। ডিজেল ইঞ্জিন মাত্র কয়েক মিনিট চালালেই বিষাক্ত বাতাসের কবল থেকে মুক্তি পাবো আমরা। আমি পাগল হয়ে যাইনি, আশা করি বুঝ-তে পেরেছে লেফটেন্যান্ট।'

কোনো জবাব নেই দেখে ঘুরে চাইলেন রাইকভ। কিন্তু রুস্তভ নেই। চলে গেছে আগেই।

তিন মিনিট পেরিয়ে গেলো। ডিজেল স্টার্ট দেবার শব্দ শুনতে পেলো রানা। বার কয়েক কেশে প্রতিবাদ জানিয়ে যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও চালু হয়ে গেলো ইঞ্জিন। পরে জানা গেছে ডিজেল ইঞ্জিনের আশপাশে কয়েক বোতল ইথার ছড়িয়ে নিয়েছিলো ইঞ্জিনি-য়ার, তাই এতো সহজে চালু হয়ে গিয়েছিলো ওটা।

মিনিট দু'য়েক অনিয়মিত ভাবে চললো ইঞ্জিন, তারপর স্বাভাবিক হয়ে এলো আওয়াজ। বিষাক্ত বাতাসকে পাত্তাই দিচ্ছে না। আশ্চর্য! দ্রুত সরে যেতে লাগলো কন্ট্রোল রুমের ধোঁয়া। ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে আসছে ঘর। জ্বলন্ত একটি মাত্র ল্যাম্পের আলোতেই পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখন ঘরের সবকিছু।

আরো কয়েক মিনিট পরেই ঘটলো যেন অলৌকিক ঘটনা। ধীরে ধীরে আরো পরিষ্কার আরো নিখুঁত শোনালো ডিজেল ইঞ্জিনের শব্দ।

সহজেই শ্বাস নিতে পারছে এখন রানা, কন্ট্রোল রূমের প্রতিটি লোক। পেছনের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে বিষাক্ত বাতাস, সামনের দরজা দিয়ে এসে তার জায়গা দখল করেছে বিশুদ্ধ বাতাস। বাতাসে এখনো সামান্য কার্বন-মনোক্সাইড আছে, কিন্তু সেটুকুকে এখন কেয়ার করছে না কেউ।

নিমেষে যাদুকরের জীয়ন কাঠি ছুঁইয়ে দেয়া হয়েছে যেন জাহাজের প্রতিটি লোকের শরীরে। মৃত্যুপথ যাত্রীরা নড়েচড়ে উঠে চোখ মেললো। উঠে বসলো কেউ কেউ। চোখে অবিশ্বাস। কিন্তু শ্বাসকষ্ট নেই, অবিশ্বাস্য হলেও অবিশ্বাস করার উপায় নেই কারো। জোরে জোরে শ্বাস টানছে সবাই। বুক ভরে টেনে নিচ্ছে মিষ্টি পরিষ্কার বাতাস। বাতাসের এই স্বাদ এর আগে যেন পায়নি ওরা।

এয়ার-প্রেশার রেকর্ডিং গজের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কমাণ্ডার রাইকভ। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক পনেরো পাউণ্ড লেখা ঘরে এসে গেলো কাঁটা, কমতে লাগলো আরো। আরো উচ্চ চাপে কম্প্রেশ্ড এয়ার ছাড়ার আদেশ দিলেন কমাণ্ডার। ধীরে ধীরে আবার উঠতে লাগলো কাঁটা। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় এসে যেতেই ডিজেল বন্ধ করার আদেশ দিলেন রাইকভ।

'কমাণ্ডার রাইকভ,' পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রানা। 'অ্যাডমিরাল হতে যতখানি সুপারিশের দরকার, তার চেয়েও বেশি করবো আমি আপনার জন্যে। এবং আমার বিশ্বাস আমি বিদেশী বলেই বিশেষ গুরুত্ব দেবে মস্কো আমার কথায়।'

'ধন্যবাদ,' হাসলেন রাইকভ। 'আসলে আমাদের কপাল খুবই ভালো।'

সত্যিই কপাল ভালো, মনে মনে স্বীকার করলো রানা। লিউ

রাইকভের অধীনে চলবে যে সাবমেরিন, আর তাতে যারা চড়বে তা-দের কপাল ভালো না হয়ে উপায় নেই।

মোটর আর পাম্প চলার শব্দ হলো। নিউক্লিয়ার প্ল্যাণ্ট জ্যান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে মোমিনভ।

সকাল ঠিক আটটায় ফোনে সংবাদ দিলো মোমিনভ, টারবাইন ব্লেড ঘোরানো যাবে। আবার চলার উপযোগী হয়েছে লেনিনগ্রাদ।

একটানা তিন ঘণ্টা ধীর গতিতে এগিয়ে চললো লেনিনগ্রাদ। পুরো দমে চলছে এয়ার-কণ্ডিশনিং ইউনিট। ভেতরের বাতাস পুরোপুরি স্বাভাবিক হবার আগে এভাবেই চলার নির্দেশ দিয়েছেন রাইকভ।

বাইরের খোলা বাতাসের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে সবাই। অবস্থাটা বুঝেছেন কমাণ্ডার। কাজেই আইস মেশিনে পলিনাইয়া খোঁজার নির্দেশ বহাল রেখেছেন তিনি।

বিকেল চারটে নাগাদ ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে গেলো মেশিনারি স্পেস। তদন্ত করতে গেলেন কমাণ্ডার রাইকভ। টারবাইনের বিশেষ জায়গায় শীথিং ইনসুলেশন নেই। ইঞ্জিন ধীরে চালানো ছাড়া উপায় নেই এখন। ডকে ফিরে না গেলে আর শীথিং লাগানো সম্ভব নয়।

সারাটা দিন একটানা ঘুমিয়ে কাটালো রানা।

সন্ধ্যে সাতটার একটু পরে ঘুম থেকে উঠলো সে। শেভ করলো, স্নান সেরে কাপড়-চোপড় পরে নিলো। ওয়ার্ডরুমে এসে সাপার সেরে নিলো ধীরে সুস্থে।

নয়টার একটু আগে কন্ট্রোল রুমে এসে ঢুকলো রানা। ওখানেই দেখা পেলো রুস্তভের। এগিয়ে গিয়ে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কমাণ্ডার কোথায়?'

'তাঁর কেবিনে।'

'কমাণ্ডার আর তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। গোপনে।'

চোখ তুলে রানার দিকে তাকালো রুস্তভ। মাথা ঝাঁকালো, তারপর নিজের দায়িত্ব নেভিগেটারের ওপর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

কেবিনের দরজায় নক করলো রুস্তভ। ভেতর থেকে ডাকলেন কমাণ্ডার। রানাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো রুস্তভ। প্রথমেই আজামাত কিরিমকে পরীক্ষা করলো রানা। জ্ঞান ফেরেনি বটে, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস আর পালস দেখে টের পেলো, দ্রুত উন্নতি হচ্ছে ওর অবস্থার। তিন-চার দিনের মধ্যেই যদি উঠে দাঁড়ায়, অবাক হবে না রানা। হঠাৎ সোজা রাইকভের দিকে ফিরে কোনরকম ভূমিকা না করেই বললো সে, 'কে খুনী, জানি আমি এখন। কিন্তু আমার হাতে কোনো প্রমাণ নেই। প্রমাণ সংগ্রহ করতে চাই। সে ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে আপনাদের।'

গত তিরিশ ঘন্টা ধরে বহুবার নানান ব্যাপারে চমকিত হয়েছেন রাইকভ। এবারে আর চমকালেন না। চিন্তিত দৃষ্টিতে একবার রুস্তভের দিকে তাকালেন। চার্ট দেখছিলেন, সেটা ভাঁজ করে টেবিলে রেখে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'নিশ্চয়ই সাহায্য করবো, মেজর রানা। প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছে, এর আগে কোনো খুনীর সাক্ষাৎ পাইনি তো,' শান্ত গলায় কথা বললেন কমাণ্ডার, কিন্তু ধূসর চোখ দু'টো বরফের মতো ঠাণ্ডা, কঠিন। 'আটজন লোকের খুনীকে স্বচক্ষে দেখাটা এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই হবে মনে হয়।'

'আমাদের কপাল ভালো, মাত্র আটজনকেই খুন করতে পেরেছে সে,' বললো রানা। 'আজ সকালে শ' ছাড়িয়ে যেতো, শুধু আপনার জ্বালায় পারলো না বেচারা।'

রাইকভ আর রুস্তভের বিস্মিত ভাবটা নজর এড়ালো না রানার।

'কি বলতে চান ?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন রাইকভ।

'আমাদের বন্ধুটি শুধু পিস্তলই নয়, ম্যাচের বাক্সও সাথে রাখে,' বললো রানা। 'গত রাতে ইঞ্জিন রুমে ওই ম্যাচ নিয়ে ব্যস্ত ছিলো সে।'

'বলতে চাইছো, কেউ একজন জাহাজে আগুন লাগাতে চেয়েছিলো ?' অবিশ্বাস ভরা চোখে রানার দিকে তাকালো রুস্তভ। 'বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আমি পারছি,' বললেন রাইকভ। 'খুনীর সম্পর্কে মেজর রানা যা-ই বলবেন, অবিশ্বাস করবো না আমি। কারণ, আমার ধারণা এই খুনী একজন বদ্ধ-পাগল। অন্যদের ধ্বংস করার জন্যে নিজের জীবনের পরোয়া সে করে না।'

'পাগল নয় সে,' বললো রানা। 'শুধু হিসেবে একটু গোলমাল করে ফেলেছিলো।'

'যাই হোক, এখুনি তাকে ধরতে না পারলে আরো কি করে বসবে কেউ বলতে পারে না।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। কি কি করতে হবে বিস্তারিত বললো রাইকভ আর রুস্তভকে।

রাত দশটা। লেনিনগ্রাদের ওয়ার্ড রুমে এসে জমায়েত হয়েছে ওরা : গ্যাকো, পিনিন, ক্যাপ্টেন কুমারভ, ডাঃ জ্যাকভ, নিকোলাই, অভয়, মিকো, কসমোপভ, রুডিন এবং বুয়েল। ওয়ার্ড রুমের টেবিল ঘিরে বসেছে সবাই, গ্যাকো আর পিনিন ছাড়া। গ্যাকো দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে বসে আছে পিনিন। তার

হাতে একটা পুরোনো খবরের কাগজ।

কমাণ্ডার রাইকভের পেছন পেছন ওয়ার্ড রুমে এসে ঢুকলো রানা। রাইকভকে দেখে ঘরের অনেকেই উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলো, কিন্তু হাত তুলে নিষেধ করলেন কমাণ্ডার।

সবাই নীরব রইলো, ডাক্তার জ্যাকভ ছাড়া। খুশি খুশি গলায় কথা বললো সে, 'গুড ইভনিং, ক্যাপ্টেন। আশা করি ভালোই আছেন। তা, এতো রাতে এভাবে মিটিং ডাকার কারণটা জানতে পারি?'

রাইকভ কোনো জবাব দিলেন না।

কেশে গলা পরিষ্কার করলো রানা। তারপর বললো, 'মিটিং আমি ডেকেছি, ডাক্তার, ক্যাপ্টেন নন।'

'আপনি?' ঠোঁট কামড়ালো ডাক্তার। 'আপনি কেন?'

'তার আগে একটা কথা জানাচ্ছি আপনাদের, আমি ডাক্তার নই। ছিলামও না কোনকালে। আমি একজন কাউন্টার ইনটেলিজেন্স এজেন্ট। পদবী মেজর। বাংলাদেশী। মস্কোর অনুরোধে এসেছি এখানে।'

প্রতিক্রিয়া চেয়েছিলো রানা, পেলো ঠিকই। নিঃশব্দে বসে রইলো সবাই। সদ্য ডাঙায় তোলা মাছের মতো হাঁ হয়ে গেছে মুখ।

সবার আগে সামলে নিলো জ্যাকভ। 'কাউন্টার এসপিওনাজ! স্পাই দেখার বড় ইচ্ছে ছিলো, আজ সে আশা পূরণ হলো দেখছি! তা কেন, কেন আমাদের সবাইকে এখানে ডেকেছেন, ডাক্তার খুড়ি, মেজর মাসুদ রানা?

'তেমন কিছু না সামান্য খুনখারাবির একটা ব্যাপার ছিলো, এই আর কি।'

'খুন! জাহাজে ওঠার পর এই প্রথম কথা বললো ক্যাপ্টেন কুমারভ। এখনো দুর্বল, কথা বলার ধরনে সহজেই অনুমান করে নেয়া

যায়। 'খুন ?'

'নভেলির কাছাকাছি বরফের তলায় দু'জন লোক শুয়ে আছে, এক-জনকে গুলি করা হয়েছে, অন্যজনকে ছুরি মারা হয়েছে। তৃতীয় আরেক-জনকেও গুলি করা হয়েছিলো, কিন্তু কপাল গুণে বেঁচে গিয়ে এখন এই জাহাজেই আছেন...'

'কে, কে বেঁচে গেছে ?' রানার কথার মাঝেই দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলো ডাক্তার জ্যাকভ।

'আসছি সে কথায়,' ধীরে ধীরে বললো রানা। 'তা আপনারা কি বলেন ? গুলি করে কিংবা ছুরি মেরে মানুষ হত্যাকে খুন বলে না ?'

টেবিলের ধার খামচে ধরলো জ্যাকভ। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লো আবার চেয়ারে। অন্যদের চেহারা দেখেই অনুমান করে নিলো রানা, বসে আছে বলে মনে মনে খুশিই তারা, নইলে ধপাস করে বসতে হতো চেয়ারে।

'সত্যি বলতে কি,' নাটকীয়তার খাতিরে নাটকীয়ভাবেই বললো রানা, 'এই ঘরে আপনাদের মাঝেই বসে রয়েছে সেই খুনী।'

পিনপতন নীরবতা নামলো ওয়ার্ড রুমে।

দশ

'প্রথমেই,' বক্তৃতার ঢঙে শুরু করলো রানা, 'ক্যামেরা অপটিকস সম্পর্কে কিছু বলে নিই আপনাদের। কারো কারো হয়তো জানা আছে বিষয়টা, তবু শুনুন। জিজ্ঞেস করতে পারেন, ক্যামেরার সঙ্গে মানুষ খুনের সম্পর্ক কি? আছে, আছে। এই বিশেষ জিনিসটিই নভেলির এতগুলো লোকের প্রাণনাশের কারণ।'

সবার ওপর একবার নজর বুলালো রানা।

'কতখানি স্পষ্ট হবে ছবি, সেটা নির্ভর করে ক্যামেরার লেন্সের ফোকাল লেংথ, অর্থাৎ ফিল্ম থেকে লেন্সের দূরত্বের ওপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই ক্যামেরার উন্নতির জন্যে জোর চেষ্টা চালিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অবজারভেটরির বাইরের যে-কোনো ক্যামেরার ম্যাকসিমাম ফোকাল লেংথ ছিলো পঞ্চাশ ইঞ্চি তাই দিয়েই বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে রিকনিস্যান্স বিমান থেকে ছবি তোলা হতো। শক্তিশালী ক্যামেরার প্রয়োজনীয়তা সে-ই প্রথম বেশি করে অনুভব করলো মানুষ। বিমানে যেসব ক্যামেরা বসানো হতো তখনকার দিনে, তার সাহায্যে দশ মাইল ওপর থেকেও একটা সুটকেসের সমান যে-কোনো জিনিসের পরিষ্কার ছবি তোলা সম্ভব হতো। কিন্তু এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারলো না মানুষ—না রাশিয়ান, না আমেরিকান।

'অতএব কিছুটা উন্নতি হলো ক্যামেরার। বিমান থেকে ব্যবহার করবার ব্যাপারে লেন্সের ফোকাল লেংথ নিয়ে অসুবিধেয় পড়ে গিয়েছিলো বিজ্ঞানীরা। পঞ্চাশ থেকে বাড়িয়ে আড়াইশো ইঞ্চি ফোকাল লেংথ হয়তো করা যায়, কিন্তু তাতে ক্যামেরার ব্যারেল লম্বা করতে হয় বিশ ফুট। এতোবড় দানবীয় এক ক্যামেরা বিমানে বা উপগ্রহে বসানো দুঃসাধ্য। ভেবে ভেবে এক নতুন পদ্ধতি বের করলো তারা। ফোল্ডেড-লেন্স প্রিন্সিপাল কাজে লাগিয়ে ক্যামেরার ব্যারেল বড় না করেও কৌশলে প্রতিফলনের মাধ্যমে ফোকাল লেংথ বাড়িয়ে নিলো অনেকখানি।

'১৯৫০ সাল নাগাদ ফোল্ডেড লেন্স পদ্ধতিতে ফোকাল লেংথ পাওয়া গেলো একশো ইঞ্চি। তখন দশ মাইল ওপর থেকে শুধু স্যুটকেস নয়, একটা সিগারেট প্যাকেটের ছবিও তোলা সম্ভব হলো পরিষ্কার। আরো দশ বছরের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে বসলো পারকিন-এলমার রোটি স্যাটেলাইট মিসাইল ট্র্যাকার—যার ফোকাল লেংথ দাঁড়িয়েছে পাঁচশো ইঞ্চি। এর সমান ক্ষমতার একটা ব্যারেল টাইপ ক্যামেরা তৈরি করলে লম্বায় হতো চল্লিশ ফুট। যাই হোক, এই ক্যামেরার এতোই ক্ষমতা—দশ মাইল ওপর থেকে মাটিতে পড়ে থাকা চিনির একটা দানার ছবি তুলতেও বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না।'

থামলো রানা। শ্রোতাদের মাঝে কোনরকম অমনোযোগিতা আছে কিনা লক্ষ্য করলো। নেই। এর আগে আর কোনো বক্তা শ্রোতার এমন গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ আছে তার।

'বাইশ বছর পর,' আবার শুরু করলো রানা, 'অবিশ্বাস্য রকম শক্তিশালী আরেক ক্যামেরা আবিষ্কার করে বসলো এক রাশান বিজ্ঞানী। ক্যামেরার নাম রাখলো, পারকিন-আলমভ পেত্রোস্কি মিসাইল ট্র্যাকার।

এর ফোকাল লেংথ কতো, প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়নি কখনো, জানি না আমিও। তবে এইটুকু জানি, এই ক্যামেরার সাহায্যে তিনশো মাইল ওপর থেকে অন্ধকারে ফেলে রাখা একটা সাদা পিরিচেরও স্পষ্ট ছবি তোলা সম্ভব। যে-কোনো ছোট আকারের স্যাটেলাইটে বসিয়ে দেয়া যায় এই অটোম্যাটিক ক্যামেরা।

'ক্যামেরাটা বসানোর কথা ছিলো তু'টনি রাশান স্যাটেলাইট 'কসমস নাইন'-এ। কিন্তু বসানো হলো না। না, নষ্ট হয়ে যায়নি, হাইজ্যাক হয়ে গেলো সেটা, প্রকাশ্য দিবালোকে, খোদ মস্কো থেকে, একটা পোলিশ বিমানে করে। বলা বাহুল্য, এটা সোজা চলে যায় আমেরিকানদের হাতে।

'মাত্র চার মাস আগে সামোস-ফাইভ নামে একটা আমেরিকান স্যাটেলাইটে বসানো হয় এই ক্যামেরা। দিনে সাতবার করে চক্কোর দিচ্ছে সেটা সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর দিয়ে, এই ভাবেই চলার কথা অনির্দিষ্ট কাল ধরে। কিন্তু তিন দিনের মধ্যেই কয়েক বছরে যা জানতে পারতো না সে-সমস্ত খবর জানা হয়ে গেলো ওদের। অসংখ্য ছবি তুললো পারকিন-আলমভ পেত্রোস্কি। কিসের ছবি, জানেন? উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলে যে ক'টা রাশান-মিসাইল-লঞ্চিং বেস আছে, সব-গুলোর ছবি। একদিকে লঞ্চিং-বেসের ছবি তুলেছে পারকিন-আলমভ পেত্রোস্কি, অন্যদিকে একই সময়ে একই স্যাটেলাইট থেকে সোজা আকাশ পানে চেয়ে তারার ছবি তুলেছে আরেকটা ছোট, সাধারণ ক্যামেরা। উদ্দেশ্য সহজ। ম্যাপ মিলিয়ে চেক করে দেখলেই প্রত্যেক-টা বেসের একজ্যাক্ট পজিশন পেয়ে যাচ্ছে তারা। তারপর সেদিক পানে একটা করে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল তাক করে রাখলেই কেল্লা ফতে। যুদ্ধ না করেই জিতে যাওয়ার মতো অবস্থা।

'কিন্তু খুশি হবার সুযোগটা আর পেলো না তারা। কারণ মিসাইল তাক করবার আগে ছবিগুলো হাতে পেতে হবে তো। সেই ব্যাপারে গোলমাল দেখা দিলো। স্যাটেলাইট থেকে রেডিও ট্র্যান্সমিশনের সাহায্যে ছবিগুলো সংগ্রহ করলে অনেক সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি ডিটেইলস বাদ পড়বে, ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাবে। কাজেই নিখুঁত ছবি পেতে চাইলে ছবি নয়, ফিল্মটা হাতে পাওয়া চাই। আর স্যাটেলাইট থেকে ফিল্ম পেতে চাইলে দু'টো মাত্র উপায় আছে। এক: স্যাটেলাইটকে মাটিতে নামিয়ে আনা, আর অন্যটা হচ্ছে: স্যাটেলাইট আকাশেই থাকলো, ইজেক্ট করিয়ে ক্যাপসুলের ভেতরে করে ফিল্মটা শুধু মাটিতে নামিয়ে আনা হলো। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিতে অনেক রকম অসুবিধে আছে। তাই প্রথমটাই বেছে নিলো মার্কিনীরা।

'নিউইয়র্কের দু'শো মাইল পুবে আটলান্টিক মহাসাগরে স্যাটেলাইট নামানোর পরিকল্পনা নেয়া হলো। কিন্তু সব ভণ্ডুল করে দিলো স্যাটেলাইট। সামান্য গোলমাল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, রেডিও সিগন্যাল পাঠিয়ে স্যাটেলাইটের এক পাশের রেট্রো রকেট চালু করা যায়নি। তার মানেটা কি, বুঝতে পারছেন কিছু আপনারা?'

'বুঝতে শুরু করেছি,' নরম গলায় কথা বলে উঠলো বুয়েল। 'ভিন্ন কক্ষপথে চলতে শুরু করেছে তখন স্যাটেলাইট, তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। মাতালের মতো টালমাটাল অবস্থা হলো ওটার। নিজের কক্ষপথ থেকে সরে গেলো। গোঁত্তা মেরেই উল্টোপাল্টা ছুট লাগালো বিপথে।

'স্যাটেলাইটকে বাগ মানাতে না পেরে অগ্যতা ঠিক করলো মার্কিনীরা, ইজেক্ট করে ফিল্ম ক্যাপসুল নামিয়ে আনবে। কিন্তু কোথায় নামানো যায়? রেট্রো রকেট খারাপ হয়ে যাবার পর দেখা গেলো,

মহাসাগরগুলোর ওপর দিয়ে উড়ছে ওটা। যুক্তরাষ্ট্র কিম্বা তার খেদমতগার কোনো দেশের ওপরে আসছে না স্যাটেলাইট। পরীক্ষা করে দেখা গেলো, চেষ্টা করলে গতি কিছুটা কমানো যায় স্যাটেলাইটের, কিন্তু তাতেও নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। ওটার কক্ষপথে পড়ছে নিরপেক্ষ একমাত্র এলাকা—উত্তর মেরুপ্রদেশ। চিন্তাভাবনা চললো ওদের। কেউ কেউ বললো সাগরের কোথাও ক্যাপসুল নামানোর ব্যবস্থা হোক। কিন্তু এতে অসুবিধে আছে। ধুলোর ঘর্ষণ আর গরম থেকে রক্ষা করার জন্যে ক্যাপসুলের খোসায় অ্যালুমিনিয়ম আর পাইরোসিরাম-এর ভারি প্রলেপ লাগানো থাকে। ভারি জিনিস। পানিতে পড়লেই টুপ করে ডুবে যাবে, অর্থাৎ চিরতরে হারাতে হবে জিনিসটা। তাই ঝুঁকি নিলো না মার্কিনীরা। স্থলভাগের ওপর যখন আসতেই চাইছে না স্যাটেলাইট, বাকি রইলো শুধু উত্তরের পোলার আইস ক্যাপ। স্থির হলো, এখানেই নামাতে হবে ক্যাপসুল।'

'কাজেই ড্রিফট আইস স্টেশন নভেলির কাছাকাছি ক্যাপসুল নামানো ঠিক করলো মার্কিনীরা, তাই না?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ডাক্তার জ্যাকভ।

'হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছেন। তবে যখন এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তখনো জন্ম হয়নি নভেলির, স্টেশন গড়ার সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হয়েছে মাত্র। মার্কিনীরা দেখলো এই সুযোগ, এই আবহাওয়া কেন্দ্রেই ক্যাপসুল নামানো সবচেয়ে বেশি সুবিধের হবে। স্টেশনটা যদিও রাশানদের, কিন্তু তাতে অসুবিধে নেই, নিজেদের একজন যোগ্য লোক ওখানে মোতায়েন করা গেলেই অনায়াসে ক্যাপসুলটা সংগ্রহ করতে পারবে।

'স্টেশন গড়তে গিয়ে আমেরিকার আণবিক-শক্তিচালিত সেরা আইসব্রেকার 'লিটভা'র সাহায্য পেলো রাশানরা—অযাচিতভাবেই।

বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে শত্রুর সঙ্গে হাত মেলাতেও রাজি আছে তারা, ইত্যাদি অনেক বড় বড় কথা বলে, "লিটভা" ধরতে গেলে প্রায় গড়েই দিয়ে গেলো স্টেশন নভেলি, নজির স্থাপন করলো পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাদচ্ছার।

'এই ভাবে জন্ম হলো আইস স্টেশন নভেলির। অপেক্ষা করে রইলো মার্কিনীরা। আট সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হলো তাদের। তারপর এলো সেইক্ষণ, ভিন্ন কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে করতে সরাসরি নভেলির ওপরের আকাশে এসে গেলো স্যাটেলাইট সামোস ফাইভ।'

'এদিকে রাশিয়া কিছু জানে না?' জিজ্ঞেস করলো রুস্তভ।

'সব জানে। মার্কিনীরা কি চায়, কি তাদের আসল উদ্দেশ্য, হিসেবকিতেব করে সেসব অনেক আগেই আঁচ করে ফেলেছে রাশানরা। তারাও প্রস্তুত হয়ে গেছে সবদিক থেকে। অপেক্ষা করছিলো তারাও।

'আবহাওয়া বিষয়ক বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সঙ্গে দু'মাস আগেই যে একটা বিশেষ মনিটর নামানো হয়েছে নভেলিতে, সেটা খেয়াল করেনি কেউ। স্যাটেলাইট থেকে ক্যাপসুল ইজেক্ট হলেই রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে খবরটা জানতে পারবে মনিটর, জানবে মেজর আজামাত কিরিম।' নভেলির উদ্ধার প্রাপ্তদের দিকে একে একে তাকালো রানা। জিজ্ঞেস করলো, 'মনিটরের কথা নিশ্চয়ই এই প্রথম শুনলেন আপনারা?' উদ্ধারপ্রাপ্ত প্রতিটি লোকের চেহারায় কিছু খুঁজলো, তারপর বললো, 'জানতেন না, বুঝতে পারছি। আসলে জানানো হয়নি আপনাদের। খুবই গোপনীয় ব্যাপার। নভেলিতে জানতো শুধু চারজন লোক। আজামাত আর তার তিন সঙ্গী, একই ঘরে ঘুমোতো চারজনে। চারজনের তিনজনই এখন মৃত। জীবিত একজনের নাম শুন-

বেন? তার নাম আজামাত কিরিম। এখনো অজ্ঞান, তবে বেঁচে যে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কমাণ্ডারের কেবিনে তোলা হয়েছে তাকে সবার অলক্ষ্যে।'

ডাঙায় তোলা মাছের মতো হাঁ হয়ে গেছে টেবিল ঘিরে বসা লোকগুলোর মুখ। টেবিলের ধার খামচে ধরেছে কেউ কেউ। দুই চোখ বিস্ফারিত। সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসলো রানা।

'নভেলিতে মার্কিন গুপ্তচর রয়েছে, এটা জানা ছিলো কিরিমের,' বলে চললো রানা। 'কিন্তু কে, সেটা তখনো জানা যায়নি। নভেলির প্রতিটি লোকের ফার্স্ট ক্লাস সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স রয়েছে। অথচ এদেরই মধ্যে কেউ একজন হঠাৎ এতবেশি বড়লোক হয়ে যাবে, যে রাশিয়া থেকে কোনভাবে পালাতে পারলেই বাকি জীবনটা পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দিতে পারবে। মস্কোও জানে একথা, কিন্তু এ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায়নি—কারণটা পরে বলছি।

'বিশেষ এক ধরনের একটা পোর্টেবল মনিটর ছিলো আমেরিকান স্পাইয়ের কাছে। এটা এক ধরনের রেডিও ডিভাইস। স্যাটেলাইট থেকে খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপসুলের ভেতরের একটা বিশেষ রেডিও চালু করে দেবে এই ডিভাইস। একটা বিশেষ ওয়েভ লেংথে সংকেত পাঠাতে শুরু করবে ক্যাপসুলের ভেতরের রেডিও। করেও-ছিলো। এতোই নিখুঁতভাবে ইজেক্ট করেছিলো স্যাটেলাইট, তিনশো মাইল ওপর থেকেও লক্ষ্যস্থলের ঠিক এক মাইলের মধ্যে এসে পড়েছি-লো ক্যাপসুল। আইস ক্যাপের ভয়ংকর তুষার ঝড়ের মাঝেও ক্যাপ-সুল খসে পড়ার খবর গুপ্তচর সাহেবকে ঠিকই জানালো মনিটর। এই ডিভাইসের সাহায্যেই গাঢ় অন্ধকারেও ক্যাপসুল খুঁজে পেতে তেমন কোনো অসুবিধে হলো না তার। ফিরে এলো সে আবার স্টেশনে,

নিজের কেবিনে। নভেলির আশপাশে বরফের তলায় কোথাও নিশ্চয়ই চাপা পড়ে আছে এখন ওই মনিটর।' থামলো রানা। শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বুঝিয়ে বলতে পারছি তো? বিশেষ করে স্পাই সাহেবকে জিজ্ঞেস করছি।'

'সহজ ভাষায়ই তো কথা বলছেন, মেজর রানা,' মোলায়েম কণ্ঠে বললেন রাইকভ। 'এখানের কারোই বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।'

'বেশ, অসুবিধে না হলেই ভালো,' বললো রানা। 'তা কপাল খারাপই বলতে হবে আজামাত আর তার তিন সঙ্গীর। কারণ মনিটরের সাহায্যে তারাও ঠিক সময়েই জেনে গেছে, ক্যাপসুল ইজেক্ট করেছে স্যাটেলাইট। ওটাকে আনতে যাবেই কেউ, জানে তারা, কিন্তু কে যাবে জানা নেই। কাজেই চোখ রাখার ব্যবস্থা করলো আজামাত। একজন লোক নিযুক্ত করলো, কোন্ কেবিন থেকে কে বেরিয়ে যায় দেখার জন্যে। দুর্যোগের রাত, মারাত্মক ঠাণ্ডা, বরফ-ঝড় মুখ নিয়ে বইছে প্রচণ্ড দমকা বাতাস। তার ওপর গাঢ় অন্ধকার। এতসবের মাঝে কে কোন্ ফাঁকে কোথায় বেরিয়ে গেলো, নজর রাখা সত্যিই বড় কঠিন ব্যাপার। আমার মনে হয় বেরিয়ে যাবার সময় স্পাই সাহেবকে দেখতে পায়নি আজামাতের লোক। ক্যাপসুল নিয়ে যখন ফিরলো, তখন দেখেছে। কিংবা স্পাইয়ের কেবিনে আলো জ্বলছে দেখে অনুসন্ধান করতে এগিয়ে গেছে। হয়তো দেখেছে, ক্যাপসুল থেকে ফিল্ম বার করছে স্পাই। বোকার মতো কাজ করেছে তখন লোকটা। আসলে ফিরে গিয়ে আজামাতকে সব কিছু জানানো উচিত ছিলো তার। তা না করে সোজা স্পাইকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে। এবং সেখানেই মারাত্মক ভুলটা করেছে সে, যা শোধরাবার সুযোগ আর পায়নি। ঘ্যাচ করে পাঁজরার ফাঁকে ঢুকে গেছে ইস্পাতের ফলা।' নভেলির উদ্ধার-

প্রাপ্তদের ওপর আরেকবার চোখ বোলালো রানা। 'কে, বলুন তো কে এই বিশেষ কাজটি করেছিলেন?' কেউ কোনো কথা বললো না। রানা বললো, 'যে-ই করে থাকুন, অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। নইলে ছুরি মারতে গিয়ে ফলা ভেঙে ফেলতেন না। হ্যাঁ, লাশের পাঁজরায় ছুরির ভাঙা ফলাটা পেয়েছি আমি।' রাইকভের দিকে তাকালো রানা।

কমাণ্ডার জানেন মিছে কথা বললো রানা। কিন্তু এই মিথ্যে বলার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, ভেবে চুপ করে রইলেন, চোখের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপলো না একবারও।

'ওদিকে ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে আজামাত। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। লোকটাকে পাঠালো, কিন্তু এতো দেরি করছে কেন ফিরতে? শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে আরেকজনকে পাঠালো সে ব্যাপার কি দেখার জন্যে। এদিকে বিপদের গন্ধ পেয়েছে আমাদের দোস্ত, সতর্ক হয়ে গেছে। যে-কোনো রকম সম্ভাবনার জন্যে তৈরি সে তখন। জানে, ধরা পড়ে যাচ্ছে, আজামাত নিজে আসবে কিংবা অন্য কোনো লোক পাঠাবে খোঁজ নিতে। কাজেই দ্বিতীয় লোকটা ঘরে ঢোকা মাত্র খুন হয়ে গেলো। পায়ের কাছে পড়ে আছে প্রথম লোকটার লাশ, এটা দেখার পর দ্বিতীয় লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না খুনী। তার কাছে শুধু ছুরিই নয়, একটা পিস্তলও ছিলো। এবার ব্যবহার করেছে সে ওটা।'

'দ্বিতীয় লোকটাও ফিরে না গেলে সতর্ক হয়ে পড়বে, তৃতীয় কাউকে একা পাঠানোর ঝুঁকি আর নেবে না আজামাত। এবার হয় সে নিজে আসবে, নয়তো একাধিক লোক পাঠাবে খবর নিতে, আশংকা করলো খুনী। আক্রান্ত হওয়ার চাইতে আক্রমণ করাটাই এখন উচিত কাজ

হবে, ভাবলো সে। পিস্তল হাতে সোজা চলে গেলো আজামাতের কেবিনে। আজামাত এবং তার ঘুমন্ত সঙ্গীকে গুলি করলো নির্মমভাবে। জেগে ছিলো বলেই হয়তো মাথা এক পাশে কাত করে ফেলেছিলো আজামাত। গুলি লাগেনি ঠিকমতো, বেঁচে গেছে। কিন্তু ঘুমন্ত লোক-টি মারা গেছে। পরীক্ষা করে তার মাথায় বুলেটের ছিদ্র দেখেছি আমি। এতগুলো খুন করেও হয়তো পারই পেয়ে যেতো, কিন্তু খুনীর কপাল খারাপ। মেজর আজামাত কিরিমের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম মাসুদ রানা।' নিজের বুকে গোটা দুই টোকা দিলো রানা।

'আ চ্-ছা-আ-আ!' চায়না-রু চোখ কপালে তুলে ফিসফিসিয়ে বললো জ্যাকভ।

'খুন করার পরই নিজের কুকাজ ঢাকা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো খুনী। উপায় একটাই ছিলো, লাশগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা। নিজের কেবিনে পড়ে থাকা লাশ দু'টোকে আজামাতের ঘরে এনে ফেললো সে। তারপর ফুয়েল স্টোর থেকে দু'টো ড্রাম টেনে এনে ঘরের দেয়া-লে তেল ছিটালো। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে কাজ করেছে সে। মেজরের ঘরটাই শুধু নয়, ফুয়েল স্টোরেও আগুন লাগিয়েছে এমন-ভাবে ঘটনা সাজিয়েছে, যেন সবাই ভাবে ফুয়েল স্টোর থেকেই আগু-নের উৎপত্তি হয়েছে।'

টেবিলের চারপাশ ঘিরে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সবাই। নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেছে।

'কৌতূহল একটু বেশিই আমার,' বলে চললো রানা। 'প্রথমেই খটকা লাগলো, অসুস্থ, ক্লান্ত, মারাত্মক পোড়া আহত কিছু লোক লাশগুলোকে ল্যাবরেটরিতে সরানোর পরিশ্রমটুকু কেন করলো? ভেবে বার করলাম, কেউ একজন তাদের বুঝিয়েছে, এটাই করা উচিত।

পোড়া বিকৃত কতগুলো লাশ পড়ে থাকলে ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে চাই-বে না কেউ, এটাই স্বাভাবিক। আর এটাই চাইছিলো খুনী, সন্দেহ হলো আমার। খুঁজতে শুরু করলাম। দেখি ভালো বুদ্ধি করেছে—লাশ দিয়ে ঢেকে রেখেছে ফ্লোরবোর্ডের ঢাকনা। ওটার নিচে কি পেলাম জানেন? চল্লিশটা জ্যান্ত নাইফ সেল, প্রচুর খাবার, একটা রেডিও-সনডে বেলুন, আর বেলুনে ভরার জন্যে রাখা হাইড্রোজেন গ্যাসের একটা সিলিণ্ডার। নাইফ সেলগুলো পেয়ে অতোটা অবাক হইনি। কিন্তু তাজা ব্যাটারীর সঙ্গে ওই সব জিনিসও পেয়ে যাবো, না, অতোটা আশা করিনি আমি।

'দু'টো জিনিস বিপক্ষে গেছে খুনীর, ফলে তার প্ল্যান মাফিক কাজ হয়নি। এক: মেজর আজামাত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে, আশা করেনি সে। দুই: আচমকা সাংঘাতিক খারাপ হয়ে গিয়েছিলো আবহাওয়া। আবহাওয়া ভালো থাকলে ক্যাপসুলটা বেলুনে বেঁধে আকাশে উড়িয়ে দিতো খুনী। আকাশ থেকেই ছোঁ মেরে জিনিসটা তুলে নিতো কোনো আমেরিমান বিমান। বিমানের লোকদের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগের জন্যেই নাইফ সেলগুলো সরিয়ে রেখেছিলো সে। রেডিও ওয়েভ গোপন করা যায় না, তাই যোগাযোগের জন্যে বিশেষ কোড ছিলো তার কাছে, কাগজে লেখা। যখন দেখলো যোগাযোগ করার আর কোনো দরকার নেই, আকাশে বেলুন ওড়ানো যাবে না, কোড লেখা কাগজটা পুড়িয়ে ফেললো খুনী। এবারেও ছোট্ট একটা ভুল করলো। পোড়া টুকরোগুলো দূরে কোথাও না ফেলে উড়িয়ে দিলো বাতাসে। মেট হাউসের কাছে বরফে চাপা পড়েছিলো ওগুলো, খুঁজে বের করেছি আমি।

'ভালো ব্যাটারী ব্যবহার করে ইচ্ছে করলেই লেনিনগ্রাদের সঙ্গে

ঠিকমতো যোগাযোগ রাখতে পারতো খুনী, কিন্তু রাখেনি। বরং খেয়াল রেখেছে যেন শক্তি শেষ হয়ে আসা ব্যাটারীই ব্যবহৃত হয়। ইচ্ছে করেই অস্পষ্ট এস. ও. এস. পাঠিয়েছে। আমরা দেরিতে পৌঁছি, এটাই চেয়েছিলো সে। আশা করেছিলো, কিছুক্ষণের জন্যে আবহাওয়া ভালো হয়েও যেতে পারে, তাহলে বেলুন ওড়াতে পারবে। নভেলিতে আগুন লেগেছে ; আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেনের সমস্ত রেডিও স্টেশন ব্রডকাস্ট করেছে এই খবর, নভেলিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে রাশান, ব্রিটিশ আর আমেরিকান প্লেন, বরফ ভেঙে তোলপাড় করে আইস স্টেশনটাকে খুঁজতে বেরিয়েছে মার্কিন আইস ব্রেকার "লভো", রেডিও মারফত সব খবরই পেয়েছে খুনী। আবহাওয়া উন্নতির কোনো লক্ষণই নেই দেখে রেডিওতেই তার দোসরদের প্লেন পাঠাতে নিষেধ করেছে। জানিয়েছে, সঙ্গে ফিল্মগুলো নিয়ে লেনিনগ্রাদেই উঠে যাবে সে।'

'একটু, মেজর রানা,' হাত তুলে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রাইকভ, 'আপনি বলতে চাইছেন, এই জাহাজেই আছে এখন ওগুলো ?'

'না থাকলেই অবাক হবো, কমাণ্ডার,' বলে গেলো রানা। 'এই ফিল্মের জন্যেই সম্ভবতঃ সরাসরি আঘাত হানা হয়েছে লেনিনগ্রাদের ওপর। আমাদের দেরি করিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেন দেরি করানো হচ্ছে, আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়নি এখনো। দেরি করানোর জন্যে বন্দরে থাকতে কারসাজি করা হয়েছিলো, লেনিনগ্রাদের টিউব ডোর খুলে রেখেছিলো কেউ। দেরি করানোর জন্যেই আগুন লাগানো হয়েছে ইঞ্জিন রুমে।'

'কে ?' জানতে চাইলেন কমাণ্ডার।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলো রানা। বললো, 'যে-ই হোক, লেনিনগ্রাদ ধ্বংস হয়ে যাক, এটা চায়নি সে। একথা আগেও একদিন বলেছি

আপনাকে, এক ধরনের ম্যানিয়াক ছাড়া নিতান্ত বাধ্য না হলে খুন করে না লোকে। নভেলির পাইকারী খুনখারাবিও, আমার মনে হয় নিতান্ত বাধ্য হয়েই করতে হয়েছে খুনীকে।'

'কে, মেজর রানা ?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো সের্গেই বুয়েল, 'কে খুনী ? জানেন আপনি ?'

'জানি। আসছি সে কথায়। নভেলির ছয়জনকে সন্দেহ করেছিলাম প্রথমে। ক্যাপ্টেন কুমারভ আর যমজ দুই ভাই শয্যাশায়ী ছিলো, তারা বাদ। চলাফেরার মোটামুটি ক্ষমতা ছিলো বুয়েল, রুডিন, ডাক্তার জ্যাকভ, কসমোপভ, অভয় আর মিকোর। প্রচুর ভাবলাম। ধীরে ধীরে জানা হয়ে গেলো উত্তর। খুন এবং বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে আর মাত্র তিন সপ্তাহ পরেই রাশান সামরিক আদালতে তোমার বিচার হবে, বন্ধু। তুমি সাংঘাতিক বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই, কিন্তু হেরে গেলে শেষ পর্যন্ত।' জ্যাকভের দিকে তাকিয়ে শেষের কথাগুলো বললো রানা।

প্রথম কয়েক সেকেণ্ড কেউ কিছু বুঝতে পারলো না। তারপর ধীরে ধীরে রানার কথা আর দৃষ্টির মানে বুঝে নিয়ে ঘাড় ফেরালো ডাক্তার জ্যাকভের দিকে।

ধীরে, অতি ধীরে উঠে দাঁড়ালো জ্যাকভ। আস্তে করে দুই পা এগিয়ে এলো রানার দিকে। নীল চোখ দু'টো বিস্ফারিত, বিশ্বাস করতে পারছে না যেন রানার কথা, এমনি ভাব চেহারায়।

'আমি ?' প্রায় ফিসফিসিয়েই বললো জ্যাকভ। ডান হাতের তর্জনী ঠেকালো নিজের বুকে। 'আমি ? আপানি পাগল হয়ে গেছেন ডাক্তা···মেজর রানা। আপনি পাগল···'

মারলো ওকে রানা। ভেতরে পুষে রাখা ভয়ংকর ক্ষোভ দড়াম করে আছড়ে পড়লো ওর নাকে-মুখে।

দুই হাতে নাক-মুখ চেপে ধরে ছিটকে পেছনে গিয়ে পড়লো ডাক্তার। সেই মুহূর্তে জ্যাকভকে খুন করার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করলো রানা। তীব্র ঘৃণা ফুটে বেরোচ্ছে তার চোখ থেকে।

টেবিলের ধারে বসে থাকা লোকগুলো সামান্যতম নড়লো না। স্তব্ধ হয়ে দেখছে তারা। বিমূঢ় হয়ে গেছে ঘটনার আকস্মিকতায়।

চিত হয়ে পড়েছে জ্যাকভ। দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে কোনমতে উঠে বসলো, জোর করে নিজেকে খাড়া করলো পায়ের ওপর। মুখে-চোখে ব্যথার ছাপ। পকেট থেকে রুমাল বের করে চেপে ধরলো ঠোঁটে। টলতে টলতে গিয়ে ধপ করে বসে পড়লো আবার আগের চেয়ারে।

'ডাক্তার,' জ্যাকভকে বললো রানা। 'নিজের হাতে তোমাকে খুন করার সুযোগ পেলে সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম আমি। কিন্তু নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারছি না এখন। ফাঁসির দড়িতে ঝুলেই মরতে হবে তোমাকে। আমার আন্তরিক ইচ্ছে, দড়ির ফাঁসে কোনরকম গোলমাল ঘটে গিয়ে তোমার মরণটা যেন অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়। অনেক, অনেকক্ষণ যেন লাগে তোমার দম বেরোতে।'

মুখ থেকে রুমাল সরালো জ্যাকভ।

'বদ্ধ পাগল হয়ে গেছেন আপনি,' থেঁতলানো দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোনমতে কথাগুলো বের করলো জ্যাকভ। ইতিমধ্যেই সাংঘাতিক ফুলে গেছে তার ঠোঁট। 'আবোল তাবোল বকছেন।'

মাথা নাড়লো রানা। 'অভিনয় করছো, করো। কিন্তু জেনে রাখো, আটচল্লিশ ঘণ্টা আগেই চিনেছি আমি তোমাকে। যা বলছি তা প্রমাণ করে দিতে পারবো।'

'কি বললেন? গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে আপনি জানেন কে খুনী, অথচ...' কমাণ্ডারের কণ্ঠে ক্ষোভ।

'বাধ্য হয়েছি, কমাণ্ডার,' বললো রানা। হঠাৎই নিজেকে বড় বেশি ক্লান্ত মনে হলো। খুব তাড়াতাড়ি এখন সব কথাবার্তা শেষ হয়ে যাক, তাই চাইছে। একটা লম্বা ঘুম চাইছে এখন তার শরীর। 'আপনাকে বললেই সঙ্গে সঙ্গে ওকে কয়েদ করে রাখতেন কিন্তু শুধু একা ওকে নয়, পুরো স্পাই-রিঙটাকেই ধরতে চেয়েছি আমি। আমার কথা শেষ হয়নি এখনো, কমাণ্ডার, আরো আছে। দয়া করে শুনুন। কিছু যুক্তি দেখাতে দিন।

'আচ্ছা, একটা ব্যাপারে খটকা লাগেনি আপনার ?—আগুন লাগার পরেও ঘুমিয়েই ছিলো জ্যাকভ। ভেবে দেখুন, তার নাকি দম বন্ধ হয়ে এসেছিলো। ধোঁয়ায় ভর্তি ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দরজার কাছে ঠিক চলে এসেছে, একটুও অসুবিধে হয়নি। ওদিকে আবার ঘর থেকে বেরিয়েই হুঁশ হারিয়ে পড়ে গেলো। কি আশ্চর্য! ঘরের ভেতরে ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়েও জ্ঞান হারালো না, অথচ বাইরে, যেখানে খোলা বাতাসে ভালভাবে দম নিতে পারছিলো সেখানেই এসে কিনা বেহুঁশ হলো। আসলে ঘটনাটা কি জানেন ? সবাইকে ওর জানানো দরকার, ওই অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সবাইকে বোঝাতে চেয়েছে, বড় নাজুক মানুষ সে, বিপদ-আপদে হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, তার মতো ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা ও সহ্যশক্তি খুব কম লোকেরই আছে।'

'ওর বিপক্ষে এটা কোনো প্রমাণ হলো না,' বললেন কমাণ্ডার রাইকভ।

'আমি প্রমাণ দিচ্ছি না,' বললো রানা। 'পয়েন্ট উল্লেখ করছি মাত্র। এখন দুই নম্বর পয়েন্ট। অভয়, তুমি তোমার দুই বন্ধু থায়রভ

আর ননেটিকে জাগানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেছো, কিন্তু জাগেনি ওরা। কি করে জাগবে, আমাদের জ্যাকভ ডাক্তার যদি ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে রাখে ? কি ব্যবহার করেছিলে ডাক্তার, ইথার না ক্লোরোফরম ? যা-ই ব্যবহার করে থাকো, করেছিলে মেজর আজামাতকে খুন করার পর। তারপর আগুন লাগিয়েছো। তুমি জানতে, উদ্ধারকারীরা আসতে অনেক দেরি হবে, কারণ এই দুর্গম মেরুতে খবর পেলেই কিছু আর ছুট করে চলে আসতে পারে না কেউ। এই সময়টা যাতে উপোস না দিতে হয় এজন্যে আগেভাগেই খাবার সরিয়ে রেখেছিলে। অন্যেরা যদি না খেতে পেয়ে মরে যায়ই, যাবে, তাতে তোমার কি, তাই না ? ভেবে ভেবে কিন্তু খাবার রাখার নিরাপদ জায়গাই বের করেছিলে। ঢেকে রেখেছিলে খায়রভ আর ননেটির লাশ দিয়ে। আচ্ছা, অভয়, তোমার একটুও খটকা লাগলো না, দু'জন লোককে জাগানোর জন্যে অতো ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচি করলে, অথচ কেন ওরা জাগলো না ? অবশ্য তোমাকে দোষ দেয়া যায় না। ওই রকম পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ক্লোরোফরম কিংবা ইথারের গন্ধ চাপা পড়ে গিয়েছিলো পোড়া ডিজেলের গন্ধে।' থামলো রানা, তারপর বললো, 'এতেও অবশ্যি কিছুই প্রমাণ হয় না।

'এবারে তিন নম্বর পয়েন্ট। এইতো, আজ সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন কুমারভকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, পোড়া লাশগুলোকে ল্যাবরেটরীতে সরাবার আদেশ নাকি উনিই দিয়েছিলেন। তবে,' জ্যাকভের দিকে চাইলো রানা, 'পরামর্শটা অবশ্যই ডাক্তার সাহেবের। লাশের সঙ্গে বাস করলে মানুষের নাকি কী কী সব মারাত্মক ব্যারাম হয়। তাছাড়া পোড়া বিকৃত লাশ দেখলে নাকি মন ভেঙে যাবে আহতদের। কাজেই লাশগুলো না সরালেই নয়। আসলে যে খাবার আর অন্যান্য প্রয়ো-

জনীয় জিনিসপত্র লাশ দিয়ে ঢাকা না দিলেই নয়, এটা তো আর বলতে পারবে না মুখ ফুটে। ঠিকঠাক বলছি তো সব, জ্যাকভ? নাকি কোনো ভুল আছে?

'চতুর্থ পয়েন্ট। জ্যাকভ বলেছে, আগুনটা কি করে লাগলো এটা জেনে নাকি কোনো লাভ নেই। আমরা জানলে অসুবিধে আছে তো তার। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে যে। জ্যাকভ, আগুন লাগানোর আগেই ফায়ার এক্সটিংগুইশারগুলো জ্যাম করে রেখেছিলে, তাই না? মিকো বলেছিলো সেদিন, ও বাংকহাউসের দিকে রওনা দেবার পর ফাটতে শুরু করে তেলের ড্রাম। ঠিকই বলেছে সে। নাকি, ডাক্তার?'

'আপনার মাথার ঠিক আছে কিনা সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ জোরদার হচ্ছে, মেজর,' শান্ত কণ্ঠে বললো জ্যাকভ। 'এই মুহূর্তে ঠেসে ধরে আপনাকে কোনো কেবিনে বন্দী করে রাখা উচিত। পাগলকে ছেড়ে রাখা নিরাপদ নয়।'

'পাঁচ নম্বর পয়েন্ট। নভেলিতে লেনিনগ্রাদকে দেরি করাতে চেয়েছিলে কেন বুঝতে পারছি না। তবে দেরি করাতে চেয়েছিলে বলেই আমাকে আর রুডেনকোকে সরাতে চেয়েছিলে। আমরা যদি বলি যমজ দুই ভাইকে জাহাজে তোলা যাবে, কমাণ্ডার তোমার কথা শুনবেন না, তুমিও লেনিনগ্রাদকে দেরি করাতে পারবে না, এই তো?

'লাশ কবর দেবার অনুষ্ঠানে জোর জবরদস্তি করে গেলে যদি কিছু সন্দেহ করে বসি আমরা, এই জন্যে অন্য লোককে দিয়ে কমাণ্ডারকে অনুরোধ করিয়েছে জ্যাকভ। প্রথমে অনুরোধ করেছে অভয়, তারপরে রুডিন। কমাণ্ডার, ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ঠেকেনি আপনার কাছে? যখনই শুনেছে জ্যাকভ, বরফে লাশ কবর দেয়া হবে, তখুনি প্ল্যানটা

করে ফেলেছে সে। লেনিনগ্রাদের সেইল কেমন পিচ্ছিল হয়েছিলো, দেখেছে সে। রুডেনকোকে শেষ করা যায় কিভাবে, সেটাও ভেবেছে। এরপর সহজ কাজ। কবর দিয়ে ফেরার পথে রুডেনকোর সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে সে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় রুডেনকোর নিচে থেকেছে। দড়ি ধরে ভারসাম্য ঠিক রাখছিলো রুডেনকো, জ্যাকভও। সময় বুঝে দড়িতে জোরে একটা দোলা দেয় জ্যাকভ। সেইলের ছাতে ওঠার আগের মুহূর্তে শুধু দড়ির ওপর নির্ভর করেছিলো বলেই আচমকা দোলা সইতে পারেনি। রুডেনকো, পড়ে যায়। কি চালাক এই জ্যাকভ ডাক্তার! নিজে নিচে থেকেছে। ফলে ওকে নিয়ে নিচে পড়েছে রুডেনকো নিজের ওপর থেকে সন্দেহ দূর করবার কি সুন্দর ফন্দী! এতে অবশ্য নিজের জীবনের ওপরও যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছিলো সে, স্বীকার করতেই হবে। দু'জনের পতনের শব্দ ছাড়াও তৃতীয় আরেকটা চাপা শব্দ কানে এসেছিলো আমার। জুতোর ডগা দিয়ে মানুষের খুলি, মানে রুডেনকোর কানের পাশে লাথি মারাতেই ওই শব্দ হয়েছিলো। এর ফলে তোমার পায়ের আঙ্গুল মচকায়নি তো, জ্যাকভ?'

'পাগলের কথার জবাব দিয়ে আর কি করবো,' যান্ত্রিক শোনালো জ্যাকভের কণ্ঠ। 'বকর বকরই সার। প্রমাণ করতে পারবেন না কিছু।'

'চেষ্টা করতে তো দোষ নেই। হ্যাঁ, রুডেনকো তোমাকে নিয়ে নিচে পড়েছে, কথাটা সত্যি। তুমিও স্বীকার করেছো। মাথায় চোটও পেয়েছো, দেখেছি আমরা। কিন্তু ওই সামান্য চোটেই হুঁশ হারিয়ে ফেললে? মটকা মেরে পড়েছিলে, না? বেহুঁশ হবার ভান করেছিলে। এরপরেই ভুলটা করলে তুমি। হুঁশ ফিরে পাবার ভান করলে, উঠে বসলে। এবং নেহাতই বোকার মতো মুখ ফসকে বলে ফেললে কথাটা। কথাটা আপনার মনে আছে না, কমাণ্ডার?'

'আমার মাথা আর খারাপ করবেন না,' তিক্ত শোনালো রাইক-ভের কণ্ঠ। 'স্মৃতিশক্তি তেমন ভালো না আমার।'

'ঠিক আছে, বলে দিচ্ছি। জ্যাকভ বলেছিলো : বেঁচে আছে তো? কে এমন করলো? আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন : কি করলো? কটে শুয়ে থাকা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রুডেনকোকে চেনা যাচ্ছিলো না, তার কি হয়েছে বলেওনি তাকে কেউ, অথচ কোন্ অলৌকিক উপায়ে যেন জানতে পারলো জ্যাকভ পাশের কটে শুয়ে আছে রুডেনকোই। বলে উঠলো : ডাক্তারকে আমার ওপর ফেললো? কে? মনে পড়েছে তো এবার, কমাণ্ডার?'

'ঠিক বলেছেন, মেজর, কে পড়েছে তার ওপর জানা ছিলো জ্যাক-ভের, কিন্তু পাশের কটে রুডেনকো আছে সেটা তো জানার কথা নয়।' ডাক্তারের দিকে কঠিন, শীতল দৃষ্টিতে চাইলেন কমাণ্ডার। 'ঠিকই বলে-ছেন, ও, ও...'

'খুনী। রুডেনকোর পর পরই আমার ওপর নজর দিলো জ্যাকভ ডাক্তার। মেডিক্যাল স্টোর থেকে কিছু ওষুধপত্র আনার অনুমতি চেয়েছিলাম আমি আপনার কাছে, ওয়ার্ড রূমে তখন ছিলো ও। শু-নেছে। ব্যস, সময় মতো পিছু নিয়েছে আমার। হ্যাচ কভারের হুড়-কো খুলে রেখে সরে পড়েছে। রুডেনকোর মতো মরতে মরতে বেঁচে গেলাম আমিও। দুই দুইবার ব্যর্থ হলো জ্যাকভ। এরপর আসছি বুনিয়েনের কথায়। বুনিয়েনকে নড়ানো যাবে না, মরে যেতে পারে, এসব বলে ওকে নভেলিতেই রাখতে চেয়েছিলো জ্যাকভ, কিন্তু তার কথা শুনলেন না আপনি, কমাণ্ডার...'

'ঠিকই বলেছিলাম,' বললো জ্যাকভ। আশ্চর্য শান্ত ভাবগতিক। 'যা বলেছিলাম তাই করছে, মারাই গেছে বুনিয়েন।'

'হ্যাঁ, মারা গেছে,' স্বীকার করলো ব্লানা। 'কারণ ওকে মেরে ফেলেছো তুমি। এবং ওকে মেরে তোমার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ সংগ্রহের সুযোগ দিয়েছো আমাকে। কি করে মেরেছো, সে কথায় পরে আসছি। কিন্তু তার আগে আরেকটা ব্যাপার। বুনিয়েনের দোহাই দিয়ে লেনিনগ্রাদকে আটকাতে না পেরে অন্য উপায় ধরলে তুমি। চেয়েছিলে এক, কি দুই ঘণ্টা দেরি করাবে। কিন্তু হিসেবে একটু গোলমাল করে ফেললে। প্রায় শেষই হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। ইঞ্জিন রূমে সামান্য একটু অগ্নিকাণ্ডের বন্দোবস্ত করতে গিয়েছিলে তুমি, ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিলে, যাতে রিঅ্যাকটর বন্ধ করে দেয়া হয়। সিকবেতে বসেই এক সুযোগে তৈরি করে নিয়েছিলে ডিলেড-অ্যাকশন কেমিক্যাল ফিউজ যাতে আগুন ধরালে প্রচুর ধোঁয়া বেরোয়। মাঝরাতে, যখন প্রায় নির্জন হয়ে পড়েছে ইঞ্জিন রূম, ফিউজ নিয়ে গেলে সেখানে তুমি। কি করে গেলে, সেকথাও বলছি। সাংঘাতিক, সাংঘাতিক চালাক তুমি ডাক্তার, এবং সেই পরিমাণ ভয়ংকর।'

'এবং নিষ্ঠুর,' বললেন রাইকভ।

'হ্যাঁ, নিষ্ঠুর। সেই সন্ধ্যায় রোগীদের দেখাশোনা করেছে সে। আমিও ছিলাম তার সঙ্গে। বুনিয়েনের পোড়া ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। তারপর রোগীদের পাহারায় যে ছিলো, তাকে বলেছে বুনিয়েনের যে-কোনো অসুবিধের কথা যেন সঙ্গে সঙ্গে জানানো হয় জ্যাকভকে। জানানো হয়েও ছিলো। ইঞ্জিন রূমের একজন স্টাফের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি আমি, সেই রাতে দেড়টা নাগাদ ইঞ্জিন রূম প্যাসেজওয়ে ধরে বুনিয়েনকে দেখতে যাচ্ছিলো জ্যাকভ। মেশিনারি-স্পেসে ফিউজ ফেলার সুযোগ পেয়েছিলো সে ওখান দিয়ে যাবার সময়েই। তার পরিকল্পনা মাফিকই কাজ হতো, কিন্তু গোল বাধালো শীথিং। তেল-খাওয়া জি-

নিসটাতে ধরে গেলো আগুন। তারপর কি হলো, আপনারা জানেন।'

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত জ্যাকভের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কমাণ্ডার। তারপর রানার দিকে চেয়ে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন। 'আপনার এই কথাটা ঠিক মানতে পারছি না, মেজর। বুনিয়েনের অবস্থা খারাপ না-ও হতে পারতো। তাহলে জ্যাকভের পরিকল্পনা ঠিক থাকতো না। অনিশ্চয়তায় ভরসা করে না জ্যাকভের মতো লোক।'

'করেও নি,' স্বীকার করলো রানা। 'সিক-বের রেফ্রিজারেটর খুঁজলেই এর জবাব পেয়ে যাবেন। একটা অ্যালুমিনিয়মের পাত রাখা আছে তাতে। ওই পাতে জ্যাকভ ডাক্তারের আঙ্গুলের ছাপ পাবেন। পাতের এক পিঠে মলম মাখানো। কিন্তু মলমের আগে আর একটা জিনিস মাখিয়ে নিয়েছিলো পিশাচটা। সোডিয়াম ক্লোরাইড, মানে, সাধারণ লবণ। বুনিয়েনকে ব্যথার ইঞ্জেকশন দিয়েছে জ্যাকভ। তিন-চার ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে এই ওষুধের কার্যকারিতা। ওদিকে তার দেহের তাপে পাতলা হয়ে লবণ মিশে গেলো মলমের সঙ্গে। ঘায়ের সংস্পর্শে এলো এই লবণ। ওষুধের অ্যাকশন ফুরোতেই তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলো বুনিয়েন। চেঁচিয়ে উঠতেই ডাকা হলো ডাক্তারকে। ব্যাণ্ডেজ না পাল্টে আরো একটা ব্যথার ইঞ্জেকশন পুশ করলো পিশাচটা। ধোঁয়ায় মারা যায়নি বুনিয়েন, মারা গেছে শকে। গোটা হাতে অসহ্য জ্বলুনি···ধকল সইবার শক্তি ছিলো না তার শরীরে।

'জ্যাকভ ডাক্তার যে কতোটা নীচ চরিত্রের লোক, কল্পনা করতে পারবেন না, কমাণ্ডার। মহত্ত্ব দেখাতে ইঞ্জিন রূম থেকে রিনিস্কিকে তুলে আনতে গিয়েছিলো সে। আসলে ওটা ছিলো টাটকা বাতাসে যাবার কৌশল। ইঞ্জিন রূমের গরমের মধ্যে গিয়ে ইচ্ছে করেই হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেছে। টেনে খুলে ফেলেছে মাস্ক। দশ-পনেরো সেকেণ্ড

যে কেউ দম না নিয়ে থাকতে পারে। তাই থেকেছে সে, তারপরই তুলে আনা হয়েছে ওকে। তখন ওকে পরিষ্কার বাতাসে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন আপনি, কমাণ্ডার। এটাই চাইছিলো জ্যাকভ।'

'কিন্তু এর পরেও বার বার ইঞ্জিন রূমে যাওয়া-আসা করেছে জ্যাকভ,' বললেন কমাণ্ডার।

'অবশ্যই করেছে। কিন্তু কেন, জানেন? ক্লোজ-সার্কিট ব্রীদিং সেট পরে আমাদের সবার চেয়ে অনেক আরামে থেকেছে সে। আহতদের সেবা করার ভাঁওতা দিয়ে আসলে সেবা করেছে নিজের। দারুণ এক লোক হে তুমি, ডাক্তার। তোমার মতো স্বার্থপর, নীচ, জঘন্য লোক জীবনে দেখিনি আমি।'

কোনো কথা বললো না জ্যাকভ।

'ফিল্মগুলো কোথায়, জ্যাকভ?'

'কিসের কথা বলছেন, বুঝতে পারছি না,' শান্ত কণ্ঠে বললো জ্যাকভ। 'বিশ্বাস করুন, আপনি ভুল করছেন। সব আপনার অবাস্তব কল্পনা।'

'অ্যালুমিনিয়মের পাতে লবণ এবং তোমার আঙুলের ছাপও কি অবাস্তব কল্পনা?'

'যে-কোনো ডাক্তার ভুল করতে পারে।'

'তা পারে। কিন্তু লবণ ওষুধ নয়। ফালতু কথা বাদ দিয়ে ফিল্মগুলো কোথায় বলে ফেলো তো চট্ করে।'

'প্লীজ, দোহাই আপনার, আমাকে আর জ্বালাবেন না,' স্পষ্ট ক্লান্তি ফুটলো জ্যাকভের গলায়।

'এবার আপনার যা খুশি করতে পারেন, কমাণ্ডার,' রাইকভের দিকে তাকালো রানা। ইচ্ছে করলে ঝেড়ে প্যাঁদানি দিতে পারেন,

ইচ্ছে করলে কয়েদখানায় ভরে রাখতে পারেন।'

'অবশ্যই কয়েদ করবো,' হাসি হাসি গলায় বললেন কমাণ্ডার। 'গ্যাকো আর রুস্তভকে কিন্তু ঠেকাতে পারবো না আমি, ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে তার কেবিনে যেতে চাইবে ওরা।'

'কেউ দেখা করতে যাবে না কারো কেবিনে,' কথা বলে উঠলো রুডিন। রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে। আরো একটা জিনিস তাকিয়ে আছে রানার দিকে—বিচ্ছিরি চেহারার একটা মাউজার; কিভাবে যেন চলে এসেছে রুডিনের হাতে।

গোটা ঘরে পিনপতন স্তব্ধতা।

রানার দুই ভুরুর ঠিক মাঝ বরাবর তাক করলো রুডিন পিস্তলটা।

এগারো

'কি বুঝলে, মেজর সাহেব?' হাসলো জ্যাকভ। ফোলা ঠোঁটের জন্যে বিকৃত দেখালো হাসিটা। 'বিরাট গোয়েন্দা সেজে গিয়েছিলে। কতো তাড়াতাড়ি পাল্টে যায় পাশার ছক, তাই না? কিন্তু, খবরদার, কেউ কোনরকম বোকামী করবে না। পিস্তলে খুব ভালো হাত রুডিনের। খুব ভালো জায়গায় আছে ও, ঘরের সবাইকে কভার করতে কোনো অসুবিধা নেই।'

রুমাল দিয়ে আলতো করে ঠোঁটের রক্ত মুছলো জ্যাকভ। উঠে দাঁড়ালো। হাল্কা পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়ালো রানার পেছনে। রানার পোশাকের সম্ভাব্য জায়গাগুলো দ্রুত হাতে টিপেটুপে দেখে নিলো।

'নেই,' বললো জ্যাকভ। 'তুমি বড়ই আনাড়ি লোক, রানা। কেমন স্পাই তুমি, একটা পিস্তল পর্যন্ত নেই। ঘোরো এখন, ঘুরে দাঁড়াও। দরকার হলেই তোমার শিরদাঁড়ায় গুলি ঢোকাতে পারে যেন রুডিন।'

ঘুরে দাঁড়ালো রানা। বিজয়ীর হাসি হাসলো জ্যাকভ।

আঘাতটা এলো হঠাৎই। রানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রচণ্ড চড় খেলো গালে। পর পর দু'বার। উল্টোহাতের চড়। পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নিলো রানা নিজেকে। রক্তের স্বাদ পেলো জিভে।

'কিছু মনে করো না, রানা, বড় উশখুশ করছিলো মনটা,' সন্তুষ্টি প্রকাশ পেলো জ্যাকভের গলায়। 'বেশ আরাম পাচ্ছি এখন।'

'ও, রুডিনই তাহলে খুনী?' রানার গলার স্বর ভারি। 'গুলি করেছে ও-ই?'

'করেছি, তবে সবাইকে নয়,' জবাব দিলো রুডিন। 'আমি আর জ্যাকভ ভাগাভাগি করেই কাজ সেরেছি।'

'ক্যাপস্যুল আনতে তাহলে তুমিই গিয়েছিলে,' আপনমনে মাথা ঝাঁকালো রানা। 'বুঝেছি, সেজন্যেই ফ্রস্ট-বাইটে মুখের অবস্থা কাহিল হয়েছে তোমার।'

'হারিয়ে গিয়েছিলাম,' মুচকি হেসে বললো রুডিন। 'হতচ্ছাড়া স্টেশনটা খুঁজে পাবার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম প্রায়।'

'জ্যাকভ আর রুডিন!' বুয়েলের কণ্ঠে বিস্ময়। 'বন্ধুদের খুন করেছে এরা! পিশাচ, খুনী, জানোয়ার...'

'ব্যস, ব্যস, হয়েছে। চুপ থাকো,' রুডিনের দিকে ফিরে আদেশ দিলো জ্যাকভ, 'কারো প্রশ্নের কোনো জবাব দেবে না। নিজেকে হীরো বানানোর দরকার নেই আমাদের। বাংলাদেশের বোকা স্পাইটার

মতো বকর বকর করে কাউকে বোঝানোর দরকার নেই, কতো চালাক আমরা। কমাণ্ডার রাইকভ, ফোনটা তুলে নিন। কণ্ট্রোল রুমকে জাহাজের মুখ ঘোরানোর আদেশ দিন। সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমে যেতে বলুন।'

'বড় বেশি আশাবাদী তুমি, জ্যাকভ,' শান্তকণ্ঠে বললেন রাইকভ। 'একটা সাবমেরিন হাইজ্যাক করতে চাইছো, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'রুডিন,' বললো জ্যাকভ। 'রুস্তভের পেটে নিশানা করো। আমি পাঁচ গোণার সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপবে। এক···দুই···তিন···'

পরাজিত সেনাপতির মতো একটা হাত তুললেন রাইকভ। এগিয়ে গেলেন ওয়াল-টেলিফোনের কাছে। প্রয়োজনীয় আদেশ দিয়ে, রিসিভার যথাস্থানে রেখে ফিরে এসে দাঁড়ালেন রানার পাশে। চাইলেন। কমাণ্ডারের চোখে রানার প্রতি সম্মান কিংবা শ্রদ্ধা কোনটাই অবশিষ্ট নেই। ঘরের অন্যান্যদের দিকে চাইলো রানা। জ্যাকভ, রুস্তভ আর গ্যাকো দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ারে হাঁ করে বসে আছে পিনিন, কোলের ওপর রাখা খবরের কাগজ। অন্যেরা আগের মতোই যার যার চেয়ারে। সবার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে রুডিন, পিস্তল-ধরা হাতটা স্থির, নিষ্কম্প। কারো চেহারায় বীরত্বের কোনো লক্ষণ নেই। স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন ওরা। কিছু ভাবতেও সাহস পাচ্ছে না।

'একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন হাইজ্যাক করার মধ্যে উত্তেজনা আছে, এবং নিঃসন্দেহে লাভজনক কাজ, কমাণ্ডার রাইকভ,' বললো জ্যাকভ। 'কিন্তু সীমা লংঘন করবো না আমি। জায়গামতো পৌঁছে আপনাদের ছেড়ে চলে যাবো। আইস ক্যাপের মাত্র কয়েক মাইল দূরে অপেক্ষা করছে একটা জাহাজ, তার ডেকে অপেক্ষা করছে একটা

হেলিকপ্টার। খোলা সাগরে বেরিয়েই একটা বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে লেনিনগ্রাদের পজিশন জানিয়ে মেসেজ পাঠাবেন আপনি। হেলিক-প্টার এসে তুলে নিয়ে যাবে আমাকে আর রুডিনকে। একটা উপদেশ দিচ্ছি আপনাকে, খোঁড়া ইঞ্জিন নিয়ে এরপর জাহাজটাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবেন না। ওটা একটা ডেস্ট্রয়ার। এই ইঞ্জিন নিয়ে ওটার ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারবেন না আপনি কোন দিন।'

'ফিল্মগুলো কোথায়, জ্যাকভ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'তোমাদের নাগালের বাইরে। ঠিক সময় মতো পৌঁছে যাবে ডেস্ট্রয়ারে।'

'কিভাবে?' জানতে চাইলেন রাইকভ।

'দুঃখিত। আগেই তো বলেছি, রানার মতো বকর বকর করতে পারবো না। কোনো প্রফেশনাল বোকার মতো বাহাদুরী করে না কখনো, কি কৌশলে কি করেছে জানায় না কাউকে।'

'সরিয়েই ফেললে শেষ পর্যন্ত!' তিক্ততা ঝরলো রানার কণ্ঠ থেকে। ফুলে গেছে ঠোঁট। ভারি লাগছে কথাগুলো।

'হ্যাঁ, তুমি হেরেই গেলে শেষ পর্যন্ত, স্পাই সাহেব। পারলে না ঠেকাতে।' হাসলো জ্যাকভ।

'হাসছো!' অবাক কণ্ঠে বললো রানা। 'সাতজন! সাতজন লোক-কে হাসিমুখে পরপারে পাঠিয়ে...'

'হাসিমুখে?' বেছে বেছে শব্দ চয়ন করে কথা বললো জ্যাকভ, 'না, বন্ধু, হাসিমুখে নয়। আমি একজন প্রফেশনাল, এবং কোনো প্রফে-শনালই বিনা কারণে খুন করে না। নিতান্ত বাধ্য হয়েই খুন করেছি আমরা সাতজনকে।'

'এই নিয়ে দু'বার প্রফেশনাল শব্দটা ব্যবহার করেছো তুমি,' ধীরে

ধীরে বললো রানা। 'তার মানে হিসেবে কিছুটা ভুল হয়েছে আমার এই খেলা তুমি নতুন খেলছো না। ক'বছর ?'

'পনেরো বচ্ছোর, খোকা,' শান্ত জ্যাকভ, 'আমি আর রুডিন—মস্কোতে আমেরিকার সেরা অপারেটার।'

'সাতটা খুন করেছো, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেলো জ্যাকভের চোখ। স্থির দৃষ্টিতে তাকালো রানার দিকে। 'কেন, কিসের দ্বিধা ? অবশ্যই খুন করেছি। কেন ?'

'তুমি, রুডিন ?' ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?' সন্দেহ ফুটেছে রুডিনের চোখে।

'জবাব দিতে অসুবিধে আছে ? নাকি ভয় পাচ্ছো বলতে ?' চোখের কোণ দিয়ে দেখলো রানা, ভুরু কুঁচকে তার দিকেই তাকিয়ে আছে জ্যাকভ। কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছে, টের পেয়েছে যেন জ্যাকভ।

'ভয় পাবো কেন ?' খোঁচা খেয়ে ক্ষেপে গেলো রুডিন। 'অবশ্যই খুন করেছি। দরকার হলে আরো করবো।'

'যাক, স্বীকার করলে তোমরা শেষ পর্যন্ত ! এগারো জন লোকের সামনে। এভাবে মুখ ফসকানো উচিত হয়নি তোমাদের। আসলে আমার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে এমন কোনো প্রমাণ ছিলো না, যার সাহায্যে ফাঁসিতে ঝোলানো যায়। কাজেই কিছু সাক্ষীর সামনে খুনের স্বীকারোক্তি করিয়ে নিলাম। এবার আর রক্ষা নেই তোমাদের। তা, জ্যাকভ ডাক্তার, তোমার হেলিকপ্টার আর আসছে না কিন্তু ফাঁসিতে ঝুলে মরাই লেখা আছে তোমাদের কপালে।'

'ব্যাটা উন্মাদ হয়ে গেলো নাকি !' ধমকে উঠলো জ্যাকভ। গলার

স্বরে উদ্বেগ। 'ব্লাফ দিয়ে বাজিমাতের চেষ্টা হচ্ছে বুঝি, স্পাই সাহেব?'

জ্যাকভের কথায় কান দিলো না রানা। বললো, 'শুনে বিস্মিত হবে, আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে রুডিনের ব্যাপারেও নিশ্চিত হয়েছি আমি। জিজ্ঞেস করতে পারো, ডাক্তার, ধরলাম না কেন তাকে? ধরলে নিজেদের কুকর্মের কথা সোজাসুজি অস্বীকার করতে দু'জনেই। তার চেয়ে এখনকার এই খেলাটাই কি ভালো খেলিনি?'

'ছাগলটার কথায় কান দিও না,' রুডিনকে সাবধান করলো জ্যাকভ। 'ব্লাফ দিচ্ছে। আগে তোমাকে মোটেই সন্দেহ করেনি ও। করলে এভাবে পাশার ছক উল্টে যেতো না।'

'যখনি বুঝেছি তুমি খুনী, ডাক্তার, আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি সহকারী আছে তোমার। রুডিনের সঙ্গে একই কেবিনে ঘুমাতে তুমি, কাজেই, ওকে হাতে না রাখলে কুকর্ম করতে পারতে না। যদি রুডিন তোমার সহকারী না হতো, তো ওকেও খুন করতে হতো তোমার। অগ্নিকাণ্ডের রাতে তোমাদের কেবিনে দুই-দুইজন লোককে খুন করলে, অথচ রুডিনকে বাঁচিয়ে রাখলে, এ হতে পারে না। আরো কিছু ব্যাপার জানি আমি। বলছি। আসলে সে রাতে তোমার কেবিনের দরজা বরফ জমে জ্যাম হয়ে যায়নি। অভয় যখন দরজা ধাক্কাচ্ছিলো, তোমরা দু'জনেই ভেতর থেকে পাল্লাটা গায়ের জোরে ঠেলে রেখেছিলে। এবং তা করে অভয়কে ভুল বোঝাতে চেয়েছিলে।

'মিলাহাইলকেও খুন করেছো তোমরা। ওর ঘাড়ে একটা লাল দাগ দেখেছি আমি। গ্যাকোকেও দেখিয়েছি। মানুষ খুন করতে দেখে ফেলেছিলো নিশ্চয়ই মিলাহাইল, কাজেই শেষ করে দিয়েছো তাকেও। ঘাড়ে আঘাত করে অজ্ঞান করে ফেলেছিলে ছেলেটাকে, তারপর ফেলে রেখেছিলে আগুনের ভেতরে। কিন্তু তোমরা ভাবোনি, ক্যাপ্টেন

কুমারভ জ্বলন্ত ঘরের ভেতরে ঢুকে বের করে আনবেন তাকে।

'পিলে চমকে গেলো তোমাদের। যদি হুঁশ ফিরে পায় মিলাহাইল, তাহলে সব ভেস্তে যাবে। মিলাহাইলের ব্যাপারটা তখন খেয়াল করেনি কেউ। করার অবস্থাও ছিলো না। বাংকহাউসের প্রতিটি লোক ক্ষুধায় আর পোড়া ঘায়ে কাতর। আমরা যখন পৌঁছে গেলাম, বেপরোয়া হয়ে উঠলে তুমি, জ্যাকভ। হুঁশ ফিরে পাবার লক্ষণ দেখাচ্ছিলো মিলাহাইল। আমি সঙ্গে করে প্রচুর মরফিন নিয়ে গিয়েছিলাম, সব পুশ করলে মিলাহাইলের গায়ে। মরফিন কি হলো ভেবে অবাক হয়েছিলাম তখন, কিন্তু এখন নই। অতিরিক্ত মরফিন পুশ করলে, এবং রোগী মারা গেলে সেটাকেও খুন বলে, না ডাক্তার?'

'আসলে যা ভেবেছি, তার চেয়ে মাথায় অনেক বেশি বুদ্ধি রাখো তুমি, মাসুদ রানা,' শান্ত কণ্ঠে বললো জ্যাকভ। 'তোমাকে হিসেব করতে একটু ভুলই করে ফেলেছি। কিন্তু তাতে কিচ্ছু যায় আসে না।'

'যায় আসে না? অবাক করছো আমাকে, ডাক্তার। আমি আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে পরিষ্কার ভাবে জানি তুমি আর রুডিন খুনী। তারপরেও সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের অ্যারেস্ট না করে এখানে এই ওয়ার্ড রুমে জমায়েত হয়েছি। কেন?'

'কারণ সোজা, তুমি জানতে না রুডিনের কাছে পিস্তল আছে।'

'তাই, না?' রুডিনকে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'ঠিক জানো তো, তোমার হাতের খেলনাটা কাজ করবে?'

'এই ধরনের ধোঁকাবাজি অনেক পুরোনো হয়ে গেছে, দোস্ত,' হাল্কা গলায় বললো জ্যাকভ।

'আমি ভাবছিলাম কি, পেট্রোলে থেকে থেকে খেলনাটার জোড়ার সমস্ত লুব্রিকেটিং অয়েল ধুয়ে গেছে বুঝি,' জ্যাকভের মতোই হাল্কা

গলায় বললো রানাও।

রানার কাছে ঘেঁষে এলো জ্যাকভ। কঠিন হয়ে উঠেছে চেহারা। 'জানো তাহলে তুমি সবই, রানা ?'

'ট্রাকটরের পেট্রোল ট্যাংকে ওটা খুঁজে পেয়েছেন আসলে, কমাণ্ডার রাইকভ,' বললো রানা। 'তোমার ব্যাগে ভরে ওটা নিয়ে আসার ঝুঁকি তুমি নাওনি, ডাক্তার। তোমার ব্যাগ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কিন্তু আমি জানি, একজন প্রফেশনাল খুনী তার পিস্তল বেশিক্ষণ কাছ-ছাড়া রাখে না। আমি জানতাম, সামান্যতম সুযোগ পেলেই পিস্তলটা তুলে আনার জন্যে ছেড়ে যাবে তুমি। কাজেই আবার পেট্রোল ট্যাংকে জিনিসটা রেখে দিয়ে এসেছিলাম।'

'ভীষণ খারাপ লোক তো আপনি, মেজর!' রেগেই গেলেন কমাণ্ডার। 'নাকি আমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন কথাটা ?'

'দুঃখিত, কমাণ্ডার,' জ্যাকভের দিকে তাকালো রানা। 'পিস্তলটা রাখার আসল কারণ কি জানো ? তোমার সহকারী কেউ আছেই, এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া। আমি পিস্তলটা রেখে আসার পরও স্টেশনে গিয়েছিলে তুমি। জোঁকের মতো তোমার সঙ্গে লেগে ছিলাম আমি। তারপর তুমি সাবমেরিনে ফিরে এলে। আমি রয়ে গেলাম স্টেশনেই। সবাই লেনিনগ্রাদে ফিরে আসার পর গিয়ে পেট্রোল ট্যাংকে দেখলাম পিস্তলটা নেই। তুমি আনোনি, তাহলে কে আনলো ? সহকারী আছে, বুঝতে অসুবিধে হয় আর এরপর ?'

'তোমাকে মেরেই ফেলতে হচ্ছে, রানা,' রুডিনের দিকে চাইলো জ্যাকভ। 'অত্যন্ত ডেঞ্জারাস লোক তুমি।'

সোজা রানার দুই চোখের মাঝে টিপ করলো রুডিন।

'রুডিন, দোহাই তোমার, আমার কথা শোনো,' বললো রানা।

পিস্তল নামাও। নইলে বিশ সেকেণ্ডের মধ্যে কোনো ডাক্তারের সাহায্য দরকার হবে তোমার।'

মুখ খিস্তি করে গাল দিলো রুডিন।

গ্যাকোর দিকে ফিরলো রানা। 'কি করতে হবে জানো তুমি, গ্যাকো।'

চকিতে সব ক'টা মুখ ফিরলো গ্যাকোর দিকে। একটা বাল্কহেডে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্যাকো। ভাবান্তর নেই চেহারায়।

রুডিনও ফিরে চেয়েছে। নিজের অজান্তেই মাউজারের মুখ ঘুরে গেছে গ্যাকোর দিকে। বদ্ধ পরিসরে পিস্তলের গুলি ফোটার আওয়াজ একটু বেশি করেই কানে বাজলো। চেঁচিয়ে উঠলো রুডিন। হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেছে। বাঁ হাতে চেপে ধরলো ভাঙা ডান কব্জি।

রানার ওয়ালথারটা খবরের কাগজের তলা থেকে বের করে আন-লো পিনিন। ছোট্ট একটা গোল ফুটো হয়ে গেছে কাগজটার এক জায়গায়। শিল্পীর চোখে রুডিনের দিকে তাকিয়ে নিজের হাতের কাজ দেখলো যেন, তারপর রানার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ঠিক এভাবেই ঘটুক চেয়েছিলেন আপনি, না মেজর?'

'হ্যাঁ, ঠিক এভাবেই। হাতের টিপ তোমার চমৎকার, পিনিন। ভেরি গুড!' প্রশংসা করলো রানা।

'দারুণ দেখিয়েছো হে, ল্যাংড়া মিয়া,' রুডিনের হাত থেকে খসে পড়া মাউজারটা তুলে নিয়েছে গ্যাকো। জ্যাকভের দিকে তাক করে বললো, 'বেসামাল দেখলেই ট্রিগার টিপবো। যদি মেকানিজম কাজ না করে, এটা দিয়ে পিটিয়ে ভাঙবো তোমার মাথাটা।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে ব্যাণ্ডেজের রোল বের করলো সে। ছুঁড়ে দিলো জ্যাকভের দিকে, 'ঘটনা এই-ই ঘটবে, মোটামুটি শিওর ছিলাম আমরা, বুঝতেই পারছো।

কাজেই ব্যাণ্ডেজও সঙ্গেই রেখেছি। নাও, তোমার বন্ধুকে একটু সাহায্য করো।'

'তুমি করো গে,' খ্যাঁক করে উঠলো জ্যাকভ। রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠস্বর।

রাইকভের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠ হাসি হাসলো গ্যাকো, পিস্তলটা দেখিয়ে বললো, 'ডাক্তার জ্যাকভের মাথায় এটা ভাঙবার যদি একটু অনুমতি দিতেন, কমরেড…'

'অনুমতি দেয়া গেলো,' মুচকি হেসে বললেন রাইকভ।

কিন্তু গ্যাকো এগোবার আগেই ব্যাণ্ডেজ নিয়ে কাজে লেগে গেলো জ্যাকভ।

পুরো এক মিনিট নীরবতা বিরাজ করলো ঘরে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে গিয়ে ইচ্ছে করেই রুডিনকে ব্যথা দিলো জ্যাকভ। ঝাল ঝাড়ছে। সব ভেস্তে যাওয়ায় সবার ওপর রাগ।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করলো জ্যাকভ। রানাকে জিজ্ঞেস করলেন কমাণ্ডার, 'আমি এখনো বুঝতে পারছি না ফিল্মগুলো কোথায় কি করে সরালো ওরা!'

'সহজেই,' মৃদু হেসে বললো রানা। 'একটা ওয়াটার প্রুফ ব্যাগে ফিল্মগুলো ভরে একটা হলুদ ডাই মার্কার বেঁধে দিয়েছে ব্যাগের সাথে। তারপর গ্যালির গারবেজ-ডিসপোজাল ইউনিটে সেটা ফেলে রেখেছে। সাবমেরিন খোলা সমুদ্রে বেরোলেই পাম্প করে বের করে দেবে বাইরে—এই ছিলো প্ল্যান। রেডিওর সাহায্যে আগেই জানিয়ে রেখেছে ডেস্ট্রয়ারকে ঠিক কোথায় ভেসে উঠবে ব্যাগটা। গ্যাকোকে খেয়াল রাখতে বলেছিলাম; আজ বিকেলে রুডিনকে গ্যালিতে যেতে দেখেছে গ্যাকো, হাতে ব্যাগটা ছিলো। বেরিয়ে এসেছে খালি হাতে। বরফের নিচ থেকে খোলা সাগরে বেরোলেই চট্ করে এক ফাঁকে টিপে দেবে

পাম্পের বোতাম। সাথে সাথেই ভেসে উঠবে মার্কার শুদ্ধ ব্যাগ। কয়েক হাজার বর্গগজ ছড়িয়ে যাবে পানির ওপর হলুদ রঙ। ডেস্ট্রয়ারের হেলিকপ্টার সহজেই খুঁজে পাবে ওটাকে। এরাও নিশ্চিন্তে লেনিনগ্রাদে চড়ে চলে যাবে গদানস্ক হয়ে মস্কোতে—হয়তো বীরত্বের মেডেলও পেয়ে যাবে এক-আধটা। বুঝতে পেরেছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন কমাণ্ডার।

'আরেকটা কথা,' বলে চললো রানা, 'লেনিনগ্রাদকে দেরি করাচ্ছে কেন জ্যাকভ, বুঝতে পারিনি বলেছিলাম। এখন বুঝেছি। আবহাওয়া খারাপ, যখন ওরা বুঝলো প্লেনে করে ফিল্ম উদ্ধার সম্ভব নয়, তখন, মানে, বেশ দেরিতে ডেস্ট্রয়ারটাকে আসতে বলেছিলো জ্যাকভ। জায়গা মতো পৌঁছতে দেরি হচ্ছিলো ওটার, তাই আমাদের দেরি করাবার চেষ্টা। নভেলি ছেড়ে চলে আসার পর লেনিনগ্রাদের পজিশন জানিয়েছে সে, রেডিওতে যোগাযোগ রেখেছে ডেস্ট্রয়ারের সঙ্গে। সেখান থেকে আরো একটু দেরি করাবার নির্দেশ আসাতেই আগুন দিয়েছিলো ইঞ্জিন রুমে।'

'বুঝলাম,' ভুরু কুঁচকে মাথা ঝাঁকালেন কমাণ্ডার। 'দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে ডেস্ট্রয়ারটা। দেবো নাকি একটা টর্পেডো মেরে?'

'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি আপনি নিতে পারেন না,' হাসলো রানা।

আবার মাথা ঝাঁকালেন কমাণ্ডার। 'এখন গারবেজ ডিসপোজাল ইউনিট থেকে ব্যাগটা বের করি কি করে?'

'বের করার দরকার নেই,' বললো রানা। 'জায়গা মতো পৌঁছে আমরাই টিপে দেবো বোতামটা।'

'কেন?' চমকে উঠলেন কমাণ্ডার।

'আমি চাই, ব্যাগটা ওরা পেয়ে যাক। ফিল্মগুলো ডেভেলপ করে প্রিন্ট করার পর সি. আই. এ-চীফ কলভিনের মুখের চেহারাটা কেমন হয় দেখবার সুযোগ পেলে বড় ভালো লাগতো। জ্যাকভ, নিজেকে খুবই চালাক ভেবেছিলে তুমি। কিন্তু যদি জানতে অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ লোক আমি, তাহলে অতোটা বাড়াবাড়ি করতে না। পিনিনের পা-টা এক্স-রে করার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলে, ভেবেছিলে কেউ আন্দাজ করতে পারবে না যে ওরই ব্যাণ্ডেজের নিচে করে চালান দেয়া হয়েছে ফিল্মগুলো নভেলি থেকে লেনিনগ্রাদে। ওর প্লাস্টার কাস্ট খুলেছিলে কেন? প্লাস্টিকের খামে পোরা ফিল্মগুলো বের করে নিতে, না? লুকানোর সত্যিই চমৎকার জায়গা বের করেছিলে তুমি, জ্যাকভ। সবই লক্ষ্য করেছি আমি।

'প্লাস্টার কাস্টে ব্যবহৃত ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি খুলে নিয়ে খামটাশুদ্ধ ওয়েস্ট ট্রেতে ফেলে রাখলে তুমি। তারপর এক সুযোগে টুক করে খামটা নিয়ে পকেটে ভরলে।' হেসে উঠলো রানা। কমাণ্ডারের দিকে চেয়ে বললো, 'কিন্তু বেচারা জানেও না, আগের রাতেই পিনিনকে সিক বে-তে আনিয়েছিলাম আমি, দু'ঘন্টা ধরে প্লাস্টার খসিয়ে ফিল্মগুলো বের করে নিয়ে আবার প্লাস্টার করেছিলাম। প্লাস্টার করার আগে অন্য ফিল্ম ভরে দিয়েছিলাম ঠিক জায়গা মতো। আসলে নিজেকে খামোকা প্রফেশনাল ভেবেছো তুমি, ডাক্তার। তোমার সি. আই. এ. বন্ধুরা রাশান লঞ্চিং বেসের ছবি কোনদিন পাবে না।'

অশ্রাব্য গালাগাল দিয়ে উঠলো জ্যাকভ। ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করলো রানার ওপর। কিন্তু পারলো না। পা বাড়াতেই চাঁদির ওপর বাড়ি খেলো মাউজারের বাঁটের। দড়াম করে ধাতব মেঝেতে আছড়ে পড়লো সে—অজ্ঞান।

ঝুঁকে জ্যাকভকে পরীক্ষা করলো গ্যাকো। তারপর সোজা হয়ে দাঁত বের করে হাসলো। 'কোনো কাজ করে এতো আনন্দ জীবনে পাইনি আমি, মেজর। ও হ্যাঁ, ডাক্তার রুডেনকোর ক্যামেরায় ছবি তুলে, ফিল্মগুলো প্লাস্টিক খামে ভরার সময়ও প্রাণ খুলে হেসেছি।'

'কিসের ছবি?' কৌতূহল চেপে রাখতে পারলেন না কমাণ্ডার রাইকভ।

দিলখোলা হাসি হাসলো গ্যাকো। সিক-বের দেয়ালে ডাক্তারের টাঙানো সব কমিক ছবি। ইয়োগী বীয়ার, ডোনাল্ড ডাক, প্লুটো, পপি, স্নো-হোয়াইট অ্যাণ্ড সেভেন ডোয়ার্ফ। দেয়ালের সমস্ত ছবি তুলেছি টেকনিকালারে,' আবার হাসলো সে। 'ছবি দেখে বড় আনন্দ পাবে সি. আই. এ-চীফ।'

এই সময় কন্ট্রোল রুম থেকে খবর এলো, মাথার ওপরে পলিনাইয়া দেখা যাচ্ছে।

ভেসে ওঠার হুকুম দিলেন কমাণ্ডার রাইকভ।

বুক ভরে শ্বাস নেয়ার জন্যে তাজা বাতাস দরকার।

শেষ

আলোচনা

[এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, নিজের কোনো রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক (jokes) ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের এক পিঠে লিখবেন। পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরোনো হয়ে গেছে—দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি দেবেন না।—কা. আ. হোসেন।]

ইশরাত নাসরীন সোনিয়া
মিরপুর, ঢাকা-১৬।

আমার ভালো লাগে—যখন আপনার কাছ থেকে চমৎকার জমজমাট কাহিনী সমৃদ্ধ বই আমরা উপহার পাই। আমার ভালো লাগে—"মাসুদ রানা" অথবা অন্য কোনো রোমাঞ্চোপন্যাস-এ কোনো মহৎ চরিত্রের উপস্থিতি। যেমন বলতে পারি দুর্গম দুর্গের মাহবুব চানন, হ্যালো সোহানার আদম সুলারিও, আই লাভ ইউ-ম্যানের ল্যাম্পনি ও রডরিক চরিত্রগুলি আমাকে মোহাবিষ্ট করেছে। আর এ ধরনের চরিত্র সৃষ্টিতে আপনি সার্থক।

আমার ভালো লাগে—সোহানার ছেলেমানুষি, রানার কর্তব্য পরায়ণতা, রূপার কঠোরতা, সোহেল, জাহেদ, নাসের, সলিলের দুষ্টুমি, রানার প্রতি গিলটি মিঞার শ্রদ্ধা, রানার প্রতি মেজর জেনারেল রাহাত খানের ভালবাসা ও স্নেহ।

আমার ভালো লাগে—যখন আপনার কোনো লেখা দারুন ভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মনে হয় আপনার সথে আমরা পাঠক/পাঠিকারাও জনপ্রিয় হয়ে গেছি।

সবশেষে বলবো, সেবা প্রকাশনীর সব কিছুই ভালো লাগে।

০ আপনার সুন্দর চিঠি সেবা প্রকাশনীর সবার ভালো লাগলো। ধন্যবাদ।

মোঃ মনজুরুল আজিম (পলাশ)
ঝাউতলা, কুমিল্লা।

হাসান উৎপল লিখিত 'ফেরারী' পড়লাম। নিঃসন্দেহে রোমাঞ্চোপন্যাসের লেখক হিসাবে ওনাকে প্রথম সারিতে ফেলা যায়। বইটিতে সত্যিকারের রোমাঞ্চোপন্যাস সুলভ প্রাণ আছে। অনেক আগের "ফেরারী" সিরিজের "রক্ত পুতুল" বইটিও পড়তে সক্ষম হয়েছি। "ফেরারী" যদি সিরিজ হয়ে থাকে তাহলে শুধু "ফেরারী" নামে হাসান উৎপল বই লিখলেন কেন? যাক, হাসান উৎপলকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে পরবর্তী রোমাঞ্চোপন্যাসে হাত দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

০ আপনার অনুরোধ ও প্রশ্ন যথাস্থানে পৌঁছে দিলাম।

নিভা
ধানমণ্ডি, ঢাকা-৫।

মাসুদ রানা তো পৃথিবীর দশজন সেরা স্পাইদের মধ্যে একজন, তাহলে অপর নয়জনের নাম কি?

লেখক হীরক চৌধুরী এখন কোথায় ? সব শেষে একটি অনুরোধ : কুংফু, জুডো এবং ব্যায়াম শিক্ষার (ছেলেমেয়ে উভয়েরই) উপর বই প্রকাশ করুন না।

o নামগুলো ভুলে গেছি।…সিলেটে।…'খালি হাতে আত্মরক্ষা' ও 'ব্যায়াম' এই বই দু'টির কাজ অনেকদিন পর আবার হাতে নেয়া হয়েছে। আশাকরি শীঘ্রই পাবেন।

সাহাদৎ আলম/ঝুনু
জলেশ্বরীতলা, বগুড়া।

আপনার উপর খুব রাগ হচ্ছে, কারণ ছায়া শিকারী-১ এর আলোচনা বিভাবে নিরু, রানু ও মনিরের প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন ১৫ থেকে ২০ পাতা গায়েব হতেই পারে না, সেটা অসম্ভব। আশ্চর্য ! ওরা কি তবে বই কিনে পাতা ছিঁড়ে আপনার কাছে চিঠি লিখেছে ? নাকি আপনারা ভুলের উর্ধ্বে ? আমার এক বন্ধু ঢাকা থেকে মেজর রাহাত কিনে পড়তে নিয়ে দেখে ১৪৭ থেকে ১৫৮ পাতা গায়েব !

আপনাদের যদি ভুল না হয়, তাহলে পাতাগুলো গেলো কোথায় ? জানাবেন কি ?

o নিশ্চয়ই জানাবো। সাধারণত: আমাদের বই একেকবারে ১৬ পৃষ্ঠা করে ছাপা হয়। একে বলে : এক ফর্মা। কয়েকটি ফর্মা মিলে একটি বই। বাঁধাইয়ের সময় যদি একটি ফর্মা বাদ পড়ে, তাহলে বাদ পড়তে পারে ১—১৬ পৃষ্ঠা, ১৭—৩২ পৃষ্ঠা, ৩৩—৪৮ পৃষ্ঠা, ৪৯—৬৪ পৃষ্ঠা, এইভাবে এক একটি পুরো ফর্মা। ১৪৭—১৫৮ পৃষ্ঠা যদি কোনো বইয়ে না থাকে, সেটা আমাদের দোষ নয়—পাতাগুলো নিশ্চয়ই কেউ ছিঁড়ে ফেলেছে। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিনলে এ রকম ঘটতেই পারে, নতুন বইয়ের বেলায় অসম্ভব। আর ১৫—২০ পৃষ্ঠা গায়েব হতে পারে না কেন

নিজেই বুঝতে পারবেন একটা বই উল্টে দেখলে। ১৪ ও ২৬ নং পৃষ্ঠা থাকলে ১৫ ও ২৫ নং থাকতেই হবে। রাগ দুর হয়েছে নিশ্চয়ই ?

আহসান হাবিব

গাংচর, কুমিল্লা।

সত্যিই আজ আমি আমার অবসর সময়ের বন্ধু হিসেবে একজনকে পেয়ে কতো যে, খুশি হয়েছি তা আমি আমার অপটু ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। ছকে বাঁধা নিয়ম-কানুনে ভরা আমার এই জীবন। আনন্দের উপকরণ তেমন একটা নেই। আজ আমার এক বন্ধু আমার হাতে দিল সেবা প্রকাশনীর দুইটি বই। বাসায় এসে মনোযোগ সহকারে পড়লাম। লেখককে ধন্যবাদ না জানিয়ে বই বন্ধ করতে পারলাম না। সত্যই মুগ্ধ হলাম সেবা প্রকাশনীর বই পড়ে। জীবনে এই প্রথম আমি অবসর সময় আনন্দে কাটাবার বন্ধু পেলাম। শিল্পীর প্রতিও রইলো আমার অভিনন্দন।

o কোন্ বই পাঠ করে ভালো লাগলো, তা কিন্তু লিখতে ভুলে গেছেন।

রতন ও গফুর

ধামরাই, ঢাকা।

ডিউক (মাস্তান) চরিত্রটি খুব সুন্দর ফুটেছে, কিন্তু ডিউকের উপর ভিত্তি করে আপনার লেখা একটি বইও আমাদের মুগ্ধ করতে পারে নাই। কাজেই রানাকে ডিউকের আসল কাজটা সেরে ফেলে তাড়াতাড়ি খোলস বদলাতে বললে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।

বশির আলী

পোঃ বক্স ৪৩০৮, রিয়াদ, সউদী আরব।

অতীত "রানা" এবং বর্তমান "রানার" মাঝে কেমন যেন ব্যবধান

গড়ে উঠেছে। অতীতের "রানা" একাই একশো। কিন্তু বর্তমান বই গুলিতে "রানাকে" তা মনে হচ্ছে না। স্বর্ণ-সংকট, সন্ন্যাসিনী, নিরাপদ কারাগার, হামলা এই বইগুলিতে "রানাকে" কেমন যেন মরা মরা লাগলো। মনে হয়েছে এ যেন অন্য "রানা"।

মোত্তাহির

পো: বক্স নং-৮১৩, তায়েফ, সৌদী আরাবিয়া

'বিষ' বইটা পড়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছি, সেই সাথে অত্যন্ত দুঃখও পেয়েছি হ্যারিকে বিনা নোটিশে হত্যা করার জন্য। সি. আই. এ.-র হাত থেকে রানাকে রক্ষা করে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন বাপের কাজ করলেন। কিন্তু ধড়িবাজ অ্যাডমিরালও কম নন, প্রাণ বাঁচানোর বদলে রানাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিলেন ফাঁকে দিয়ে।

ফরহান তামিম

২৬, সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা-১৭।

আপনার "পিশাচ দ্বীপ" বইটি কিনে পড়লাম। ওটার প্রচ্ছদে লেখা 'পিশাচ' কিন্তু সাইড কভারে লেখা পিচাশ। এটা কি আপনাদের ছাপার ভুল?

o হ্যাঁ।

সাব্রী সারেরীন

হাসান নগর, সুনামগঞ্জ, সিলেট।

এইমাত্র শেষ করলাম 'মেজর রাহাত'। রাহাত খানের অতীত কীর্তি জেনে যে খুশি হইনি, তা নয়।

তবে আমার মনে হয়েছে, কাহিনীটিকে রানা। সিরিজের সাথে সম্পৃক্ত না করে আলাদা ভাবে বের করলেই ভালো করতেন। যেমনটি করেছিলেন 'মৃত্যুদূত'-এর বেলায়।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রচ্ছদ ভালো লাগলেও প্রথম খণ্ডের প্রচ্ছদ পছন্দ হয়নি। তবে ম্যালোরি আর গ্রীণকে আমার পছন্দ হয়েছে। ওদেরকে শুভেচ্ছা জানাবেন। সম্ভব হলে গোপালাকে-ও।

০ জানিয়ে দিলাম।

তাপু
হাজী কলোনী, সৈয়দপুর, রংপুর।

সেদিনকার এক ঘটনা লিখছি। সেদিন আমার এক ভাই, যে ইদানীং মাসুদ রানা পড়ে, প্রতিশোধ ও ২ বইটি আমাদের বাসায় আনে। কিন্তু তার পরের দিন ওর এবং আমার পড়া না হতেই দেখি বই গায়েব। খোঁজ নিয়ে জানলাম পাশের বাড়ির খালাম্মা নিয়ে গেছেন। পরের দিন আনতে গিয়ে শুনলাম খালাম্মার পড়া না হতেই খালু পড়তে লেগে গিয়েছেন, যিনি এখানকার কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের গুরুগম্ভীর অধ্যাপক।

সাহস করে বললাম, 'খালু আপনি রানা সিরিজ পড়েন নাকি?' উত্তরে তিনি কি বললেন জানেন? 'আরে, পড়বো না কেন, নিশ্চয়ই পড়ি, ওতো অবসরের বন্ধু।'

সত্যি, কাজীদা, এতো আনন্দ পেয়েছি ওনার কথা শুনে, আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না।

০ আমারও ভালো লাগলো শুনে।

গোলাম কুদ্দুস বাপি
বি. এম. টি. এফ. অফিসার্স কলোনী, জয়দেবপুর, ঢাকা।

অনেকদিন ধরে সেবা প্রকাশনীর একটা ক্যাটালগ এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলাম। মাসুদ রানা, উপন্যাস, রহস্য অনুবাদ, কুয়াশা, শিকার, আজব ইত্যাদি নানা ধরনের প্রায় তিন শত বইয়ে সেবা প্রকা-

শনীর পুস্তক তালিকার কলেবর ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। ব্যক্তিগত ভাবে, হাতে গোণা কয়েকটা বই বাদ দিয়ে বাকি সবগুলোই আমার পড়া হয়ে গেছে। ফলতঃ এই বিপুল পুস্তকারণ্যে মাঝে মাঝে বিভ্রান্তি বশতঃ পড়া বই মনে হয় না-পড়া। কয়েক পাতা পড়েই ভুল ধরা পড়ে। অবশ্য, প্রতিটি বই-ই একাধিকবার পড়লেও পুরানো হয় না। তবু ক্যাটালগটি সময়োপযোগী।

উত্তর মেরুর কাহিনী সম্বলিত 'লেনিনগ্রাদ-১' বেশ ভালো লাগলো। মনে হচ্ছে চায়না-র, জ্যাকভ-ই সেই বিভীষণ।

প্রকাশনীর সকল কর্মীর জন্য রইলো শুভেচ্ছা।

o আমরাও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাকে।

মোঃ মজিবুর রহমান (লিটন)
হোসেন মঞ্জিল, চাঁদপুর, কুমিল্লা।

দেরি করে হলেও 'ফেরারী' পড়লাম। খু-উব ভালো লেগেছে। লেখককে এই বই লেখার জন্য ধন্যবাদ।

কাজীদা, আমি একটি বই লিখতে চাই। যদি বইটি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে সেবা প্রকাশনী থেকে সেটা ছাপা হবে কিনা জানাবেন।

o লেখককে আপনার ধন্যবাদ জানিয়ে দিলাম।...গ্রহণযোগ্য হলে ছাপা হতে পারে।

নাবিল কাফা ও কাজল রশীদ
জি, কে, বালিঘাট, চাঁদ মোহাম্মদ রাস্তা, থানাপাড়া, কুষ্টিয়া।

প্রিয় কাজীদা, কখন যেন একদিন জড়িয়ে পড়েছিলাম আপনার সঙ্গে। কখন যেন একদিন আমাদের জীবনের একটা অংশ মনে করে-ছিলাম আপনাকে। আর, সম্ভবত, সেজন্যে আপনার কথা আমাদের এতো বেশি মনে পড়ছে।...কাজীদা, আমরা চলে যাচ্ছি—বাংলাদেশ

থেকে অনেক অনেক দূরে···মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সল্ট লেক সিটিতে। আমাদের জন্যে আশীর্বাদ করবেন। আর একটা কথা, আমরা কি ওখানে থেকে সেবার নতুন নতুন বই সেবা-প্রকাশনীর মাধ্যমে পেতে পারবো? তাড়াতাড়ি জানাবেন।

০ আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো। প্রবাস হোক ফলপ্রসূ, জীবনে আসুক শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি।···সেলস ম্যানেজারের কাছে টাকা জমা দিলে তিনি আগামী বইগুলো পাঠিয়ে দেবেন আপনাদের ঠিকানায়।

মোঃ শামসুল আলম (উল্কা)
নিউমার্কেট, পঞ্চগড়, দিনাজপুর।

"পাতকী" পড়লাম, খু-ব-ই ভালো লাগলো। এক কথায় দারুণ। লেখককে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

০ জানিয়ে দিলাম।

খন্দকার আবদুর রফিক
রাজশাহী সরকারী সিটি কলেজ, দ্বাদশ, বিজ্ঞান, রাজশাহী।

দেরিতে হলেও টার্গেট নাইন-১, ২ কিনলাম। পড়তে পড়তে দেখলাম দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৬ পৃষ্ঠার পরই ১১৩ পৃষ্ঠা। মাঝের পাতাগুলি কোথাও নাই। নাম লিখে ফেলায় লাইব্রেরীতে ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু লেনিনগ্রাদের আলোচনা বিভাগে দেখলাম ত্রুটিপূর্ণ বই আপনি পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। আমারটাও কি পাঠিয়ে দিব?

০ দিন। আপনার অসুবিধে হলো বলে দুঃখিত।

হারান ঘোষ
সান্তাহার নতুন বাজার, সান্তাহার, বগুড়া।

আপনার প্রকাশিত লেনিনগ্রাদ-১ পড়লাম। খুব ভালো লেগেছে।

মেজর আজামাত কিরিমের জন্য দুঃখ হচ্ছে। দোহাই লাগে, রানার এতো আশা, এতো চেষ্টা ব্যর্থ করে দিবেন না।

০ ঠিক আছে, তাই হবে। কিন্তু পরে আবার অবাস্তব বলবেন না তো ?

কৌতুক

জি, এম, শামসুল হুদা
জনতা ব্যাংক, কে, ডি, ঘোষ রোড, খুলনা।

স্বামী স্ত্রীর সংসারে একজন মেহমান এলো। এলো, কিন্তু আর যাওয়ার নাম নেই। অবশেষে তারা দুজনে একটা পরামর্শ করলো। পরামর্শ মতো একদিন স্বামী তার স্ত্রীকে বেদম পিটাতে আরম্ভ করলো। আর স্ত্রী গলা ছেড়ে কান্না শুরু করলো। ব্যাপার দেখে মেহমান তার তল্পি-তল্পা নিয়ে সরে পড়লো। জানালা দিয়ে সেটা দেখে স্বামী স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, "হ্যাঁ গো, তুমি ব্যথা পাওনি তো ?" একগাল হেসে স্ত্রী বললো,, "না গো, আমি তো কান্নার অভিনয় করছিলাম।" তখন দরজার নিকট হতে মেহমান বলল, "হেঃ হেঃ হেঃ, আমিও চলে যাও-যার অভিনয় করেছিলাম।"

আইয়ুব আলী
ভূতেরগলি, ঢাকা।

ছায়া শিকারী খুব ভালো লেগেছে, এই ধরনের উপন্যাস আগামীতে আরো চাই। বিশু চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানাবেন।

০ জানিয়ে দিলাম।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি অর্ডার যোগে ৫০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা বা শুধু অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

বিদেশে বই পাঠাতে হলে

আমাদের মাধ্যমে বিদেশে প্রবাসী বন্ধু বা আত্মীয়র কাছে সেবা প্রকাশনীর যে-কোন ১টি বই পাঠাতে হলে আপনার খরচ পড়বে মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ২৭.০০ টাকা, ইউরোপের জন্য ২৯.০০ টাকা ও আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার জন্য ৩৫.০০ টাকা। মানি-অর্ডার ফর্মে নিজের ও বই প্রাপকের নাম ঠিকানা এবং বইটির নাম পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

প্রেত

রচনা : মুহম্মদ জাফর ইকবাল

মূল্য : দশ টাকা

বিষয় : প্রেত উপাসনার ওপর ভিত্তি করে রচিত আশ্চর্য গতিশীল এক পিশাচ কাহিনী। কিভাবে এদের সাথে জড়িয়ে গিয়ে ভয়ংকর পরিণতির দিকে চলেছিলো এক তরুণ ছাত্র—রুমী।

রানা-১১২

দুই খণ্ডে সমাপ্ত স্পাই থ্রিলার

লেনিনগ্রাদ-২

সবার সাথে কিলারও উঠেছে
ডুবোজাহাজ লেনিনগ্রাদে। অলক্ষ্যে থেকে
একের পর এক হামলা চালাচ্ছে
যখন যার ওপর খুশি।
মনে হচ্ছে উদ্দেশ্যহীন ম্যানিয়াক একজন—
খুনের নেশায় নিজেকেও ধ্বংস করে দিতে
দ্বিধা নেই যার।
প্রথম দিকে বোকা বনে গেল রানা।
কিন্তু তারপরই
জটিল এক জাল পাতলো অতি সাবধানে।
আরও একটা খুন করার
কিম্বা আরও মারাত্মক কোন বিপদে ফেলার
আগেই ধরতে হবে খুনীকে—
প্রমাণ সহ।
কিন্তু রানা কি ভাবতে পেরেছিল
শেষ মুহূর্তে পিস্তল বের করে বসবে খুনী?

বারো টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১